জ্ঞানানন্দ-লহরী

অর্থাৎ

ষটচক্র, আত্মষট্ক, নির্ব্বাণষট্ক, আত্মজ্ঞাননির্ণয়, জীবন্মুক্তিগীতা,
মোহমুদ্গর, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, যতিপঞ্চক, উত্তরগীতা ও রামগীতা
নামক তত্ত্বজ্ঞানবোধক পুস্তক সংগ্রহ।

যশোহর, মল্লীকপুর-নিবাসী

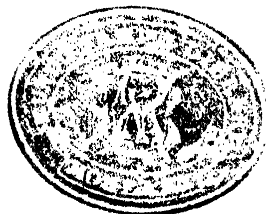
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

শ্রীসীতানাথ রায় দ্বারা

প্রকাশিত।

(৩৩৭ নম্বর গরাণহাটা, কলিকাতা)



কলিকাতা,

বীডন ষ্ট্রীট ৯০ নম্বর ভবনে,—বেঙ্গলরায় প্রেসে

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

যোগসাধনই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের মনোরথ সিদ্ধির একমাত্র উপায়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্বাগ্রে দেহশুদ্ধি না হইলে এবং দেহতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না থাকিলে যোগসাধনে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। দেহাভ্যন্তরস্থ মূলাধারাদি ষট্চক্রভেদ পরিজ্ঞাত হইলেই যোগসাধনের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই প্রভাবেই যে অনায়াসে মুক্তিসাধন হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; সুতরাং এই মহাফলপ্রদ গ্রন্থ যে মুক্তিমার্গের সোপানস্বরূপ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমি সাধারণের উপকারার্থ ঐ মহাফলপ্রদ মোক্ষকারণ ষট্চক্র এবং তৎসহ কতিপয় তত্ত্বজ্ঞানবোধক গ্রন্থ অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশিত করাইলাম। সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব, কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

ষট্‌চক্র-নিরূপণং।

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং ভবাব্ধিতরণং পরং।
ভবানীচরণৌ বন্দে সিদ্ধর্ষিপরিসেবিতৌ ॥
আত্মজ্ঞানপ্রবোধায় দেহসংশুদ্ধিহেতবে।
বিবদীক্রিয়তে চক্রং কালীপ্রসন্নধীমতা ॥

অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদি-ক্রমোদ্গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দ-নির্ব্বাহ-প্রথমাঙ্কুরঃ ॥ ১ ॥

অথেত্যাদি। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায়াত্রাথ শব্দো মঙ্গলার্থ-উপাত্তঃ। ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্গতঃ ষট্‌চক্রাদিক্রমেণ উদ্গতঃ প্রাপ্তঃ প্রকাশঃ পরমানন্দস্য মোক্ষস্য নির্ব্বাহঃ সম্পাদকঃ প্রথমোঽঙ্কুর উচ্যতে। ষট্‌চক্রনিরূপণং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পরমানন্দসম্পাদিকা সামগ্রীবিশেষঃ। ষট্‌চক্রং নিরূপ্যতে অর্থাৎ পূর্ণানন্দেন প্রকাশ্যতে ইতি যাবৎ। নম্ন পূর্ণানন্দবাক্যে কথং প্রামাণ্যং ইত্যত আহ তন্ত্রানুসারেণ। তন্ত্রেষু যথা দৃষ্টং তেনানুসারেণ প্রকাশ্যতে। ন তু স্বকারণাদিভিরুচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শরীরাভ্যন্তরস্থ মূলাধারাদি ছয়টী চক্র এবং নাড়ীসমূহের অবরোধ দ্বারা যে পরম আনন্দপ্রবাহ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তন্ত্র-শাস্ত্রবিধানানুসারে তাহারই প্রথমাঙ্কুর কীর্ত্তিত হইতেছে। অর্থাৎ পরম আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে হইলে অগ্রে দেহস্থ ষট্‌চক্র ও নাড়ী সমূহ কোন্ স্থানে কি ভাবে অবস্থিত এবং তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় সম্পাদিত হয়, তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব সেই সকল বিশদরূপে তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি। ১।

মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।

ধুস্তূরস্মেরপুষ্পপ্রথিততমবপুস্কন্দমধ্যাচ্ছিরঃস্থা
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জ্বলন্তী ॥২।

মেরোরিতি। মেরোর্মেরুদণ্ডস্য বাহ্যপ্রদেশে বহির্ভাগে সব্যদক্ষে বামদক্ষিণপার্শ্বে শশিমিহিরশিরে চন্দ্রসূর্য্যাত্মিকে নাড্যৌ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়মিতি ফলিতার্থঃ নিষণ্ণে বর্ত্তেতে। ইড়ানাড়ী বামভাগে পিঙ্গলা দক্ষিণভাগে ইত্যর্থঃ। মধ্যে মেরোর্মধ্যভাগে স্থষুম্না নাড়ী আস্তে। স্থষুম্না কীদৃশী ত্রিতয়গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ তে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ তেষাং রূপং যস্যাস্তাদৃশী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা ইতি বা রূপমিব রূপমিত্যত্র সমাসে একরূপশব্দস্য লোপঃ। পুনঃ কীদৃশী ধুস্তূরেতি ধুস্তূরস্য যৎ স্মেরপুষ্পং প্রস্ফুটিতপুষ্পং তদ্বৎ প্রথিততমং বপুর্যস্যাস্তাদৃশী প্রফুল্লধুস্তূরপুষ্পাকারা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী স্কন্দমধ্যাৎ মূলাধারপদ্মমধ্যাৎ শিরঃস্থা শীর্ষস্থা শিরস্থসহস্রদলপদ্মান্তং গতা ইত্যর্থঃ। অস্যাঃ স্থষুম্নায়া মধ্যমে মধ্যে জ্বলন্তী দীপ্তিং কুর্ব্বতী বজ্রাখ্যা বজ্রনাম্নী নাড়ী আস্তে ইত্যর্থঃ। বজ্রাখ্যা কীদৃশী মেঢ্রদেশাৎ লিঙ্গদেশাৎ শিরসি মস্তকোপরিগতা শীর্ষপর্য্যন্তং ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণদিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী এবং মধ্যস্থলে স্থষুম্না নাম্নী নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বাহিরে বাম পার্শ্বে ইড়া ও দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা অবস্থিত আর মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে স্থষুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে। ইড়া চন্দ্রসদৃশ ও পিঙ্গলা সূর্য্যসম প্রভাশালিনী। স্থষুম্না চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা সত্ত্ব-রজতম-ত্রিগুণময়ী ও বিকসিত ধুস্তূরকুসুমসদৃশী; এই স্থষুম্না মূলাধারপদ্মমধ্য হইতে শিরোপরি সহস্রদল কমল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থষুম্নার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রাভ্যন্তর দিয়া বজ্রা নাম্নী একটী নাড়ী মেঢ্রদেশ হইতে মস্তকোপরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই নাড়ীটী দীপশিখাবৎ প্রদীপ্তা। ২।

তন্মধ্যে চিত্রিণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
লূতাতন্তূপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্।

ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা
তস্যান্তর্ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তরস্থা ॥ ৩ ॥

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তস্যা বজ্রাখ্যায়া নাড্যা মধ্যে সা প্রসিদ্ধা চিত্রিণী নাড়ী মেরুমধ্যান্তরস্থান্ মেরুমধ্যন্তরং সুষুম্নামধ্যং তত্র তিষ্ঠন্তীতি তাদৃশান্ সকলসরসিজান্ মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরক-অনাহত-বিশুদ্ধ-আজ্ঞাখ্য ইতি ষট্পদ্মানি গ্রথনরচনয়া তত্তুৎপদ্মস্থরূপেণ ভিত্ত্বা সন্নিধ্য দেদীপ্যতে শোভতে ইত্যর্থঃ। চিত্রিণী কীদৃশী প্রণববিলসিতা "প্রণব ওঁকারঃ তদ্-যুক্তা। পুনঃ কীদৃশী যোগিনাং যোগাভ্যাসরতানাং যোগগম্যা। পুনঃ কীদৃশী লূতাতন্তূপমেয়া মর্কটসূত্রবৎ সূক্ষ্মা। তস্যাশ্চিত্রিণ্যা অন্তর্মধ্যে ব্রহ্ম-নাড়ী সা কীদৃশী হরমুখকুহরাৎ হরস্য স্বয়ম্ভূলিঙ্গস্য মুখং মূলাধারং তদেব কুহরং ছিদ্রং তস্মাদেব আদিদেবান্তরস্থা সহস্রদলপদ্মকর্ণিকামধ্যান্তর্গত-পরম-শিবসমীপস্থা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা শুদ্ধবুদ্ধ্যা নির্ম্মলজ্ঞানেন প্রবোধো যস্যাস্তাদৃশী ॥ ৩ ॥

বজ্রা নাড়ীর মধ্যভাগে চিত্রিণী নামে লূতাতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম একটী নাড়ী বিরাজিত আছে। এই নাড়ী আদি অন্ত ও মধ্যভাগে প্রণবদ্বারা সমন্বিতা, অর্থাৎ ইহার আদি অন্ত ও মধ্যভাগ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক সমাবৃত; এই নাড়ী একমাত্র যোগিগণেরই যোগগম্য। মেরুদণ্ডের মধ্যগতা সুষুম্না নাড়ীতে যে ছয়টী পদ্ম অঙ্কিত আছে, চিত্রিণী নাড়ী মধ্য-গত রন্ধ্রপথ দ্বারা সেই পদ্মসমূহকে ভেদপূর্ব্বক শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে চিত্রিণী নাড়ী পরিজ্ঞাত হইবার আর উপায় নাই। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজমান; উহা মূলাধারপদ্মস্থিত হরের বদনবিবর হইতে শিরস্থ সহস্রদলকমল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ব্রহ্ম-নাড়ীতে চিত্তসংযোগ করিলেই সুষুম্না নাড়ী পরিকম্পিত হয় এবং সমস্ত দেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। ৩।

বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা
শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকলসুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধাররম্যপ্রদেশং
গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি ॥৪॥

*বিদ্যুন্মালেতি। ব্রহ্মনাড়ী কীদৃশী বিদ্যুন্মালাবিলাসা বিদ্যুন্মালা বিদ্যুৎ-সমূহস্তদ্বৎ বিলাসো দীপ্তির্যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী মুনিমনসি মনন-*শীলানাং চিত্তে লসৎতন্তুরূপা দীপ্যমানমর্কটসূত্রতুল্যা। অতএ পুনঃ কীদৃশী সুসূক্ষ্মা অতিশয়সূক্ষ্মা ক্ষীণা বা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা শুদ্ধজ্ঞানং প্রবোধো যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী সকলসুখময়ী সকলসুখস্বরূপা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধেতি শুদ্ধবোধো নির্ম্মলজ্ঞানমেব স্বভাবো যস্যাস্তাদৃশী। ব্রহ্মদ্বারং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা সএব দ্বারো যস্যাস্তন্মূলাধারপদ্মং ইতি যাবৎ। তদাস্যে ব্রহ্মনাড্যা আস্যে মুখে প্রবিলসতি প্রকর্ষেণ শোভতে। ব্রহ্মদ্বারং কীদৃশং সুধাধাররম্যপ্রদেশং অমৃতসারীভূতমনোরমস্থানং। পুনঃ কীদৃশং গ্রন্থিস্থানং পদ্মানামিতি শেষঃ। তদেব ব্রহ্মদ্বারং সুষুম্নাখ্যনাড্যা বদনং মুখমিতি লপন্তি যোগিনঃ কথয়ন্তি ।। ৪ ।।

উল্লিখিত ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মলার ন্যায় সমুদ্ভাসিতা, ঋষিগণের অন্তরে যজ্ঞসূত্রবৎ প্রকাশমানা, অতি সূক্ষ্মরূপিণী, বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ী, নিত্য সুখস্বরূপা এবং নির্ম্মলজ্ঞানস্বভাবশালিনী; অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্ম-নাড়ীতে চিত্ত সন্নিবেশিত করেন, তাঁহারা নির্ম্মল আত্মজ্ঞান, নিত্য সুখ ও বিশুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখেই ব্রহ্মদ্বার (মূলাধারপদ্ম) শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে, সুতরাং ঐ স্থান পরম রমণীয় এবং ঐ স্থানই পদ্মের গ্রন্থিস্থলস্বরূপ। যোগিগণ ঐ ব্রহ্মদ্বারকেই সুষুম্না নাড়ীর মুখ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৪।

অথ আধারপদ্মং।

অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং
ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎসুবর্ণাভবর্ণৈ-
র্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ।। ৫ ।।

অথাধার ইতি। অথ অথানান্তরং আধারপদ্মং মূলাধারপদ্মং কীদৃশং সুষু-ম্নাস্যলগ্নং সুষুম্নামুখে লগ্নং তৎ। ধ্বজস্য লিঙ্গস্য অধোদেশে গুদোর্দ্ধং গুদ-

স্যোর্দ্ধং উপরি দ্ব্যঙ্গুলোপরি সাধকো ভাবয়েদিতি শেষঃ। পুনঃ কীদৃশং চতুঃশোণপত্ররূপং। পুনঃ কীদৃশং অধোবক্তুং অধোমুখং। পুনঃ কীদৃশং বেদবর্ণৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈর্যুতং যুক্তং। বেদবর্ণৈঃ কীদৃশৈঃ বকারাদিসান্তৈর্ব কার এবাদির্যেষাং তে বকারাদয়ঃ স এবান্তে যেষাং তে সান্তাঃ বকারাদয়শ্চ তে সান্তাশ্চেতি বকারাদিসান্তাস্তৈ র্ব শ ষ স ইতি চতুর্ব্বর্ণৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ উদ্যৎস্মুবর্ণাভবর্ণৈঃ তপ্তকাঞ্চনবর্ণসদৃশৈঃ ইত্যর্থঃ। মূলাধারপদ্মং রক্তবর্ণং রক্তবর্ণেষু চতুষ্পত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ব শ ষ সৈর্যুক্তং॥ ৫ ॥

লিঙ্গের নিম্নভাগে এবং গুহ্যের ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্য এই উভয়ের সমান মধ্যস্থলে আধারপদ্ম বিরাজিত। উহা স্মুষুম্না নাড়ীর মুখদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার বলিয়াই এই পদ্ম মূলাধার পদ্ম নামে অভিহিত। এই পদ্ম শোণবর্ণ, চারিটীদলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত। ঐ চারিটী দলে ব শ ষ স এই চারিটী বর্ণ বিন্যস্ত রহিয়াছে; ঐ বর্ণচতুষ্টয় তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ বর্ণ। (ইহা দ্বারা এই জানা যাইতেছে যে, মূলাধারপদ্ম রক্তবর্ণ এবং উহার চারিটী দলও রক্তবর্ণ জানিবে; ঐ চারিদলে পূর্ব্বাদিক্রমে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ব শ ষ স এই চারিটী বর্ণ বিদ্যমান আছে।) ৫।

অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতন্তৎ।
লসৎপীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং
তদন্তঃ সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥ ৬ ॥

অমুষ্মিন্নিতি। অমুষ্মিন্ মূলাধারপদ্মে ধরায়াঃ পৃথিব্যাশ্চতুষ্কোণচক্রং আস্তে। কীদৃশং সমুদ্ভাসি সম্যগ্দীপ্তং। পুনঃ কীদৃশং শূলাষ্টকৈরাবৃতং যুক্তং তদন্তস্তস্য চতুষ্কোণস্যান্তর্মধ্যে ধরায়াঃ পৃথিব্যাঃ স্ববীজং লকার আস্তে। কীদৃশং লসৎপীতবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং তড়িৎকোমলাঙ্গং তড়িদিব বিদ্যুদিব কোমলমঙ্গং যস্য তাদৃশং। তথাচ মূলাধার পদ্মে পৃথ্বীদৈবতং চতুষ্কোণমণ্ডলং চতুষ্কোণমণ্ডলস্য অষ্টদিক্ষু শূলাষ্টকং মধ্যে লকার ইতি বাক্যার্থঃ॥ ৬॥

মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থলে পরম দীপ্তিশালী চতুষ্কোণ পৃথিবীচক্র বিরাজিত; উহা শূলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ, এই চক্রের মধ্যস্থলে পৃথ্বীবীজ (লং) বিরাজমান রহিয়াছে। (ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মূলাধার পদ্মে পৃথ্বীদৈবত চতুষ্কোণ মণ্ডল, তাহার আট দিকে আটটী শূল এবং মধ্যে লকার বিদ্যমান। ৬।

চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং
তদঙ্কে নবীনার্কতুল্যপ্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু-
মু'খাম্ভোজলক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগবেদঃ॥ ৭॥

চতুরিতি। উক্তং ধরাবীজং কীদৃশং চতুর্ব্বাহুভূষং চতুর্হস্তং ভূষান্বিতঞ্চ। পুনঃ কীদৃশং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং ঐরাবতারূঢ়ং ইন্দ্রদেবাত্মকমিত্যর্থঃ। তদঙ্কে চতুষ্কোণমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিবীজক্রোড়ে সৃষ্টিকারী সৃষ্টিকর্ত্তা শিশুর্ব্রহ্মা ইতি যাবৎ তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ নবীনার্কতুল্যপ্রকাশঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যসদৃশরক্তবর্ণ ইত্যর্থঃ। বেদ ইতি জাতিত্বাচ্চৈকবচনং। বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি দর্শনাৎ। মুখাম্ভোজলক্ষ্মীঃ কীদৃশী লসৎবেদবাহুঃ। লসন্তো বেদাঃ সামাদয় এব বাহবো যস্যাস্তাদৃশী ব্রহ্মণো বিশেষণং বা। অথাম্ভোজলক্ষ্মীত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। তদায়মর্থঃ মুখাম্ভোজলক্ষ্মীর্ব্রহ্মণো মুখপদ্মবর্ত্ম। সামাদি চত্বারো বেদা ব্রহ্মণো মুখে স্ফুরন্তীত্যর্থঃ অত্র পক্ষে লসৎবেদবাহুরিতি ব্রহ্মণএব বিশেষণং। চত্বারো বেদাএব ব্রহ্মণো বাহুরূপা ইতি। তথাচ মূলাধারপদ্মে রক্তবর্ণ-শিশুরূপ-ব্রহ্মা তিষ্ঠতীতি ফলিতার্থঃ। চতুর্ভাগবেদঃ সামাদি চত্বারো বেদা মুখাম্ভোজলক্ষ্মীর্ব্রহ্মণো মুখপদ্মস্য শোভা ইত্যর্থঃ। চতুর্ব্বাহুর্ভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়ঃ ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে তদায়মর্থঃ শিশুঃ কীদৃশঃ চতুর্ব্বাহুঃ চতুর্হস্তঃ ভূষঃ ভূষাবান্ পুনঃ কীদৃশঃ গজেন্দ্রাধিরূঢ়ঃ হস্তিশ্রেষ্ঠমারূঢ় ইত্যর্থঃ। তদা মূলাধারে হস্তিবাহন-চতুর্হস্ত-রক্তবর্ণশিশুরূপী ব্রহ্মা তিষ্ঠতীতি ফলিতার্থঃ জ্ঞেয়ঃ॥ ৭॥

উল্লিখিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতুর্হস্ত, বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত, ঐরাবতারূঢ় ও ইন্দ্রদেবাত্মক। ঐ বীজক্রোড়ে নবোদিত দিবাকরের ন্যায়

শোণিতবর্ণ এক শিশু আছেন, তিনিই সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; সামাদি বেদচতুষ্টয় তাঁহার হস্ত স্বরূপ এবং তিনি মুখকমলে ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় ধারণ করিতেছেন। (ইহাদ্বারা এই বোধগম্য হইতেছে যে, মূলাধারপদ্মে রক্তবর্ণ শিশুরূপী ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন, বেদচতুষ্টয় তাঁহার মুখকমলের শোভামাত্র। পুস্তকান্তরে মূল শ্লোকের প্রথম চরণে "চতুর্ব্বাহুর্ভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়ো" এই রূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে স্থলে, উহা "শিশু" এই পদের বিশেষণ হইবে; অর্থাৎ পৃথ্বীবীজক্রোড়ে যে শিশুরূপী ব্রহ্মা আছেন, তিনি চতুর্ব্বাহু, অলঙ্কৃত ও গজেন্দ্রারূঢ়)। ৭।

বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভিখ্যা
লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।
সমানোদিতানেকসূর্য্যপ্রকাশা
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

বসেদিতি। অত্র চতুষ্কোণচক্রে ডাকিনী নাম্নী দেবী চ বসেৎ ন কেবলং ব্রহ্মা তচ্ছক্তির্ডাকিনী চেত্যর্থঃ। ডাকিনী কীদৃশী লসৎবেদবাহূজ্জ্বলা লসন্তো মনোজ্ঞা যে বেদবাহবশ্চত্বারো হস্তাস্তৈরুজ্জ্বলা দীপ্তিমতী চতুর্হস্ত-ব্রহ্মশক্তিত্বাদস্যাপি চতুর্হস্তবত্তা। পুনঃ কীদৃশী রক্তনেত্রা রক্তনয়না। পুনঃ কীদৃশী সমানোদিতা অনেকসূর্য্যপ্রকাশসমানং এককালং উদিতা যেঽনেকসূর্য্যা দ্বাদশাদিত্যাস্তৎপ্রকাশ ইব প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী সমাসে একপ্রকাশশব্দস্য লোপঃ। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধবুদ্ধেঃ শিশুরূপব্রহ্মণঃ প্রকাশং সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে বহন্তী সম্পাদয়ন্তী ব্রহ্মণো যাদৃশঃ প্রকাশস্তাদৃশ-প্রকাশবতীত্যর্থঃ। যদা ব্রহ্মণঃ প্রকাশং সৃষ্টিকর্ত্তৃস্বরূপং সদা বহন্তী সম্পাদয়ন্তী শক্তিং বিনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমত্বাৎ তথাচ শিবঃ শক্ত্যাক্তো যদি ভবতীতি ॥ ৮ ॥

উল্লিখিত পৃথ্বীচক্রের মধ্যে ডাকিনী নাম্নী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি মনোরম চতুর্হস্ত দ্বারা পরিশোভিত, লোহিতনেত্র এবং এককালীন সমুদিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় তেজঃশালিনী। ঐ চক্রে যে শুদ্ধ শিশুরূপী ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন, ডাকিনী দেবীও তৎসদৃশ রূপ ধারণ

পূর্ব্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শক্তি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, এই হেতু ব্রহ্মা ডাকিনী নাম্নী শক্তির সহিত দেহমধ্যে পৃথ্বীচক্রে অবস্থিতি করিতেছেন।) ৮।

বজ্রাখ্যাবক্ত্রদেশে বিলসতি কর্ণিকামধ্যসংস্থং
কোণং তত্ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং কামরূপং।
কন্দর্পো নাম বায়ুর্বিলসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ
জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ॥ ৯॥

বজ্রেতি। বজ্রাখ্যা বজ্রনাম্নী নাড়ী তস্যা বক্ত্রদেশে মুখপ্রদেশে কর্ণিকামধ্যসংস্থং মূলাধারপদ্মকর্ণিকায়া মধ্যে স্থিতং তৎ প্রসিদ্ধং ত্রৈপুরাখ্যং কোণং ত্রিকোণমিতি যাবৎ সততং নিরন্তরং বিলসতি বিলাসং করোতি। কীদৃশং তড়িদিব বিলসৎ প্রকাশমানং। কোমলং মনোজ্ঞং। পুনঃ কীদৃশং কামরূপং বিলাসাস্পদং। কামরূপং অভিলষিতসম্পাদকরূপস্থ। তস্য ত্রিকোণস্য মধ্যে সমন্তাদিতস্ততঃ চতুর্দ্দিক্ষু নাম নাম্না ইত্যব্যয়ঃ কন্দর্পনা বায়ুঃ সততং নিরন্তরং বিলসতি। কীদৃশঃ জীবেশঃ জীবাত্মনঃ স্বামী। পুনঃ কীদৃশঃ বন্ধুজীবপ্রকরং রক্তবর্ণং বান্ধুলীপুষ্পাণাং সমূহং অভিহসন্ তিরস্কুর্ব্বন্ বান্ধুলীপুষ্পাদপি অস্যাতিশয়রক্তবর্ণত্বাৎ। পুনঃ কীদৃশঃ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ কোটিসংখ্যকসূর্য্যাণাং প্রকাশ ইব প্রকাশো যস্য তাদৃশঃ। তথাচ মূলাধারপদ্মকর্ণিকামধ্যে বিদ্যুদ্বর্ণং ত্রিকোণং চতুর্দ্দিক্ষু কন্দর্পনামা রক্তবর্ণবায়ুরিতি বাক্যার্থঃ॥ ৯॥

বজ্রা নাম্নী নাড়ীর বদনদেশে মূলাধার পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রৈপুর নামক তড়িদ্বৎ দীপ্তিমান্, মনোরম, বিলাসাস্পদ ত্রিকোণ যন্ত্র বিরাজমান আছে। ঐ যন্ত্রের মধ্যে কন্দর্প নামক বায়ু অবস্থিতি পূর্ব্বক দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, ঐ বায়ু জীবত্মাকে স্বীয় অধীনে রাখিয়াছেন, উহার দীপ্তি কোটি সূর্য্যের ন্যায় এবং ঐ বায়ু বান্ধুলিপুষ্প অপেক্ষাও শোণিতবর্ণ। (ইহা দ্বারা বোধগম্য হইল যে, মূলাধার পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুদ্বর্ণ ত্রিকোণ যন্ত্র ও তাহার চতুর্দ্দিকে কন্দর্প নামক রক্তবর্ণ বায়ু অবস্থিত আছে।) ৯।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলাকোমলঃ পশ্চিমাস্যো
জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিসলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভূঃ।
উদ্যৎপূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপপ্রকারঃ॥ ১০॥

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তন্ত্রিকোণস্য মধ্যে লিঙ্গরূপী লিঙ্গাকারঃ স্বয়ম্ভূঃ লিঙ্গঃ বিলসতি। কীদৃশঃ দ্রুতকনককলাকোমলঃ দ্রুতা দ্রবীভূতা কনককলা স্বর্ণসমূহস্তদ্বৎ কোমলঃ স্বর্ণবর্ণঃ কমনীয়মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পশ্চিমাস্যঃ অধোমুখঃ। পুনঃ কীদৃশঃ জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেন চিন্তয়া প্রকাশো যস্য তাদৃশঃ তথাচ জ্ঞানধ্যানগম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রথমকিসলায়কাররূপঃ প্রথমং নবীনং যৎ কিসলয়ং তদাকারং তদ্রূপং যস্য তাদৃশঃ নবপল্লববর্ণ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ উদ্যদিত্যাদি প্রকাশমানঃ পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসমূহরশ্মিরাশিস্নিগ্ধসন্তানহাস্যযুক্তঃ। পুনঃ কীদৃশঃ কাশীবাসী কাশ্যাং বাসশীলঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বিলাসী বিলাসযুক্তঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সরিদাবর্ত্তঃ নদীজলভ্রমঃ তদ্রূপঃ প্রকারঃ সাদৃশ্যং যস্য তাদৃশঃ। তথাচ মূলাধারপদ্মকর্ণিকামধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণমধ্যে অধোমুখ-নবপল্লব-বর্ণ-স্বয়ম্ভূলিঙ্গং বর্ত্ততে ইতি বাক্যার্থঃ॥ ১০॥

উক্ত যন্ত্রের মধ্যে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু অধোবদনে অবস্থিত আছেন। তিনি বিগলিত স্বর্ণের ন্যায় কোমল, নবীন-পল্লববর্ণ, শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তিমান্, কাশীধামপরায়ণ, বিলাসী এবং নদীর আবর্ত্তের ন্যায় গোলাকার। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্যান দ্বারাই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। (ইহা দ্বারা প্রতীত হইল যে, মূলাধারপদ্মের কর্ণিকামধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ মধ্যে অধোমুখ, নবপল্লববর্ণ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন।) ১০।

তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী
ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং।

শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনচপলামালাবিলাসাস্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥
কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী ॥ ১২ ॥

তস্যোর্দ্ধে ইতি কূজন্তীতি চ দ্বাভ্যাং কুলকং। কুলকুণ্ডলিনী মূলাম্বুজ-গহ্বরে মূলাধারপদ্মমধ্যে বিলসতি বিলাসং করোতি ইত্যর্থঃ। সা কীদৃশী তস্য স্বয়ম্ভূলিঙ্গস্য ঊর্দ্ধে উপরিদেশে স্থিতেতি শেষঃ। পুনঃ কীদৃশী বিষতন্তু-সোদরলসৎসূক্ষ্মা বিষতন্তু পদ্মমৃণালমধ্যসূত্রং তৎসোদরা তৎসদৃশা লসৎ-সূক্ষ্মা প্রকাশমানা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী জগন্মোহিনী সংসারমোহ-জনিকা। পুনঃ কীদৃশী ব্রহ্মদ্বারমুখং মূলাধারপদ্মস্থ-স্বয়ম্ভূছিদ্রং মুখেন মধুরং স্বয়ং কুণ্ডলিনী আচ্ছাদয়ন্তী। পুনঃ কীদৃশী শঙ্খস্যাবর্ত্তো বেষ্টনং তন্নিভা তৎসদৃশী শঙ্খাবর্ত্তবদ্বেষ্টিতা যুক্তা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী নবীনেতি নবীনা দেদীপ্যমানা যা চপলামালা বিদ্যুৎসমূহস্তস্য বিলাসাস্পদা শোভাস্পদা তত্তুল্যা ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী সুপ্তা কৃতশয়না। পুনঃ কীদৃশী সর্পসমা সর্পাকারা। পুনঃ কীদৃশী শিরোপরি স্বয়ম্ভূলিঙ্গোপরি লসন্তী সার্দ্ধত্রিবৃত্তা সার্দ্ধত্রয়বেষ্টনবিশিষ্টা আকৃতির্যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ কোমলা কমনীয়ত্ববিশিষ্টা যা কাব্যবন্ধরচনা তস্যা অতিশয়ভেদক্রমৈর্বিশিষ্টা বাচঃ মত্তালিমালাস্ফুটং মত্তা যা অলিমালা ভ্রমরসমূহস্তদ্বৎ অস্ফুটং যথা স্যাৎ তথা কূজন্তী অব্যক্ত-মধুরধ্বনিং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। ইতি পূর্ব্বার্দ্ধস্যেয়ং ব্যাখ্যা। সা কা ইত্যা-কাঙ্ক্ষায়ামাহ। যথা কুলকুণ্ডলিন্যা শ্বাসোচ্ছ্বাসয়োর্বিবর্ত্তনেন গমনাগম-নেন জগতাং সংসারাণাং জীবঃ প্রাণো ধার্য্যতে। পুনঃ কীদৃশী প্রোদ্দাম-দীপ্তাবলী প্রকৃষ্টোত্তুঙ্গদীপ্তিশ্রেণীস্বরূপা। তথাচ। মূলাধারপদ্মে সর্পা-কারসার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনবিশিষ্টা বিদ্যুৎসমূহরূপা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিস্তিষ্ঠ-তীত্যর্থঃ ॥ ১১-১২ ॥

ঐ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের ঊর্দ্ধদেশে মৃণালতন্তুসম অতিসূক্ষ্মা জগদ্বিমোহিনী মহামায়া অধিষ্ঠিতা থাকিয়া সতত মূলাধারপদ্মমধ্যে বিলাসানুভব করিতেছেন। তিনি আপন মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বারের মুখপ্রদেশ আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মনাড়ী-বিগলিত সুধাধারা পান করিতেছেন। তিনি শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় বেষ্টনবেষ্টিতা, প্রজ্বলিত দীপ্তিশ্রেণীস্বরূপা এবং নবীন চপলামালা সদৃশী অর্থাৎ মেঘের অভ্যন্তরস্থ সৌদামিনীবৎ শোভমানা। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় সার্দ্ধত্রয় বেষ্টনে বেষ্টিতা হইয়া স্বয়ম্ভূলিঙ্গের শিরোপরি শয়ানা রহিয়াছেন। (ইহাঁকেই কুলকুণ্ডলিনী কহে।) এই তেজস্বিনী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মে অবস্থিতি পূর্ব্বক কোমল কাব্যরূপ প্রবন্ধরচনার ভেদাভেদক্রমদ্বারা মত্ত অলিকুলের কূজনের ন্যায় নিরন্তর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতেছেন এবং ইনিই শ্বাসোচ্ছ্বাসের গমনাগমন দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ-রক্ষা করিয়া থাকেন। (ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মূলাধারপদ্মে সার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনবিশিষ্টা বিদ্যুৎসমূহরূপা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।) ১১-১২।

তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা
নিত্যানন্দপরম্পরাতিচপলামালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদি-কটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া ॥ ১৩ ॥

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তস্যাঃ কুণ্ডলিন্যা দেহমধ্যেঽতিকুশলা অতিশয়জ্ঞানদায়িকা পরমা কলা আস্তে ইতি শেষঃ। কীদৃশী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অতিশয়ক্ষীণা। পুনঃ কীদৃশী নিত্যানন্দপরম্পরা নিত্যানন্দসমূহস্বরূপা। পুনঃ কীদৃশী অতিচপলামালালসদ্দীধিতিঃ অতিচপলামালা ইব অতিশয়-বিদ্যুৎসমূহ ইব লসন্তী প্রকাশমানা দীধিতিঃ রশ্মির্যস্যাস্তাদৃশী। ব্রহ্মাণ্ডাদি-কটাহমেব অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহং তৎপর্য্যন্তং সকলং সর্ব্বমেব যদ্ভাসয়া দীপ্তিরূপেণ ভাসতে শোভতে সা ইয়ং পরমেশ্বরী বিজয়তে বিশেষেণ জয়যুক্তা ভবতি। কীদৃশী নিত্যপ্রবোধোদয়া নিত্যপ্রবোধস্য নিত্যজ্ঞানস্য উদয়ঃ প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে অতিশয় জ্ঞানদায়িনী, অতিসূক্ষ্মা, নিত্যানন্দস্বরূপা, বিদ্যুৎরাশির ন্যায় দেদীপ্যমানা, পরম শ্রেষ্ঠ কলা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল প্রভায় ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ পর্য্যন্ত নিখিল পদার্থই সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন। (এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যাইতেছে যে, আধারকমলে সর্ব্বদা যে চৈতন্যের জ্যোতিঃ অনুভূত হইয়া থাকে, সেই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞানোপলব্ধির একমাত্র কারণরূপিণী ঈশ্বরী।) ১৩।

ধ্যাত্বৈতৎমূলচক্রান্তরবিবরলসৎকোটিসূর্য্যপ্রাকাশাং
বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী।
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্তান্তরাত্মা
বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥১৪

ধ্যাত্বৈতদিতি। ইদানীং কুলকুণ্ডলিনীচিন্তনস্য ফলমাহ। এবম্ভূতাং কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা চিন্তয়িত্বা স সাধকঃ এবম্ভূতো ভবতি। কীদৃশঃ বাচামীশো বৃহস্পতিতুল্যঃ। পুনঃ কীদৃশঃ নরেন্দ্রঃ মনুষ্যশ্রেষ্ঠঃ সহসা তৎক্ষণমেব সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ভবতি। কুলকুণ্ডলিনীং কীদৃশীং এতৎ মূলচক্রং মূলাধারপদ্মং তস্যান্তরং তন্মধ্যং ত্রিকোণং তত্র যদ্বিবরং ছিদ্রং তত্র লসন্তী কোটিসূর্য্যপ্রকাশ ইব প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী এতৎ মূলচক্রান্তরবিবরং লসন্তী চাসৌ কোটিসূর্য্যপ্রকাশা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তস্যাঃ কুলকুণ্ডলিন্যা ধ্যানতৎপরস্য সাধকস্য নিত্যং প্রতিদিনমেব আরোগ্যং রোগরাহিত্যং ভবতি। স জনঃ নিরবধি প্রতিক্ষণং মহানন্দবিশিষ্টং চিত্তং অন্তরাত্মা যস্য তাদৃশঃ সন্ কাব্যপ্রবন্ধৈর্ব্বাক্যৈঃ সকলসুরগুরূন্ সকলদেবতান্ গুরূংশ্চ সেবতে স্তৌতীত্যর্থঃ। কীদৃশঃ শুদ্ধশীলঃ শুদ্ধং শীলং যস্য তাদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি এই মূলাধারপদ্মের অন্তর্গত ত্রিকোণযন্ত্রের বিবরস্থা কোটিসূর্য্য সম দীপ্তিমতী কুণ্ডলিনী দেবীকে ধ্যান করেন, তিনি বৃহস্পতি তুল্য,

নরশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা হইতে পারেন; তাঁহার শরীরে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না. তিনি সর্ব্বদা বিশুদ্ধস্বভাব হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বিবিধ কাব্য ও প্রবন্ধ দ্বারা সকল দেবতা ও গুরুদেবকে স্তব করিয়া থাকেন। (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, যে ব্যক্তি একাগ্রমনে ত্রিকোণমধ্যস্থা পরমেশ্বরীকে ধ্যান করেন, ধরাতলে তাঁহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।) ১৪।

ইতি মূলাধারপদ্ম কথন।

অথ স্বাধিষ্ঠানপদ্মং।

সিন্দূরপূররুচিরারুণপদ্মমন্যৎ
সৌষুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈ-
র্ব্বাদ্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ॥ ১৫॥

সিন্দূরেতি। অন্যৎ পদ্মং অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানং ধ্বজমূলদেশে লিঙ্গমূলদেশে চিন্তয়েদিতি শেষঃ। কীদৃশং সিন্দূরপূররুচিরারুণং সিন্দূরপূরস্যেব সিন্দূর-সমূহস্যেব রুচিরারুণং মনোজ্ঞারুণবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং সৌষুম্নমধ্যঘটিতং সুষুম্নামধ্যবর্ত্তিনী যা চিত্রিণী নাড়ী তদ্ঘটিতং। পুনঃ কীদৃশং অঙ্গচ্ছদৈঃ ষট্‌-পত্রৈঃ পরিবৃতং ষট্‌পত্রবিশিষ্টমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং তড়িদাভবর্ণৈর্ব্বিশিষ্টং কীদৃশৈর্ব্বাদ্যৈঃ বকার এবাদ্যো যেষাং তাদৃশৈঃ পুরন্দরান্তৈঃ পুরন্দরো লকারএব অন্তো যেষাং তাদৃশৈঃ ব ভ ম য র ল ইত্যেতৈর্ব্বর্ণৈর্যুক্তং স্বাধিষ্ঠানপদ্মমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ সবিন্দুলসিতৈঃ বিন্দুনা সহ বর্ত্ত-মানঃ সবিন্দুঃ প্রথমোপস্থিতত্বাৎ অকারঃ তেন লসিতৈর্যুক্তৈঃ। তথাচ অকারানুস্বারযুক্ত ব ভ ম য র ল ইত্যেতৈর্ব্বর্ণৈঃ স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য ষট্‌পত্রেষু প্রত্যেকং স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

অনন্তর স্বাধিষ্ঠানপদ্ম কথিত হইতেছে। লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্যে যে চিত্রিণী নাম্নী নাড়ী আছে, তাহাতে সিন্দূরবৎ অরুণবর্ণ, সুমনোহর, ষড়্‌দলবিশিষ্ট একটী পদ্ম আছে, ঐ পদ্ম বিদ্যুতের ন্যায়

সমুজ্জ্বল। ঐ ষড়্‌দল বিন্দুযুক্ত ব ভ ম য র ল এই ছয় বর্ণে সমন্বিত; ইহাকে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম কহে। (অর্থাৎ এই পদ্মের ছয়টী দলে যথাক্রমে বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী বর্ণ বিন্যস্ত আছে।) ১৫।

অস্যান্তরে প্রবিলসৎবিষদপ্রকাশ-
মম্ভোজমণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং
বংকারবীজমমলং মকরাধিরূঢ়ং॥ ১৬॥

অস্যান্তর ইতি। অস্য স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য অন্তরে মধ্যে অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং অর্দ্ধচন্দ্রাকারং বরুণস্য অম্ভোজমণ্ডলং জলজমণ্ডলং চিন্তয়েৎ। অথোঽনন্তরং তস্য বরুণস্য বংকারবীজং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। অম্ভোজ-মণ্ডলং কীদৃশং প্রবিলসৎবিষদপ্রকাশং প্রকর্ষেণ বিষদো নির্ম্মলঃ প্রকাশো যস্য তাদৃশং শুক্লবর্ণমিত্যর্থঃ। বংকারবীজং কীদৃশং শরদিন্দুশুভ্রং শরৎ-কালীন য ইন্দুশ্চন্দ্রস্তদ্বৎ শুভ্রং শুক্লবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং অমলং নির্ম্মলং। পুনঃ কীদৃশং মকরাধিরূঢ়ং মকরবাহনং বরুণস্য মকরবাহনত্বাৎ। তথাচ এতদ্বিশেষণেন নাত্র বরুণচিন্তনমপি প্রাপ্তং। যদ্বা বরুণস্য মকর-বাহনত্বাৎ তদ্বীজস্য মকরবাহনত্বমিতি মন্যতে॥ ১৬॥

ঐ স্বাধিষ্ঠান পদ্মের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণচক্র বা বরু-ণের জলজমণ্ডল বিদ্যমান আছে; তাহার মধ্যে নির্ম্মল, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র, মকরবাহন বরুণবীজ (বং) অবস্থিত রহিয়াছে। ১৬।

তস্যাঙ্কদেশকলিতো হরিরেব পায়াৎ
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ।
পীতাম্বরঃ প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃতবেদবাহুঃ॥ ১৭॥

তস্যাঙ্কেতি। তস্য স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য বরুণবীজস্যাধারস্বরূপস্য বরুণস্য অঙ্কদেশকলিতঃ ক্রোড়দেশগতো হরিরেব পায়াৎ যুষ্মান্ রক্ষতু ইত্যর্থঃ। হরিঃ কীদৃশঃ নীলপ্রকাশ-রুচিরশ্রিয়ং নীলপ্রকাশেন নীলবর্ণপ্রদীপ্ত্যা

মনোজ্ঞাং শ্রিয়ং আদধানঃ নীলবর্ণ ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশঃ পীতাম্বরঃ পীতে পীতবর্ণে অম্বরে বস্ত্রে যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী প্রথমযৌবনস্য গর্ব্বধারী অহঙ্কারবিশিষ্টঃ নবযৌবনান্বিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভধরঃ শ্রীবৎসঃ চিহ্নবিশেষঃ কৌস্তুভো মণিঃ তদ্দ্বয়বিশিষ্টঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ধৃতবেদবাহুঃ ধৃতা বেদাঃ চতুঃসংখ্যকা বাহবো যেন তাদৃশঃ চতুর্ভুজ ইত্যর্থঃ। তথা স্বাধিষ্ঠানপদ্মে চতুর্ভুজো নীলবর্ণো নবযৌবনান্বিতো হরিরাস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ঐ স্বাধিষ্ঠান পদ্মে বরুণবীজের আধারস্বরূপ বরুণদেবের অঙ্কদেশে নবীনবর্ণ, পীতাম্বরধারী, নবযৌবনসম্পন্ন, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ-বিভূষিত চতুর্ভুজ দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি তোমাদিগের সকলের রক্ষাবিধান করুন্। (ইহার ভাবার্থ এই যে, স্বাধিষ্ঠান পদ্মে নীলবর্ণ নবযৌবনসম্পন্ন চতুর্ভুজ নারায়ণ বাস করেন।) ১৭।

অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনী সা
নীলাম্বুজোদরসহোদরকান্তিশোভা।
নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গলক্ষ্মী-
র্দিব্যাম্বরাভরণভূষিতমত্তচিত্তা॥ ১৮ ॥

অত্রৈবেতি। খলু নিশ্চিতং অত্র স্বাধিষ্ঠানপদ্মে সা প্রসিদ্ধা রাকিনী নাম্নী শক্তিঃ সততং নিরন্তরং ভাতি দীপ্যতে। কীদৃশী নীলাম্বুজেতি নীলাম্বুজস্য নীলপদ্মস্য উদরং মধ্যদেশঃ তস্য সহোদরা সদৃশী যা কান্তিস্তদ্বৎ শোভা যস্যাস্তাদৃশী নীলবর্ণা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী নানা ইতি নানাপ্রকারাস্ত্রবিশিষ্টহস্তৈশ্চতুর্ভুজৈর্লসিতা প্রকাশিতাঽঙ্গলক্ষ্মীঃ শরীরশোভা যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী দিব্যেতি দিব্যানি মনোজ্ঞানি যানি অম্বরানি তৈর্ভূষিতা মত্তং হর্ষবিশিষ্টং চিত্তং যস্যাঃ সা চাসৌ সা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তথাচ অস্মিন্ পদ্মে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী শক্তিরাস্তে ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

ঐ স্বাধিষ্ঠানপদ্মে বারুণচক্রে নীলেন্দীবরবৎ কান্তিমতী, বিবিধ অস্ত্রধারিণী, দিব্য আভরণে বিভূষিতা, উন্মত্তচিত্তা রাকিনী নাম্নী শক্তি অবস্থিতি

করিতেছেন। (শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না, সুতরাং প্রতি পদ্মেই এক একটী শক্তি অবস্থিত আছে; এই স্বাধিষ্ঠান পদ্মে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী নাম্নী শক্তি বিরাজিতা।) ১৮।

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েদ্‌যো মনুষ্য-
স্তস্যাহঙ্কারদোষাদিকসকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন।
যোগীশঃ সোঽপি মোহাদ্ভূতিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশো
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধাকাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং ॥১৯॥

ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্রং।

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমিতি। স্বাধিষ্ঠানপদ্মচিন্তনস্য ফলমাহ। যো মনুষ্যঃ স্বাধিষ্ঠানাখ্যং এতৎ সরসিজং পদ্মং চিন্তয়েৎ তস্য মনুষ্যস্য অহঙ্কারাদিসকলরিপুস্তৎক্ষণেন ক্ষীয়তে স্বয়মেব নশ্যতি যোগীশো যোগীশ্রেষ্ঠঃ সোপি জনঃ মোহাদ্ভূতিমিরচয়ে মোহোঽজ্ঞানং এবম্ভূতিমিরচয়ো মহান্ধকারসমূহস্তত্র ভানুতুল্যপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ। প্রকৃতসূর্য্যোঽপি মহান্ধকারং নাশয়তি অস্যাপি মহান্ধকারনাশকতয়া তথাত্বং প্রতিপাদিতমিতি। তথা স জনঃ গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈঃ সুধাকাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং অমৃতময়কবিতাসমূহশোভাং বিরচয়তি। তথাচ সৌষুম্নামধ্যবর্ত্তিলিঙ্গমূলস্থং বিদ্যুৎবর্ণ ব ভ ম য র ল ইতি ষড়্‌বর্ণবিশিষ্টং রক্তবর্ণস্বাধিষ্ঠানপদ্মং। তত্র শুক্লবর্ণবরুণমণ্ডলং শরচ্চন্দ্রবর্ণং বং বীজঞ্চ তন্মধ্যে নীলবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ শ্রীহরিঃ নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী শক্তিশ্চ ইত্যর্থঃ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি এই স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্ম চিন্তা করেন, তাঁহার অহঙ্কারাদি রিপুসকল ক্ষণকালমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তিনি যোগিগণের প্রাধান্য লাভ করেন এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে উদিত দিবাকরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি গদ্যপদ্যাদি প্রবন্ধদ্বারা অমৃতময়ী কবিতাসমূহ প্রণয়ন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্লোকশোভা প্রদর্শন করিতে পারেন সন্দেহ নাই। (ইহার তাৎপর্য্যে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লিঙ্গমূলে সুষুম্নার

মধ্যবর্ত্তী চিত্রিণী নাড়ীতে বিদ্যুদ্বর্ণ ব ভ ম য র ল এই ষড়্ বর্ণবিশিষ্ট রক্তবর্ণ স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম বিদ্যমান আছে; সেই পদ্মে শুক্লবর্ণ বরুণ-মণ্ডল এবং শারদীয় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ শুভ্র বং বীজ অধিষ্ঠিত, তন্মধ্যে নীলবর্ণ চতুর্ভুজ শ্রীহরি এবং নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী নাম্নী শক্তি বিরাজ করিতেছেন; এই সশক্তি দেবতাকে ধ্যান করিলে বহু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।) ১৯।

ইতি স্বাধিষ্ঠানপদ্ম কথন।

অথ মণিপূরপদ্মং।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপকৃতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ।
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তত্ত্রিকোণং
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং॥২০॥

তস্যোর্দ্ধে ইতি। তস্য স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য ঊর্দ্ধে উপরি নাভিমূলে দশদললসিতে দশপত্রবিশিষ্টে অর্থাৎ মণিপূরকে পদ্মে বৈশ্বানরস্য তৎ প্রসিদ্ধং ত্রিকোণং মণ্ডলং ধ্যায়েৎ চিন্তয়েৎ। মণিপূরে কীদৃশে পূর্ণমেঘপ্রকাশে পূর্ণমেঘ ইব প্রকাশো দীপ্তির্যস্য তাদৃশে সম্পূর্ণমেঘ ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতৈর্ব্বর্ণৈ-রুপকৃতজঠরে উপকৃতং যৎ জঠরং পদ্মপত্রদলরূপমুদরং যস্য তাদৃশৈর্ব্বর্ণৈঃ কীদৃশৈঃ ডাদিফান্তৈঃ ডএব আদির্যেষাং তে ডাদয়ঃ ফ এব অন্তো যেষাং তে ফান্তা ডাদয়শ্চ তে ফান্তাশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ডাদিফান্তৈঃ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ইত্যেতৈর্দশভির্ব্বর্ণৈর্যুক্তং ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ নীলাম্ভোজ-মিব প্রকাশো দীপ্তির্যেষাং তাদৃশৈর্নীলবর্ণৈরিত্যর্থঃ। চন্দ্রেণ বিন্দুনা সহ বর্ত্তমানৈঃ সচন্দ্রৈর্বিন্দুবিশিষ্টৈঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিকোণং কিম্ভূতং তদ্বাহ্যে তস্য ত্রিকোণস্য বাহ্যে বহির্দ্দেশাবচ্ছেদে ত্রিভিঃ ত্রিসংখ্যাকৈঃ স্বস্তিকাখ্যৈর্দ্বারৈ-র্লসিতং যুক্তং বহির্দ্দেশাবচ্ছিন্নদ্বারত্রয়যুক্তং ত্রিকোণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং অরুণমিহিরসমং অরুণেন যুক্ত অরুণবর্ণো বা যো মিহিরঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্য ইতি যাবৎ তৎসমং তৎসদৃশং রক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। তত্র ত্রিকোণে বহ্নেঃ স্ববীজং ধ্যায়েদিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। তথাচ নাভিমূলে মেঘবর্ণং মণিপূরাখ্যপদ্মং নীলবর্ণ ড ঢ ণ ত থ দ থ ধ ন প ফ ইতি দশবর্ণযুক্তং দশপত্রবিশিষ্টং তত্র রক্ত-বর্ণবহ্নিদৈবতং রংবীজমিতি বাক্যার্থঃ॥ ২০॥

অনন্তর মণিপুর পদ্ম কথিত হইতেছে।—উল্লিখিত ষড়্দলবিশিষ্ট

স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে, নাভিমূলে দশদলবিশিষ্ট একটী পদ্ম আছে। উহা গাঢ় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের দশদলে যথাক্রমে অনুস্বার-যুক্ত ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই কয়েকটী বর্ণ বিন্যস্ত আছে; এই বর্ণগুলি নীলাম্বুজের ন্যায় দীপ্তিশালী। ইহাকেই মণিপুর পদ্ম কহে। এই পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণ মণ্ডল রহিয়াছে; উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন; এই ত্রিকোণের বাহ্যে দ্বারত্রয় সুশোভিত। এই ত্রিকোণমণ্ডলে বহ্নিবীজ (রং) বিদ্যমান রহিয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। (ইহার ভাবার্থ এই যে, নাভির মূলদেশে মেঘবর্ণ মণিপুর নামক পদ্ম আছে, তাহার দশদলে নীলবর্ণ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশবর্ণ শোভা পাইতেছে, এই পদ্ম রক্তবর্ণ-বহ্নিদৈবত ও রং বীজাত্মক।) ২০।

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং
তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ।
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরণসিতবপুর্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ
লোকানামিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী॥ ২১॥

ধ্যায়েদিতি। বহ্নেঃ স্ববীজং কীদৃশং ইত্যাহ ধ্যায়েদিতি। মেষাধি-রূঢ়ং ছাগবাহনং। পুনঃ কীদৃশং নবতপননিভং নবো নবীনো যস্তপনঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যস্তস্যেব নিভা দীপ্তির্যস্য তাদৃশং প্রাতঃকালীনসূর্য্য-তুল্যরক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং বেদাশ্চতুঃসংখ্যকা বাহবো যস্য তৎ উজ্জ্বলানি দীপ্তিযুক্তানি অঙ্গানি যস্য বেদবাহুশ্চ উজ্জ্বলাঙ্গ-শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। যদ্বা বেদৈশ্চতুঃসংখ্যকৈর্বাহুভিরুজ্জ্বলানি অঙ্গানি যস্য তাদৃশঃ উভয়ত্রৈব চতুর্হস্তযুক্তত্বমর্থ্যাঃ নচ বহ্নিবীজস্য ছাগবাহনং চতুর্হস্তত্বঞ্চ উক্তং বহ্নেরেব তথা ঔচিত্যাদিতো বহ্নিবীজস্য বিশেষণদ্বয়মেতৎ যুক্তমিতি বাচ্যং। মন্ত্রদেবতয়োরভেদাদিতি পূর্ণানন্দাশয়ঃ তথাচ দেবতাগুরুমন্ত্রাণাং ঐক্যং সম্ভাবয়েদিত্যাদি। যদ্বা বহ্নিবীজমেব বহ্নিরিত্যভিপ্রায়েণৈতৎ বিশে-ষণদ্বয়ং তথা মন্ত্রাণাং দেবতা জ্ঞেয়া ইতি ন চাত্র কল্পে ভেদগ্রাহপদমযুক্তং ইতি বাচ্যং রংবীজং বহ্নিদৈবতমিতি পরিচায়কত্বাৎ। তস্যেতি তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তিঃ শিবঃ সততং নিরন্তরং নিবসতি। কীদৃশঃ শুদ্ধসিন্দূররাগঃ শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ যৎ

সিন্দূরং তস্যেব রাগো লোহিত্যং যস্য তাদৃশঃ উত্তমসিন্দূরতুল্যরক্তবর্ণ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ভস্মেতি ভস্মালিপ্তং অঙ্গভূষাভরোঽলঙ্কারসমূহস্তাভ্যাং লসিতং কান্তং বপুর্যস্য তাদৃশঃ। যদ্বা ভস্মালেপনমেব অঙ্গভূষাভরস্তেন লসিতং বপুর্যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বৃদ্ধরূপী বৃদ্ধাকারঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ত্রিনেত্রঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লোকানামিষ্টদাতা ইষ্টো বরস্তং দদাতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ অভয়লসিতকরঃ লোকানাং অভয়লসিতযুক্তঃ করো যস্য তাদৃশঃ বরাভয়দায়ক-হস্তদ্বয়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সৃষ্টিসংহারকারী সৃষ্টিসংহারৌ কর্ত্তুং শীলং যস্য তাদৃশঃ ॥ ২১ ॥

উল্লিখিত বহ্নিবীজকে মেষাধিরূঢ়, নবোদিত তপনসন্নিভ ও চতুর্বাহু-সমন্বিত ধ্যান করিবে। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ, ভস্মবিভূষিতাঙ্গ, সৃষ্টিসংহারকারী, বৃদ্ধ, ত্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টদাতা, রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল অধিষ্ঠান করিতেছেন; তাঁহার হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে ॥ ২১ ॥

অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী
শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা।
ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং সংহৃতৌ পালনে বা
বাণী তস্যাননাব্জে বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ ২২॥

অত্রাস্তে ইতি। অত্র ত্রিকোণে সা প্রসিদ্ধা লাকিনী শক্তিরাস্তে। কীদৃশী সকলশুভকরী সর্ব্বমঙ্গলদায়িকা। পুনঃ কীদৃশী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী বেদৈশ্চ-তুর্ভির্বাহুভিরুজ্জ্বলানি অঙ্গানি যস্যাস্তাদৃশী চতুর্ভুজা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী শ্যামা স্বর্ণবর্ণা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা। পুনঃ কীদৃশী পীতাম্বরাদ্যৈঃ পীতবর্ণবস্ত্রাদিভির্যা বিবিধরচনা নানাপ্রকারবেশবিন্যাসঃ তয়া অলঙ্কৃতা ভূষিতা। পুনঃ কীদৃশী মত্তং হর্ষযুক্তং চিত্তং যস্যাস্তাদৃশী তথাচ মণিপূরপদ্মে চতুর্হস্তবিশিষ্টা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা লাকিনীশক্তিশ্চ বর্ত্ততে। এতন্নাভিপদ্মং মণিপূরাখ্যকং পদ্মং ধ্যাত্বা সংহৃতৌ জগৎসংহারকরণে জগৎপালনে চ সুতরাং প্রভবতি সম্যক্‌প্রকারেণ অধিকারীভবতি সাধক ইতি শেষঃ। তস্য আননাব্জে মুখপদ্মে বাণী নিরন্তরং বিলসতি বিলাসং করোতি। বাণী কীদৃশী জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ জ্ঞানসমূহ এব লক্ষ্মীঃ শোভা যস্যাস্তাদৃশী ॥ ২২ ॥

এই মণিপূরপদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী চতুর্ভুজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শ্যামা অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীতাম্বরধারিণী, নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা এবং নিরন্তর প্রফুল্লচিত্তা। যে ব্যক্তি এই মণিপূরাখ্য পদ্মের ধ্যান করেন, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহার মুখপদ্মে নিরন্তর বাগ্দেবী বিরাজ করেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানসম্পত্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥

ইতি মণিপূরপদ্ম কথন।

অথ অনাহতপদ্মং।

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধূককান্ত্যুজ্জ্বলং
কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহৃতং সিন্দূররাগাঙ্কিতৈঃ।
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং
বায়োর্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতং ॥ ২৩ ॥

তস্যোর্দ্ধে ইতি। তস্য নাভিপদ্মস্য ঊর্দ্ধে উপরিদেশে হৃদয়মধ্যে নাম্না করণভূতেন অনাহতসংজ্ঞকং অনাহতাখ্যং পদ্মং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং বন্ধূককান্ত্যুজ্জ্বলং বন্ধূকপুষ্পস্যেব যা কান্তিস্তয়া উজ্জ্বলং বন্ধূকপুষ্পমিব রক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং কাদ্যৈঃ কাদিঠান্তৈঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ইত্যেতৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহৃতং যুক্তং। কীদৃশৈঃ সিন্দূররাগাঙ্কিতৈঃ সিন্দূরস্যেব যো রাগঃ রক্তিমা তৈর্লাঞ্ছিতৈর্যুক্তৈঃ সিন্দূরবর্ণৈরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং সুরতরুং কল্পবৃক্ষস্বরূপং প্রকৃতকল্পবৃক্ষবাঞ্ছিতং দদাতি তস্য পুনস্তস্মাদপ্যধিক-দাতৃত্ববোধনায় বিশেষণমাহ বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং বাঞ্ছায়াঃ যৎ অধিকং তদপি দদাতীত্যর্থঃ। যদ্বা বাঞ্ছায়া অতিরিক্তং অধিকং যদধিকা বাঞ্ছা নাস্তি সা মোক্ষমিতি যাবৎ তৎ দদাতি। অনাহতপদ্মে ষট্‌কোণশোভান্বিতং ষট্‌কোণাকারং বায়োর্মণ্ডলং চিন্তয়েৎ। মণ্ডলং কীদৃশং ধূমসদৃশং ধূমবর্ণং ॥ ২৩ ॥

অনন্তর অনাহতপদ্ম কথিত হইতেছে। মণিপূর নামক নাভিপদ্মের

ঊর্দ্ধদেশে হৃৎস্থলে বন্ধূককুসুমের ন্যায় সমুজ্জ্বল একটী দ্বাদশদলপদ্ম বিদ্যমান আছে, তাহাকেই অনাহত পদ্ম কহে। এই পদ্মের দ্বাদশদলে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশটী বর্ণ বিরাজিত আছে, ঐ বর্ণসকল সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ। এই অনাহতপদ্ম কল্পতরুস্বরূপ এবং উহা বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করে, এই পদ্মের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল বিরাজিত আছে। ২৩।

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধূসরং
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং।
তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ লোকত্রয়াণামপি॥ ২৪॥

তন্মধ্যে ইতি। তস্য ষট্‌কোণমধ্যে পবনাক্ষরং যং বীজং ধ্যায়েৎ। কীদৃশং মধুরং মাধুর্য্যবিশিষ্টং। পুনঃ কীদৃশং ধূমাবলীধূসরং ধূমসমূহ-সদৃশবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং কৃষ্ণসারবাহনং অত্রাপি বীজস্য হস্তবত্তা বাহনবত্তা চ পূর্ব্ববদনুমেয়া। পুনঃ কীদৃশং পরং শ্রেষ্ঠং তন্মধ্যে ষট্‌কোণমধ্যে করুণানি-ধানং করুণাময়ং অমলং হংসাভং শুক্লবর্ণং ঈশাভিধং ঈশনমানং শিবং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং লোকত্রয়াণামপি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালস্থজনানা-মপি অভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ বিধানং কুর্ব্বৎ॥ ২৪॥

এই অনাহতপদ্মের ষট্‌কোণমধ্যে যংকারাত্মক বায়ুবীজ ধ্যান করিবে। ঐ বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, চতুর্হস্ত, কৃষ্ণসারারূঢ় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ ষট্-কোণমধ্যে করুণাময়, নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিন্তা করিতে হয়; তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনবাসী জনগণের অভয়দাতা এবং বরদানশীল বলিয়া অভিহিত। ২৪।

অত্রাস্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা
সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী যোগান্বিতানাং মুদা।
হস্তৈঃ পাশকপালখট্টাঙ্গবরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং
মত্তা পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়া কঙ্কালমালাধরা॥ ২৫॥

অত্র ইতি। অত্র অনাহতাখ্যে পদ্মে খলু নিশ্চিতং কাকিনী শক্তিরাস্তে তিষ্ঠতি। কীদৃশী নবতড়িৎপীতা নির্ম্মলবিদ্যুদিব পীতবর্ণা। পুনঃ কীদৃশী ত্রিনেত্রা শুভা মঙ্গলদায়িকা। পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা সকলালঙ্কারযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী মুদা হর্ষেণ যোগান্বিতানাং যোগিজনানাং সম্যক্ প্রকারেণ হিতকারিণী। পুনঃ কীদৃশী হস্তৈর্হস্তচতুষ্টয়েন পাশকপালশোভনবরাভয়ঞ্চ সংবিভ্রতী। পুনঃ কীদৃশী মত্তা হর্ষবিশিষ্টা। পুনঃ কীদৃশী পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়া পূর্ণসুধারসেন সংপূর্ণা অমৃতরসেনার্দ্রং স্নিগ্ধং হৃদয়ং যস্যাস্তাদৃশী অমৃতময়হৃদয়া ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী কঙ্কালমালাধরা অস্থিমালাধারিণী ॥ ২৫ ॥

এই অনাহতপদ্মে বিমল সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণা, মঙ্গলদায়িনী কাকিনী নাম্নী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। তিনি বিবিধ বিভূষণে বিভূষিতা, সদা প্রফুল্লচিত্তা এবং যোগিজনের হিতকারিণী; তিনি চতুর্ভুজা, আনন্দোন্মত্তা এবং অস্থিমালাধারিণী; তাঁহার করচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, খট্টাঙ্গ ও অভয় শোভা পাইতেছে; তাঁহার হৃদয় নিরন্তর অমৃতরসে আর্দ্র। ২৫।

এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসৎশক্তিস্ত্রিনেত্রাভিধা
বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতা।
বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি কনকাকারাঙ্গরাগোজ্জ্বলঃ
মৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদযুঙ্‌ মণিরিব প্রোল্লাসলক্ষ্ম্যালয়ঃ ২৬॥

এতদিতি। এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসৎশক্তিঃ এতন্নীরজস্য অনাহতপদ্মস্য যা কর্ণিকা তস্যা অন্তরে লসন্তী বিলসন্তী বিলাসং করোতি তাদৃশী চাসৌ শক্তিশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। সা তথা ত্রিনেত্রাভিধা ত্রিনেত্রাখ্যা ত্রিকোণা শক্তিঃ অস্তীতি শেষঃ। অনাহতকর্ণিকামধ্যে ত্রিনেত্রা বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তদন্তর্গতা তস্যা ত্রিনেত্রাভিধায়া অন্তর্গতা সা প্রসিদ্ধা শক্তিরাস্তে। কীদৃশী বিদ্যুৎকোটিসামানকোমলবপুঃ বিদ্যুৎকোটিতুল্যং কোমলং বপুর্যস্যাস্তাদৃশী। বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি বাণনামা শিবোঽপি ন কেবলং প্রসিদ্ধা শক্তিস্তদন্তর্গতা কিন্তু বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি তদন্তর্গত ইতি পরমার্থঃ। কনকাকারাঙ্গরাগোজ্জ্বলঃ কনকাকারঃ স্বর্ণবর্ণঃ যোঽঙ্গরাগঃ তেন উজ্জ্বলো দীপ্তিবিশিষ্টঃ। পুনঃ কীদৃশঃ মৌলৌ উপরিদেশে সূক্ষ্মবিভেদং সূক্ষ্মছিদ্রং যুণক্তি ইতি ক্বিপ্‌ সূক্ষ্মচ্ছিদ্রবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। ঈদৃশমণিরিব যথা মণিনাং

উপরি সূক্ষ্মছিদ্রং তথা সোঽপি ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রোল্লাসলক্ষ্ম্যালয়ঃ প্রকর্ষেণ উল্লাসবিশিষ্টা যা লক্ষ্মীঃ অতিশয়শোভা তস্যা আলয় ইত্যর্থঃ। তথাচ হৃদয়দেশে বন্ধুকপুষ্পতুল্যরক্তবর্ণসিন্দূরবর্ণং ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ইতি দ্বাদশবর্ণবিশিষ্ট-দ্বাদশপত্রবিশিষ্টং অনাহতপদ্মং তত্র পদ্মে ধূম্র-বর্ণং ষট্‌কোণাকারং বায়ুমণ্ডলং ষট্‌কোণমধ্যে ধূম্রবর্ণং যংবীজং চতুর্হস্তং কৃষ্ণমৃগবাহনং তন্মধ্যে হস্তদ্বয়বিশিষ্ট-শুক্লবর্ণ-ঈশঃ চতুর্হস্তা বিদ্যুদাকারা কাকিনী শক্তিশ্চ। এতৎপদ্মস্য কর্ণিকামধ্যে সা প্রসিদ্ধা বিদ্যুদ্বর্ণা ত্রিনেত্রা শক্তিঃ বাণনামা শিবশ্চ বর্ত্ততে ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ২৬ ॥

এই অনাহতপদ্মের কর্ণিকার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎকোটি তুল্য কোমলাঙ্গী কল্যাণদায়িনী ত্রিকোণা নাম্নী ত্রিকোণা শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। সেই শক্তিমধ্যে কনকবৎ সমুজ্জ্বল বাণনামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। (ইহা দ্বারা প্রতীত হইল যে, হৃদয়দেশে বন্ধুককুসুমবৎ রক্তবর্ণ দ্বাদশবর্ণযুক্ত দ্বাদশদলসমন্বিত অনাহত নামক পদ্ম বিদ্যমান আছে; সেই পদ্মে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণাকার বায়ুমণ্ডল, ষট্‌কোণমধ্যে ধূম্রবর্ণ, চতুর্হস্ত, কৃষ্ণমৃগবাহন যংবীজ; তন্মধ্যে হস্তদ্বয়-বিশিষ্ট শুক্লবর্ণ ঈশ ও চতুর্ভুজা বিদ্যুদ্বর্ণা কাকিনী শক্তি এবং পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ত্রিনেত্রা নাম্নী বিদ্যুদ্বর্ণা ত্রিকোণা শক্তি ও বাণ নামক লিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন।) ২৬।

ধ্যায়েদ্‌যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং শর্ব্বস্য পীঠালয়ং
দেবস্যানিলহীনদীপকলিকাহংসেন সংশোভিতং।
ভানোর্মণ্ডলমণ্ডিতান্তরলসৎকিঞ্জল্কশোভাধরং
বাচামীশ্বরোঽপি জগতীরক্ষাবিনাশক্ষমঃ ॥ ২৭ ॥

ধ্যায়েদিতি। যো জন এবম্ভূতং পঙ্কজং অনাহতং পদ্মং হৃদি ধ্যায়েৎ স জনঃ বাচাং ঈশ্বরঃ স জন ঈশ্বরোঽপি বৃহস্পতিতুল্যো ভবতি। হরোঽপি সন্‌ জগত্যাঃ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালানাং রক্ষায়াং বিনাশে চ ক্ষমো যোগ্যো ভবতি। প্রকৃত ঈশ্বরো হরঃ সংসারনাশকরণে নিযুক্তঃ হররূপেণ ইত্যাদি দর্শনাৎ। এতৎজ্ঞানপ্রভবো হরঃ পুনর্জগৎরক্ষণেঽপি ক্ষম ইত্যা-শ্চর্য্যং ঈশ্বরোঽপি ইত্যত্রা পরাশয়ঃ। যদ্বা ন কেবলং বাচামীশ্বরঃ জগতামপি ঈশ্বর ইতি ব্যাখ্যাণয়েনান্বয়ঃ। কীদৃশঃ রক্ষাবিনাশক্ষমঃ যদ্বা যো জন

এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ স জগতাং রক্ষাবিনাশক্ষম ঈশ্বরো ভবতি অপিশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থে রুচার্থেঽয়ং ভাবঃ। ঈশ্বরোঽধিকারী ভবতি সোঽবশ্যং সৃজতি চ এতেন জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং রক্ষাপদেন পালনকর্ত্তৃত্বং বিনাশপদেন সংহারকর্ত্তৃত্বঞ্চ লব্ধং। তথাচ এতৎপদ্মধ্যানাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ভবতীতি বাক্যার্থঃ। পঙ্কজং কীদৃশং সুরতরুং কল্পবৃক্ষতুল্যং অভীষ্টসম্পাদকত্বাদিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং দেবস্য ক্রীড়নশীলস্য শর্ব্বস্য শিবস্য পীঠালয়ং নিবাসস্থানং। পুনঃ কীদৃশং অনিলহীনদীপকলিকাহংসেন বায়ুহীনদীপশিখাকারহংসেন জীবাত্মনা সংশোভিতং যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং ভানোঃ সূর্য্যস্য মণ্ডলেন মণ্ডিতং অন্তরং মধ্যস্থানং তত্র লসন্ যঃ কিঞ্জল্কঃ তস্য শোভাবিশিষ্টং কেচিত্তু হৃদি দ্বাদশদলপদ্মাভ্যন্তরে অন্যৎ গুপ্তং অষ্টদলপদ্মং বদন্তি। তৎ পদ্মং সুরতরুং কল্পতরুস্বরূপং। পুনঃ কীদৃশং শর্ব্বস্য শিবস্য দেবস্য চ পীঠালয়ং বাসস্থানং। পুনঃ কীদৃশং হংসরূপীজীবাত্মানা সংশোভিতং অধিষ্ঠিতং। পুনঃ কীদৃশং সূর্য্যমণ্ডলবৎ প্রভাসম্পন্নং। যো জন এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ সঃ উক্তং ফলং লভতে॥ ২৭॥

ঐ অনাহত পদ্ম বায়ুহীন দীপশিখাকার জীবাত্মা দ্বারা সুশোভিত, সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাশালী, কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বকামদ এবং ক্রীড়মান শিবের নিত্য আবাসস্থান। যে ব্যক্তি এই পদ্মের ধ্যান করেন, তিনি বাক্‌পতিত্ব প্রাপ্ত হন এবং তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকরণে সমর্থ হইতে পারেন॥ ২৭॥*

যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যানিশং
জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণধ্যানাবধানে ক্ষমঃ।
গদ্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যাম্বুধারাবহঃ
লক্ষ্মীরঞ্জনদৈবতং পরপুরে শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ॥ ২৮॥

---

* কোন কোন মতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, দ্বাদশদল হৃৎপদ্মের মধ্যে একটী গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম আছে তাহা কল্পতরুস্বরূপ, সেই বৃক্ষের মূলে শিবাদি দেবগণ অধিষ্ঠান করেন এবং তাহাতে হংসরূপী জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। সাধক সেই জীবাত্মাকে ইষ্টদেবতাময় ধ্যান করিবে, তাহা হইলেই উল্লিখিত ফল সকল প্রাপ্ত হইতে পারে।

যোগীশ ইতি। যো জন এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ ইতি পূর্ব্বোণানুসঙ্গঃ স জনঃ যোগীশো যোগীশ্রেষ্ঠো ভবতি। অনিশং নিরন্তরং কান্তাকুলস্য যোষিল্লোকস্য প্রিয়াৎ স্বামিনঃ প্রিয়তমো ভবতি জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠো ভবতি। কীদৃশঃ জিতেন্দ্রিয়গণঃ জিত ইন্দ্রিয়গণো যেন তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ধ্যানাবধানে ক্ষমঃ ধ্যানকরণে যোগ্যঃ। পুনঃ কীদৃশঃ গদ্যৈঃ অনুপ্রাসসিদ্ধসমুদ্ভূতবাক্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ শ্লোকপদাদিভিশ্চ করণভূতৈঃ সততং নিরন্তরং কাব্যাম্বুধারাবহঃ কবিস্বরূপামৃতধারাবহঃ বিলক্ষণকবিৰ্ভব-তীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লক্ষ্যা রঞ্জনং ক্রীড়নং যেন তদ্দৈবতং নারায়ণস্তৎ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ। তথাচ এতৎপদ্মধ্যানাৎ নারায়ণো ভবতীতি ভাবঃ। যদ্যপি জনবিশেষণতয়া দৈবতমিত্যস্য পুংস্ত্বং ভবিতুমর্হতি তথাপি অজহ-ল্লিঙ্গত্বাৎ নপুংসকত্বং। ক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ পরশরীরে প্রবেষ্টুং প্রবেশং কর্ত্তুং শক্তো ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি এই পদ্মের ধ্যান করেন, তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ হন, কামিনী স্ব স্ব পতি অপেক্ষাও তাঁহাকে সমধিক ভাল বাসেন, তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়-গণ পরাজিত হয়, তিনি সর্ব্বদা ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহার অনুত্তম কবিত্বশক্তি জন্মে এবং তিনি নারায়ণ-স্বরূপ হইতে পারেন সন্দেহ নাই। সেই সাধকের পরশরীরে প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে।২৮।

ইতি অনাহতপদ্মকথন।

অথ বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং।

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূমধূম্রাভভাসং
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দ্দলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপবুদ্ধেঃ।
সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং
হিমচ্ছায়া-নাগোপরি-লসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য ॥ ২৯ ॥
ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য তস্য
ওঁ মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো হিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিতদশভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ
সদা পূর্ব্বো দেবঃ শিব ইতি সমাখ্যানসিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ ॥৩০॥

বিশুদ্ধাখ্যমিতি। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং বিশুদ্ধনামকং সরসিজং পদ্মং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং ধূমধূম্রাভভাসং অতিশয়ধূম্রবর্ণাভা দীপ্তির্যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং দলপরিলসিতৈঃ ষোড়শপত্রস্থিতৈঃ শোণৈঃ রক্তবর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বরৈঃ অ আ ইত্যাদি ষোড়শৈঃ স্বরৈঃ দীপিতং যুক্তং অথ এতৎপদ্মে পূর্ণেন্দু-প্রথিততমনভোমণ্ডলং পূর্ণচন্দ্রসদৃশাকাশমণ্ডলং আস্তে। কীদৃশং বৃত্তরূপং বর্ত্তুলাকারং অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্যস্থিতস্য এবম্ভূতস্য প্রসিদ্ধস্য মনোরঙ্কে ক্রোড়ে এবম্ভূতো দেবো নিত্যং নিবসতি ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। মনোঃ কীদৃশস্য দীপবুদ্ধেঃ দীপবৎ নির্ম্মলতয়া সাদৃশ্যং নির্ম্মলা বুদ্ধির্জ্ঞানং যস্মাত্তাদৃশস্য নির্ম্মল-জ্ঞানদানবিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশস্য হিমচ্ছায়া-নাগোপরি-লসিততনোঃ হিমসদৃশনাগোপরি শুক্লবর্ণহস্ত্যুপরি লসিতা দীপ্তা তনুর্যস্য তাদৃশস্য হিমচ্ছায়া হিমপ্রতিবিম্বঃ হিমচ্ছায়াইব যো নাগঃ শুক্লবর্ণগজস্তদুপরীত্যর্থঃ। যদ্বা হিমস্যেব ছায়া যস্য অসৌ হিমচ্ছায়া সমাসান্তবিধেরনিত্যতয়া হিমচ্ছায়া শব্দস্য ন হ্রস্বত্বং। পুনঃ কীদৃশস্য শুক্লবর্ণাম্বরস্য শুক্লবর্ণং অম্বরং বস্ত্রং যস্য তাদৃশস্য। ভুজৈরিতি। মনোঃ কীদৃশস্য এবম্ভূতৈশ্চতুর্হস্তৈঃ শোভিতং যস্য তাদৃশস্য। ভুজৈঃ কীদৃশৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ পাশশ্চ অভীতিশ্চ অঙ্কুশশ্চ বরশ্চ তৈর্যুক্তৈঃ। তথাচ পাশাভীত্যঙ্কুশবরা এতচ্চতুষ্টয়বিশিষ্ট-চতুর্হস্তযুক্তস্যেত্যর্থঃ। দেবঃ কীদৃশঃ গিরিজাভিন্নদেহঃ গিরিজায়াঃ পার্ব্বত্যাঃ অভিন্নো নির্ব্বিশেষো একো দেহো যস্য তাদৃশঃ শিবশক্ত্যোরভেদাৎ। তথাচ শিবশক্তিভ্যাং অভেদেনৈকশরীরমাশ্রিত্য তত্র স্থিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা গিরিজায়াঃ পার্ব্বত্যা ভিন্নসম্বন্ধো দেহো বামদেহঃ শরীরবামভাগো যস্য তাদৃশঃ শক্তের্ব্বামদিশ্যবস্থানাৎ দেহশব্দস্য দেহৈকদেশে বর্ত্তমানত্বাচ্চ। পুনঃ কীদৃশঃ হিমাভঃ শুক্লবর্ণঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ত্রিনেত্রঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পঞ্চাস্যঃ পঞ্চমুখঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লসিতদশভুজঃ লসিতা মনোরমা দশভুজা দশহস্তা যস্য তাদৃশঃ দশহস্তবিশিষ্টঃ। কীদৃশঃ ব্যাঘ্রচর্ম্ম অম্বরং বস্ত্রং তেনাঢ্যং যুক্তঃ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশঃ শিব ইতি যৎ সামাখ্যানং যন্নাম তদেব সিদ্ধপ্রসিদ্ধিঃ অতিশয়প্রসিদ্ধিঃ যস্য তাদৃশঃ। শিবঃ কীদৃশঃ সদা ইতি পূর্ব্বং যস্য তাদৃশঃ সদাশিব ইতি যাবৎ॥ ২৯-৩০॥

অনন্তর বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদলবিশিষ্ট পদ্ম বিদ্যমান আছে; উহা ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শ-দলে যথাক্রমে শোণবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর বিরাজিত আছে। এই পদ্মে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বৃত্তাকার আকাশমণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে। হিমচ্ছায়া-সদৃশ শ্বেত গজোপরি সমারূঢ়, শ্বেতবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী হস্তচতুষ্টয়ে সুশোভিত উল্লিখিত হকারাত্মক আকাশচক্রের ক্রোড়দেশে

দশবাহু, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর, পঞ্চানন, ত্রিলোচন, গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গহারী দেবদেব সদাশিব নিরন্তর অধিষ্ঠান করিতেছেন। ২৯-৩০।

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা
শরঞ্চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।
সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলশুদ্ধেন্দ্রিয়স্য॥ ৩১॥

সুধেতি। কমলে প্রস্তুতত্বাৎ বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে শাকিনী শক্তির্নিবসতি। কীদৃশী সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা চন্দ্রসম্বন্ধীয়সুধাপানেনানন্দচিত্তা পুনঃ কীদৃশী চতুর্ভির্হস্তপদ্মৈঃ করণভূতৈঃ শরঞ্চাপং সৃণিং অঙ্কুশমপি দধতী বাণ-ধনু-পাশাঙ্কুশবিশিষ্ট-হস্তচতুষ্টয়বতীত্যর্থঃ। বিশুদ্ধাখ্য-পদ্মস্য কর্ণিকায়াং সুধাংশোশ্চন্দ্রস্য মণ্ডলং সংপূর্ণং বর্ত্ততে। কীদৃশং শশপরিবহিতং শশরূপ-কলঙ্করহিতং। পুনঃ কীদৃশং এবম্ভূতজনস্য মহামোক্ষদ্বারং মহামোক্ষং নির্ব্বাণং তস্য দ্বারং বর্ত্ম। কীদৃশস্য শ্রিয়ং লক্ষ্মীমভিমতশীলস্য লক্ষ্মীযুক্তস্য। পুনঃ কিম্ভূতস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য জিতেন্দ্রিয়স্য॥ ৩১॥

এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে পীতাম্বরধারিণী শাকিনী নাম্নী শক্তি অবস্থিতা আছেন। তিনি চন্দ্রসম্বন্ধীয় অমৃতপানে সর্ব্বদা আনন্দচিত্তা ও চতুর্ভুজা; তাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে; ঐ বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে কলঙ্করহিত বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে; ঐ চন্দ্রমণ্ডল লক্ষ্মীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মোক্ষদ্বারস্বরূপ। ৩১।

ইহ স্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়াত্তপবনো
যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্তং ত্রিভুবনং।
ন চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ন চ হরিহরো নৈব খমণি-
স্তদীয়ং সামর্থ্যং শময়িতুমলং নাপি গণপঃ॥ ৩২॥

ইহ স্থান ইতি। ইহস্থানে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে নিরবধি প্রতিক্ষণং চিত্তং মনো নিধায় সম্বধ্য আত্তপবনঃ গৃহীতবায়ুঃ সন্ কুম্ভকং কৃত্বা ইতি যাবৎ যোগীজনো যদি ক্রুদ্ধো ভবতি তদা সমস্তং ত্রিভুবনং চলয়তি। তদীয়ং

সামর্থ্যাং যোগেন এতাদৃশস্ত্রিভুবনচালনবলং শময়িতুং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুঃ পালনকর্ত্তা হরিহরো হরিহরাত্মক ঈশ্বরঃ খমণিঃ সূর্য্যঃ গণপঃ গণেশঃ এতে নালং সমর্থা ইত্যর্থঃ ।। ৩২ ॥

যোগীব্যক্তি এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে প্রতিক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া যদি রোষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ত্রিভুবন বিচালিত করিতে পারেন সন্দেহ নাই; কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি হরিহরাত্মক ঈশ্বর, কি সূর্য্য, কি গণপতি কেহই তাঁহার ক্রোধোপশমনে সমর্থ হন না। ৩২।

ইহ স্থানে চিত্তং বিমলমধিনিধায়াত্তসংপূর্ণযোগঃ
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শান্তচেতাঃ।
ত্রিলোকানাং দর্শী সকলহিতকরো রোগশোকপ্রমুক্তঃ
চিরঞ্জীবী জীবী নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংসপ্রকাশঃ ॥৩৩॥

ইতি বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং।

ইহ স্থানে ইতি। যো জনঃ ইহস্থানে বিশুদ্ধাখ্যে বিমলং শুদ্ধং চিত্তং অধিনিধায় সম্বধা আত্তসংপূর্ণযোগঃ যোগযুক্তো ভবতি অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্যং পদ্মং ধ্যায়েৎ স এবম্ভূতো ভবতি কীদৃশঃ কবিঃ কাব্যকর্ত্তা। পুনঃ কীদৃশঃ বাগ্মী উত্তমবক্তা। পুনঃ কীদৃশঃ নিতরাং জ্ঞানী অতিশয়জ্ঞানবান্। পুনঃ কীদৃশঃ শান্তচেতাঃ শান্তং বশীভূতং চেতো যস্য তাদৃশ্যঃ। পুনা কীদৃশঃ ত্রিলোকানাং দর্শী ত্রিলোকজ্ঞো ভবতি। পুনঃ কীদৃশঃ সকলহিতকরঃ। পুনঃ কীদৃশঃ রোগশোকপ্রমুক্তঃ। সঞ্জীবী প্রাণী চিরং যথা স্যাত্তথা জীবিতুং শীলং যস্য তাদৃশঃ সন্ নিরবধি প্রতিক্ষণং বিপদাং ধ্বংসে নাশকরণে হংসস্যেব সূর্য্যস্যেব প্রকাশো যস্য তাদৃশ্য বিপদনাশকো ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণং রক্তবর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৯ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ইতি ষোড়শ স্বরযুক্তষোড়শপত্রবিশিষ্টং বিশুদ্ধনাম পদ্মং বর্ত্ততে। অতএব বর্ত্তুলাকারং অকাশমণ্ডলং অত্র শুক্লহস্তিবাহন-চতুর্হস্ত-মনুর্বর্ত্ততে মনোঃ ক্রোড়ে পার্ব্বতী-সদাশিবাভ্যাং একশরীমাশ্রিত্য স্থিতং অত্র শাকিনী শক্তিঃ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রমণ্ডলঞ্চ তদেব মণ্ডলং লক্ষ্মীযুক্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য নির্ব্বাণমার্গং ধ্যাত্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ভবতীতি বাক্যার্থঃ।। ৩৩ ।।

ইতি বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং।

যে ব্যক্তি এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে বিমল চিত্ত প্রণিধান পূর্ব্বক যোগনিরত হন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিনিবেশ সহকারে এই পদ্মের ধ্যান করেন,

তিনি কবি, বাগ্মী, অতিশয় জ্ঞানী, শান্তচেতা, ত্রিলোকদর্শী, সকলের হিতৈষী, নীরোগী, শোকরহিত ও চিরজীবী হইয়া থাকেন এবং সূর্য্যদেব যেরূপঅন্ধকাররাশি বিদূরিত করেন, তদ্রূপ তিনিও বিপদ্‌রাশি দূরীভূত করিয়া দেন। (এই পদ্মবর্ণন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণ ষোড়শস্বরযুক্ত ষোড়শপত্রবিশিষ্ট বিশুদ্ধ নামক পদ্ম বিরাজমান আছে; সেই পদ্মে বর্ত্তুলাকার আকাশমণ্ডল, সেই মণ্ডলে শুক্ল হস্তিবাহন চতুর্ভুজ মনু, মনুর ক্রোড়ে একশরীর আশ্রয় পূর্ব্বক পার্ব্বতীসদাশিব অবস্থিতি করিতেছেন; তথায় শাকিনী নাম্নী শক্তি এবং নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান রহিয়াছে; সেই মণ্ডল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নির্ব্বাণমার্গস্বরূপ।) ৩৩।

ইতিবিশুদ্ধাখ্য পদ্ম কথন।

অথ আজ্ঞাপদ্মং।

আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং সুশুভ্রং।
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্র্‌ষট্‌ কং দধানা
বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥৩৪॥

আজ্ঞা ইতি। ভ্রুবোর্মধ্যে তৎ প্রসিদ্ধং আজ্ঞানামাম্বুজং পদ্মং চিন্তয়েৎ কীদৃশং হিমকরসদৃশং চন্দ্রতুল্যবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং যোগিনাং ধ্যানস্থানস্বরূপং। পুনঃ কীদৃশং হক্ষাভ্যাং প্রবিলসিতবপুঃ হক্ষ ইতি বর্ণদ্বয়যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং নেত্রপত্রং পত্রদ্বয়বিশিষ্টমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং সুশুভ্রং উত্তমশুক্লবর্ণং। তন্মধ্যে তস্য আজ্ঞাচক্রস্য মধ্যে সা প্রসিদ্ধা শশিসমধবলা চন্দ্রতুল্যশুক্লবর্ণা হাকিনী শক্তিরাস্তে। কীদৃশী বক্ত্র্‌ষট্‌কং দধানা ষণ্মুখা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুং, জপবটীং জপমালাং বিভ্রতী এতেন চতুর্হস্তবিশিষ্টা ইতি সূচিতং। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধং নির্ম্মলং চিত্তং যস্যাস্তাদৃশী ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর আজ্ঞাখ্য দ্বিদল পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটী দ্বিদলবিশিষ্ট পদ্ম বিদ্যমান আছে। উহা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, যোগীগণের ধ্যানস্থানস্বরূপ এবং অতি শুভ্র; উহার দলদ্বয়ে হ ক্ষ এই দুইটী বর্ণ শোভা পাইতেছে। এই আজ্ঞাপদ্মের মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল,

ডমরুও জপমালাধারিণী চতুর্ভুজা, বিমলচিত্তা, ষড়াননা হাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ৩৪।

এতৎপদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং
যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং।
বিদ্যুন্মালাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং
বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ॥৩৫॥

এতৎ ইতি। এতৎপদ্মস্য আজ্ঞাচক্রস্যান্তরালে মধ্যে মনো নিবসতি। মনঃ কীদৃশং সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধঞ্চ তৎকর্ণিকায়াং যোনৌ তস্যাজ্ঞাচক্রস্য কর্ণিকায়াং ইতরশিবপদং ইতরাখ্যশিবস্থানং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। কীদৃশং লিঙ্গচিহ্নং ইতরাখ্যশিবলিঙ্গচিহ্নং তদেব তেন বা প্রকাশো যস্য তাদৃশং। অনন্তরং পরমকুলপদং পরমশক্তিস্থানং চিন্তয়েদিতি কীদৃশং বিদ্যুন্মালাবিলাসং বিদ্যুৎসমূহস্যেব বিলাসো দীপ্তির্যস্য তাদৃশং। তদনন্তরং বেদানামাদিবীজং প্রণবং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্মনাড়ী তস্যাঃ প্রবোধো বিকাশো যস্মাত্তাদৃশং তদেতৎ সর্ব্বং স্থিরতরহৃদয়ঃ অনন্যমানাঃ সন্ ক্রমেণ চিন্তয়েৎ। ক্রমো যথা আদৌ হাকিনী শক্তিস্ততো মনঃ ততঃ কর্ণিকায়াং ইতরাখ্যশিবপদং ততঃ পরমশক্তিস্থানং ততঃ প্রণব ইতি ক্রমেণ চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥

উল্লিখিত দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্মের অভ্যন্তরভাগে সূক্ষ্মরূপী প্রসিদ্ধ মন এবং যোনিরূপা কর্ণিকাতে ইতরনামক শিবলিঙ্গ আছেন; ঐ লিঙ্গ বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির প্রবোধক ও বেদাদি শাস্ত্রসমূহের প্রণব স্বরূপ হইয়া আছেন; সুতরাং যোগী ব্যক্তিরা একান্তমনে যথাক্রমে এই পদ্মস্থিত পদার্থ সকল চিন্তা করিবেন অর্থাৎ প্রথমে হাকিনী শক্তি, অনন্তর মন, পরে কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ, অবশেষে প্রণব এই সমস্ত চিন্তা করিতে হইবে। ৩৫।

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকলহিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা।
অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমাপূর্ব্বসিদ্ধপ্রসিদ্ধো
দীর্ঘায়ুঃ সোঽপি কর্ত্তা ত্রিভুবনভবনে সংহৃতৌ পালনে বা৷৩৬

চিন্তনফলমাহ ধ্যানাত্মা ইতি। আজ্ঞাপদ্মধ্যানাভিমনাঃ সাধকেন্দ্রঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ পরপুরে পরশরীরে প্রবেশে শীঘ্রগামী ভবতি। স জনঃ মুনীন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সমস্তবেত্তা সর্ব্বদর্শনশীলঃ সকলহিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ভবতি। স জনঃ অদ্বৈতাচারবাদী অবধূতাচারঃ সন্ বিলসতি বিলাসং করোতি কীদৃশঃ পরমাপূর্ব্বসিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ পরমাপূর্ব্বএব সিদ্ধপ্রসিদ্ধিঃ অতিশয় প্রসিদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ অয়ং পরমাপূর্ব্ব ইতি সর্ব্বৈর্ব্যাখ্যায়তে ইতি যাবৎ সোঽপি সাধকঃ দীর্ঘায়ুঃ সন্ দীর্ঘজীবী ত্রিভুবনভবনে জগৎসৃষ্টিকরণে সংহৃতৌ নাশে বা পালনে বা জগত্রয়পালনে চ কর্ত্তা ভবতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ভবতি ইত্যর্থঃ। বাশোব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যে সাধক এই দ্বিদলপদ্মের ধ্যান করেন, তিনি মুনীন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বহিতৈষী এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা হইতে পারেন, তাঁহার অবিলম্বে পরদেহে প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মে; তিনি পরম সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অদ্বৈতাচারবাদী ও দীর্ঘায়ু হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন; সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে তাঁহার শক্তি জন্মে অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তুল্য হন সন্দেহ নাই। ৩৬।

তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ।
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসৎবিন্দুরূপী মকার-
স্তদাদ্যে নাদোঽসৌ বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী ॥ ৩৭ ॥

তদন্ত ইতি। অস্মিন্ আজ্ঞানাম্নি চক্রে তদন্তশ্চক্রে পরমশক্তিস্থানস্য মধ্যে প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ প্রণববিরচনারূপৌ প্রাপ্তসন্ধিকার্য্যৌ যৌ বর্ণৌ অর্থাদকারউকারয়োঃ প্রকাশো যত্র তাদৃশঃ ওঁকাররূপ ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা শুদ্ধঃ শুদ্ধিবিশিষ্টঃ বুদ্ধঃ বুদ্ধিবিশিষ্টঃ অন্তরাত্মা যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রদীপসদৃশরশ্মিঃ তদূর্দ্ধে তস্য ওঁকারস্য ঊর্দ্ধে উপরি চন্দ্রার্দ্ধঃ অর্দ্ধচন্দ্র ইত্যর্থঃ। তদুপরি তস্য অর্দ্ধচন্দ্রস্য উপরি বিলসৎবিন্দুরূপী মকারঃ তদাদ্যে বিন্দূপরি অসৌ নাদঃ ধ্বনিরিতি কীদৃশঃ বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী। বলরামইব ধবলো বলধবলঃ সুধাধারসন্তানস্য চন্দ্রসমূহস্য হাসো বিদ্যতে অস্য তাদৃশঃ বলধবলশ্চাসৌ সুধাধারসন্তানহাসী চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এই আজ্ঞাপদ্মে অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ পরম শক্তিস্থানমধ্যে ভ্রূর কিঞ্চিৎ

ঊর্দ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ অন্তরাত্মা অবস্থিত আছেন; ঐ অন্তরাত্মা দীপশিখাসন্নিভ ও ওঙ্কারাত্মক। ঐ ওঙ্কারের ঊর্দ্ধভাগে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, এবং তাহার ঊর্দ্ধদেশে বিন্দুরূপী মকার বিরাজিত আছে; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের ন্যায় শ্বেতবর্ণ শশধরসম নাদ অর্থাৎ একটী শিবলিঙ্গ হাস্যমুখে বিরাজ করিতেছেন। ৩৭।

ইহ স্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতসি পুরং
নিরালম্বাং বদ্ধা পরমগুরুসেবাসুবিদিতাং।
সদাভ্যাসাদ্‌যোগী পবনসুহৃদাং পশ্যতি কলাং-
স্তুতস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপানপি সদা ॥ ৩৮ ॥

ইহ ইতি। ইহ স্থানে উক্তরূপাক্রান্তাজ্ঞাচক্রে সুসুখসদনে পরমসুখস্য নিলয়স্বরূপে চেতসি চিত্তে লীনে সতি নিরালম্বাং পুরং বদ্ধা অন্তরীক্ষস্থাং পুরীং নির্ম্মায় কীদৃশীং পুরীং পরমগুরুসেবাসুবিদিতাং গুরোরাধনেন পরিজ্ঞাতাং। যোগীজনঃ সদাভ্যাসাৎ সদা যোগাভ্যাসাৎ পবনসুহৃদাং অগ্নীনাং কলান্ পশ্যতি। কলান্ কীদৃশান্ তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপান্ তস্যা নিরালম্বপুর্য্যা মধ্যান্তর্মধ্যে প্রবিলসিতং প্রকর্ষবিলাসবিশিষ্টং রূপং যেষাং তান্ সদা সর্ব্বস্মিন্ সদা কালে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

পরম আনন্দের আলয়স্বরূপ এই আজ্ঞাপদ্মে চিত্ত লীন হইলে পরমগুরুর আরাধনাদ্বারা অন্তরীক্ষস্থ পুরী নির্ম্মাণ করা যায়, অর্থাৎ সাধক নিরালম্ব মুদ্রা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, সর্ব্বদা ইহার অভ্যাস দ্বারা আত্মজ্যোতির কলা দর্শন হয় এবং অবশেষে অখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৩৮।

জ্বলদ্দীপাকারং তদপি চ নবীনার্কবহুল-
প্রকাশং জ্যোতির্ব্বা গগনধরণীমধ্যলসিতং।
ইহ স্থানে সাক্ষাদ্ভবতি ভগবান্ পূর্ণবিভবো-
ঽব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্মণ্ডলমিব ॥ ৩৯ ॥

জ্বলদ্দীপাকারমিতি। তদনন্তরং জ্বলদ্দীপাকারং দেদীপ্যমানপ্রদীপমিব পশ্যতি অনন্তরং জ্যোতির্ব্বা এবম্ভূতং জ্যোতিরিব পশ্যতি। বাশব্দ ইবার্থে।

জ্যোতিঃ কীদৃশং নবীনার্কবহুলপ্রকাশং প্রাতঃকালীনানেকসূর্য্যস্যেব প্রকাশো যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং গগনধরণীমধ্যলসিতং স্বর্গপৃথিব্যোর্ম্মধ্যস্থিতং উপরি স্বর্গঃ অধঃ পৃথিবী তন্মধ্যে যৎ স্থানং তৎ সর্ব্বমেব জ্যোতিষামিত্যর্থঃ। ইহ স্থানে উক্তরূপনিরালম্বপূর্য্যাং ভগবান্ ঈশ্বরঃ সাক্ষাদ্ভবতি। কীদৃশঃ অব্যয়ঃ অবিনাশী পুনঃ কীদৃশঃ পূর্ণবিভবঃ পূর্ণঃ সম্পূর্ণঃ বিভবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তৃত্বং যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সাক্ষী জগতাং সাক্ষীস্বরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্মণ্ডল ইব যথা অগ্নিচন্দ্রসূর্য্যাণাং মণ্ডলং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষো ভবতি তদ্বৎ। যদ্বা যথা বহ্নিমণ্ডলে শশিমিহিরয়োর্ম্মণ্ডলে চ ভগবান্ সাক্ষাদ্ভবতি তথা ইহ স্থানেঽপি সাক্ষাদ্ভবতি এতৎ ত্রিতয়স্থানেষু ঈশ্বরস্য সদাবস্থানাদিতি ভাবঃ॥ ৩৯॥

যে স্থানে ঐ অন্তরাত্মা অবস্থিত আছেন, উহা দেদীপ্যমান দীপশিখার ন্যায় এবং প্রভাতকালীন দিবাকরের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। উহাকে গগন ও ধরণী-মধ্যলসিত বলিয়া চিন্তা করিবে অর্থাৎ ঐ জ্যোতিঃ মস্তিষ্ক হইতে মূলাধার পদ্মের মধ্যগত পৃথ্বীচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ স্থানেই বহ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান্ জগতের সাক্ষীস্বরূপ পূর্ণবিভব অব্যয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে। ৩৯।

ইহ স্থানে বিষ্ণোরতুলপরমামোদমধুরে
সমারোপ্য প্রাণান্ প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে।
পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং
পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি চ বেদান্তবিদিতং॥ ৪০॥

ইহেতি। যোগীন্দ্রো যোগীশ্রেষ্ঠো জনঃ প্রাণনিধনে প্রাণত্যাগসময়ে ইহ স্থানে উক্তবিশেষেণবিশিষ্টাজ্ঞানামচক্রে প্রমুদিতমনাঃ হৃষ্টমনাঃ সন্ প্রাণান্ সমারোপ্য এবম্ভূতং পুরুষং প্রবিশতি। পুরুষং কীদৃশং পরং শ্রেষ্ঠং নিত্যং অবিনাশিনং অজং জন্মরহিতং ত্রিজগতাং আদ্যং প্রথমং পুরাণং চিরন্তনং বেদান্তবিদিতং বেদান্তমতেন জ্ঞাতং। স্থানে কীদৃশে বিষ্ণোরতুলঃ তুলনারহিতো যঃ পরমামোদস্তেন মধুরে মাধুর্য্যবিশিষ্টে॥ ৪০॥

ঐ স্থান নিত্যসুখ ও বিষ্ণুর আমোদ-গৃহস্বরূপ; যে যোগী প্রাণত্যাগসময়ে এই আজ্ঞাপদ্মে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করেন,

তিনি অবিনাশী, জগদাদি, জন্মরহিত, বেদান্তবেদ্য, পুরাতন পুরুষ। বিষ্ণুতে লীন হইয়া থাকেন। ৪০।

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং
শিবাকারং শান্তং বরদমভয়দং শুদ্ধবোধপ্রকাশং।
যদা যোগী পশ্যেদ্‌গুরুচরণসেবাসুনিরত-
স্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্য ভূয়াৎ সদৈব॥৪১॥

ইতি আজ্ঞাপদ্মং।

লয়স্থানমিতি। অর্থাদাজ্ঞাচক্রে বায়োর্লয়স্থানং বায়োরালয়স্থানং তদুপরি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং শিবো হকারস্তদর্দ্ধং তথাচ বায়ুস্থানং বায়ুবীজং যকারঃ অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। শিবো মহেশঃ অকারো বিষ্ণুঃ ককারো ব্রহ্মা শিবশ্চ অশ্চ কশ্চ তে শিবাকারং শিববিষ্ণুব্রহ্মণঃ আরে কোণে যস্য তৎ শিবাকারং শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্ম-ত্রিতয়াশ্রিতং ত্রিকোণং যংবীজোপরি ইতি শেষঃ। যদা যস্মিন্‌ কালে যোগী জনঃ গুরুচরণসেবাসুনিরতঃ পশ্যেৎ ধ্যানেন জানীয়াৎ তদা তস্মিন্‌ কালে তস্য যোগিনঃ করকমলতলে সদৈব বাচাং সিদ্ধির্ভূয়াৎ তস্য বাক্‌সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা শিবার্দ্ধং দুর্গা ইতি যাবৎ। কীদৃশং শিবস্বরূপং শিবশক্ত্যোরভেদাৎ তথাচ শিবাভেদেন দুর্গাং যদা যোগী পশ্যেৎ ইতি সম্বন্ধঃ অন্যৎ সমানং। যদ্বা শিবাকারং মঞ্চস্থে লক্ষণা তথাচ শিবময়-মঞ্চস্থং ব্রহ্মাদিপঞ্চশিবময়স্থং শিবার্দ্ধং দুর্গাং যদা যোগী পশ্যেদিতি সম্বন্ধঃ ব্রহ্মাদিশ্চ ব্রহ্মা। বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ। শিবাকারমঞ্চ ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্যেণাপি তৎ কীদৃশং বরদং বরং দদাতি পুনঃ কীদৃশং অভয়ং দদাতি পুনঃ কীদৃশং শুদ্ধবোধপ্রকাশং শুদ্ধবোধো নির্ম্মলজ্ঞানস্য প্রকাশ উদয়ো যস্মাৎ এতৎপদ্মজ্ঞানাৎ নির্ম্মলজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪১॥

ইত্যাজ্ঞাপদ্মং।

আজ্ঞাখ্য দ্বিদল পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে যে মহানাদাখ্য শিব আছেন, তাহার অর্দ্ধ বায়ুর লয়স্থান। ঐ মহানাদ করদ্বয় দ্বারা অভয় ও বরমুদ্রা প্রদান করিতেছেন; তিনি বিশুদ্ধ ও শান্তপ্রকৃতি। যোগী ব্যক্তি গুরুর চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে যখন বায়ুর লয়স্থানস্বরূপ ঐ মহানাদাখ্য

শিবকে দর্শন করেন, তখন বাক্‌সিদ্ধি তাঁহার করকমলে উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪১।

ইতি আজ্ঞাপদ্মকথন।

অথ সহস্রারপদ্মং।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা বসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রং।
অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তকিঞ্জল্কপুঞ্জং
ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ প্রবিলসিততনুং কেবলানন্দরূপং ॥ ৪২ ॥

তদূর্দ্ধে ইতি। তস্য আজ্ঞাচক্রস্য ঊর্দ্ধে উপরিদেশে শঙ্খিন্যা নাড্যাঃ শিখরে অগ্রভাগে শূন্যদেশে শূন্যাকারস্থানে বিসর্গাধো বিসর্গঃ শক্তিস্তস্যাধঃ-প্রদেশে প্রকাশং প্রকাশস্বরূপং দশশতদলং সহস্রদলং পদ্মং নিবসতি তৎপদ্মং এবম্ভূতং চিন্তয়েদিতি শেষঃ। কীদৃশং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রং পূর্ণপূর্ণোঽতিশয়-পূর্ণো য ইন্দুশ্চন্দ্রস্তদ্বৎ শুভ্রং শুক্লবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং অধোবক্ত্রং অধোমুখং পুনঃ কীদৃশং কান্তং মনোজ্ঞং পুনঃ কীদৃশং তরুণেতি তরুণা যা রবিকলাঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যরশ্ময়ঃ তদ্বৎ কান্তং মনোজ্ঞং কিঞ্জল্কপুঞ্জং কেশরসমূহো যস্মিন্ তাদৃশং ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ অকারাদিভিঃ প্রবিলসিতা বিশিষ্টা তনুর্যস্য তাদৃশং। বা পুংসি ইত্যাদিদর্শনাৎ পুংস্ত্ববিশিষ্টপদ্মমিত্যস্য বিশেষণাৎ তনুমিত্যস্তস্যাপি পুংস্ত্বং। পুনঃ কীদৃশং নিত্যানন্দস্বরূপং ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সহস্রার পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—আজ্ঞাচক্রে যে মহানাদ নামক শিবলিঙ্গের উল্লেখ হইল, তাহার ঊর্দ্ধভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূন্যাকার স্থান আছে, তত্রস্থ শক্তির অধঃপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদল কমল বিরাজিত রহিয়াছে; উহা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোরম এবং উহার কেশরসকল প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্; এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মক ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ৪২।

সমাস্তে তত্রান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণচন্দ্রঃ
স্ফুরৎজ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসঃ।

ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি সততং বিদ্যুদাকাররূপং
তদন্তঃ শূন্যন্তৎ সকলসুরগুরুং চিন্তয়েচ্চাতিগুহ্যং ॥ ৪৩ ॥

সমাস্তে ইতি। তত্র সহস্রদলপদ্মে অন্তর্মধ্যে শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণ-চন্দ্রঃ নির্ম্মলচন্দ্রঃ সমাস্তে তিষ্ঠতি কীদৃশঃ স্ফুরৎজ্যোৎস্নাজালঃ জ্যোৎস্না-সমূহঃ যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পরমো যো রসচয়ঃ অমৃতসমূহঃ সএব স্নিগ্ধসমূহো হাসো যস্য তাদৃশঃ চন্দ্রস্যান্তর্ভাগে ত্রিকোণং সততং নিরন্তরং স্ফুরতি দীপ্যতে কীদৃশং বিদ্যুদাকাররূপং বিদ্যুৎসদৃশং তদন্তস্য ত্রিকোণস্য মধ্যে তৎ প্রসিদ্ধং সকলসুরগুরুং সমস্তদেবতাগুরুস্বরূপং শূন্যং চিন্তয়েৎ অতিগুহ্যং অতিশয়গোপনীয়ং ॥ ৪৩ ॥

এই সহস্রদল কমলের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক শশধর প্রকাশিত রহিয়াছেন; তাঁহার জ্যোৎস্নারাশি প্রকাশিত হওয়াতে পরম শোভা সম্পাদিত হইতেছে; ঐ চন্দ্রের স্নিগ্ধ অমৃতসমূহ হাস্যের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে; ঐ চন্দ্রমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎসদৃশ ত্রিকোণ যন্ত্র বিদ্যমান আছে, উহার মধ্যে যাবতীয় দেবতাগণের গুরুস্বরূপ আত্মার অতি গোপনীয় শূন্যস্থান বিরাজমান। ৪৩ ॥

সুগোপ্যং তদ্‌যত্নাদতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ
পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশিসকলকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশং।
ইহ স্থানে দেবঃ পরমশিব-সমাখ্যান-সিদ্ধপ্রসিদ্ধিঃ
খরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিসরমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ ॥ ৪৪ ॥

সুগোপ্যমিতি। তৎ শূন্যং যত্নাৎ সুগোপ্যং অতিশয়পরমামোদসন্তান-রাশেঃ অতিশয়ো যঃ পরমামোদসন্তানঃ পরমহর্ষসমূহস্তস্য যো রাশিস্তস্য পরং শ্রেষ্ঠং কন্দং মূলং। কীদৃশং সূক্ষ্মং। পুনঃ কীদৃশং শশিসকলকলাশুদ্ধরূপ-প্রকাশং শশিনশ্চন্দ্রস্য সকলকলা ষোড়শকলাস্তদ্বৎ শুদ্ধং শুক্লং যদ্রূপং তদেব প্রকাশো যস্য তাদৃশং পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশমিত্যর্থঃ। পরমশিব এব সমাখ্যানসিদ্ধা প্রসিদ্ধির্নাম প্রসিদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ পরমশিব ইতি ফলিতার্থঃ। এবম্ভূতো দেব আস্তে ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ খরূপী আকাশরূপী। পুনঃ কীদৃশঃ সর্ব্বেষাং আত্মনঃ পরমাত্মস্বরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ রসবিসরমিতঃ রসঃ শিবশক্তি-যোগানন্দরসঃ তস্য বিসরজ্ঞানং ইতঃ প্রাপ্তঃ বিরসমিতি বিপূর্ব্বস্য গত্যর্থঃ সুধাতোরূপঃ রসবিরসমিতি পাঠে রসো মধুরাদি বিরসো বিশিষ্টো রসঃ শিব-শক্তিযোগানন্দরসস্তদ্দ্বয়ং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ অজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ

অজ্ঞানেন যো মোহঃ বৈচিত্ত্যং বিষয়াসক্তচিত্তং তেন অন্ধইব অন্ধঃ অন্ধো যথা বিশেষজ্ঞানাভাববান্ তদ্বৎ তত্র হংসইব সূর্য্যইব যথা সূর্য্যোঽন্ধকার-নাশকঃ তথা অয়মপি অজ্ঞানমোহান্ধনাশকঃ জ্ঞানদাতৃত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

ঐ শূন্যস্থান পরম আনন্দভোগের মূল, অতি সূক্ষ্ম, ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দীপ্তিমান্; উহা পরম যত্নে গোপনে রাখিবে। এই স্থানে আকাশরূপী পরমাত্ম-স্বরূপ পরমশিব অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি পরম আনন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহান্ধকার বিনাশের একমাত্র কারণ। ৪৪।

সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং
যতোরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্নির্ম্মলমতেঃ।
সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকলসুখসন্তানলহরী-
পরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ ॥৪৫॥

সুধেতি। অর্থাৎ সহস্রারে পরম ইতি নাম্না পরিচিতো হংসঃ সমাস্তে তিষ্ঠতি স ভগবান্ নির্ম্মলমতেঃ শুদ্ধজ্ঞানস্য যতেঃ আত্মজ্ঞানং ঈশ্বরবিষয়কং জ্ঞানং দিশতি দদাতি কীদৃশঃ সুধাধারাসারং ভাগং নিরবধি প্রতিক্ষণং অতি-তরাং অতিশয়েন বিমুঞ্চন্। পুনঃ কীদৃশঃ পরমশিবঃ সর্ব্বেষাং ঈশ্বরঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সকলসুখসন্তানলহরীপরীবাহঃ সমস্তসুখসমূহাশ্রয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সমস্ত সুখসমূহের আশ্রয় স্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর সেই পরমশিব ঐ সহস্রার কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর নির্ম্মলমতি যোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ৪৫।

শিবস্থানং শৈবা পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলং ॥৪৬॥

শিবস্থানমিতি। শৈবাঃ শিবসেবকা জনা এতৎ সহস্রারং পদ্মং শিবস্থানং ইতি লপন্তি। বৈষ্ণবগণাঃ পরমপুরুষস্থানং সহস্রদলমিতি কথয়ন্তি। অপরে কেচিজ্জনা হরিহরপদং সহস্রদলমিতি কথয়ন্তি। দেবীচরণারবিন্দার্চ্চনমনসঃ দেব্যাঃ পদং স্থানং সহস্রদলপদ্মং লপন্তি। অন্যে মুনীন্দ্রাঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ অমলং

নির্ম্মলং প্রকৃতিপুরুষস্থানং লপন্তি কথয়ন্তি ইত্যন্বয়ঃ। তথাচ যে জনা যা দেবতাঃ পুজয়ন্তি তে তদ্দেবতাস্থানমেব সহস্রদলপদ্মমিতি ধ্যাতুমর্হন্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

যাঁহারা শিবপরায়ণ, তাঁহারা ঐ শূন্যস্থানকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবেরা উহাকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্থান, কেহ কেহ হরিহরপদ, দেবীচরণারবিন্দভক্ত শাক্তগণ শক্তিস্থান এবং অপর কোন কোন ঋষি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (বস্তুতঃ সকলেই আপন আপন অভীষ্ট দেবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন; অতএব ঐ শূন্য স্থান্ যে, পরম আনন্দধাম ও একমাত্র ব্রহ্ম-নিকেতন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই)। ৪৬।

ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবরো
ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধস্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ
সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা ॥৪৭॥

ইহ স্থানমিতি। ইহ সহস্রদলপদ্মে স্থানং জ্ঞাত্বা যস্য যা ইষ্টদেবতা তস্য স্থানং সহস্রদলমিতি নিশ্চয়ং কৃত্বা নিয়তনিজচিত্তঃ নিয়তং বশীকৃতং নিজচিত্তং যেন তাদৃশঃ সন্ নরশ্রেষ্ঠস্ত্রিভুবনে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালসংসারে শরীরেণ বদ্ধঃ পুনর্ব্বারং ন ভূয়াৎ। তথাচ তস্য ন পুনর্জন্ম ইত্যর্থঃ। নিয়মমনসঃ নিয়মে ঈশ্বরবিষয়কব্রতে মনো যস্য তস্য কৃতিনঃ পুণ্যাত্মনো জনস্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ত্তুং সৃষ্টিং পালনঞ্চ বিধাতুং হর্ত্তুং সংহারং কর্ত্তুং সমগ্রা সম্পূর্ণা শক্তিঃ সামর্থ্যং স্যাৎ। তথাচ স জনঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ তস্য জনস্য খগতিরপি ভবতি খেচরসিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ সুবিমলা গদ্যপদ্যাত্মিকা বাণী তস্য ভবতি ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি এই সহস্রার কমল পরিজ্ঞাত হইয়া চিত্ত সংযম পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মন বিলীন করিতে পারেন, তিনি কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল কোন স্থানেও আবদ্ধ হন না, সংসারে তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মধারণ করিতে হয় না, সেই নিয়তচিত্ত কৃতী ব্যক্তি যাবতীয় শক্তি প্রাপ্ত হন; তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহার আকাশে বিচরণ

করিবার শক্তি জন্মে এবং তাঁহার বদনে সুবিমলা বাণী বিরাজিত থাকেন অর্থাৎ তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। ৪৭।

অত্রাস্তে শিশুসূর্য্যসোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী
শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধাভাগৈকরূপা পরা।
বিদ্যুদ্দামসমানকোমলতনুর্নিত্যোদিতাধোমুখী
পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা ॥ ৪৮ ॥

অত্রাস্তে ইতি। অত্র স্থানে সা প্রসিদ্ধা অমা নাম্নী চন্দ্রস্য ষোড়শী ষোড়শভাগত্বেন পরিমিতা কলা আস্তে তিষ্ঠতি। কীদৃশী প্রাতঃসূর্য্যস্য সোদরা সদৃশী কলা কান্তির্যস্যাঃ তেন রক্তবর্ণা ইতি যাবৎ। অপি চ শুদ্ধা নির্ম্মলা নির্ব্বিকারা ইতি যাবৎ অপি চ নীরজস্য পদ্মস্য সূক্ষ্মতন্তোঃ সূত্রস্য শতভাগকৃতভাগরূপা পরা শ্রেষ্ঠা অপি চ বিদ্যুদ্দাম্নঃ বিদ্যুৎশ্রেণ্যাঃ সমানা কোমলা স্নিগ্ধা তনুর্যস্যাঃ নিত্যোদিতা নিত্যং প্রকাশমানা ক্ষয়োদয়রহিতত্বাৎ নিত্যপ্রকাশবতীত্যর্থঃ। অধোমুখী পূর্ণানন্দস্য পরম্পরয়া আনন্দশ্রেণ্যা যা বিগলতী পীযূষধারা অমৃতশ্রুতিঃ তাং ধরতীত্যর্থঃ সাক্ষাচ্চন্দ্রামৃতধারাভূতেত্যর্থঃ। পরম্পরয়া ক্রমেণ শিবসম্বন্ধিপীযূষধারাধরেতি কেচিৎ। ৪৮ ॥

এই সহস্রদল কমলের মধ্যে অমা নামে চন্দ্রের ষোড়শী কলা বিদ্যমান আছে; ঐ কলা প্রভাতকালীন সূর্য্যসন্নিভ, নির্ম্মল, পদ্মতন্তুর শত ভাগের এক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম ও পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত, উহা বিদ্যুতের ন্যায় কোমল, নিত্য প্রকাশশীল এবং অধোমুখী। উল্লিখিত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। (অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে যে সূক্ষ্ম ধমনী বিদ্যমান আছে, সেই ধমনী পরম আনন্দের আশ্রয়, তাহা হইতেই নিরন্তর সুধাধারা বিগলিত হইতেছে।) ৪৮।

নির্ব্বাণাখ্যকলা পরাৎপরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধোদয়া
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্কতুল্যপ্রভা ॥ ৪৯ ॥

নির্ব্বাণেতি। নির্ব্বাণনাম্নী এতেন নির্ব্বাণশক্তিদায়িকা ইতি ধ্বনিতং

তাদৃশী কলা সহস্রধা বিভজিতস্য সহস্রাংশকৃতস্য কেশাগ্রস্য একাংশরূপা অতিশয়সূক্ষ্মা ইতি যাবৎ তাদৃশী সতী তদন্তর্গতা মধ্যগতা আস্তে পরাৎপরতরা অতিশয়শ্রেষ্ঠা। পুনঃ কীদৃশী ভূতানামধিদৈবতং প্রাণিনাং ইষ্টদেবতাস্বরূপা দৈবতমিত্যস্য অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বং। পুনঃ কীদৃশী ভগবতী মাহাত্ম্যবতী। পুনঃ কীদৃশী নিত্যপ্রবোধোদয়া নিত্যপ্রবোধস্য নিত্যজ্ঞানস্য উদয়ো যস্যাঃ সকাশাৎ তাদৃশী চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী অর্দ্ধচন্দ্রাকারা পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বার্কতুল্যপ্রভা দ্বাদশসূর্য্যসদৃশদীপ্তিমতীত্যর্থঃ ।। ৪৯ ।।

পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মা অমাকলার মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ নামে আর একটী কলা বিদ্যমান আছে। ঐ কলা কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্ম, দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, জীবগণের জ্ঞান লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ, ইষ্টদেবতাস্বরূপ এবং মাহাত্ম্যবতী। (ইহাকেই মহাকুণ্ডলিনী কহে ; এই কলা চিন্তা করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়।) ৪৯।

এতস্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তিঃ
কোট্যাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা।
কেশাগ্রস্যাতিগুহ্যা নিরবধি বিলসৎপ্রেমধারাধরা সা
সর্ব্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী।।৫০

এতস্যা ইতি। এতস্যা নির্ব্বাণাখ্যকলায়া মধ্যদেশে সা প্রসিদ্ধা পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তিঃ বিলসতি বিলাসং করোতি। কীদৃশী কোট্যাদিত্যপ্রকাশা কোটিসূর্য্যইব দীপ্তিযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী ত্রিভুবনজননী স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালানাং জননকর্ত্রী। পুনঃ কীদৃশী কেশাগ্রস্যাপি কোটিভাগৈকরূপা অতিশয়সূক্ষ্মা ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী গুহ্যা গোপনীয়া সর্ব্বৈরজ্ঞেয়া ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী নিরবধি প্রতিক্ষণং প্রেমধারা স্নেহপরম্পরা তাং ধরতি সা। পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বেষাং জীবভূতা প্রাণভূতা। পুনঃ কীদৃশী সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে মুনিমনসি মুদা হর্ষেণ তত্ত্বাববোধং বহন্তী মননশীলানামপি তত্ত্বজ্ঞানজনিকা ।। ৫০ ।।

এই নির্ব্বাণকলার মধ্যে পরম নির্ব্বাণশক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন। তিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, ত্রিভুবনের জননী, কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্ম, পরম গোপনীয়, জীবগণের প্রাণস্বরূপা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু প্রণয়-

পূর্ণা এবং ইহাঁর প্রভাবেই মুনিগণের হৃদয়ে আনন্দসহ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। ৫০।

তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং
নিত্যানন্দাভিধানং সকলকুলপদং শুদ্ধবোধপ্রকাশং।
কেচিদ্‌ব্রহ্মাভিধানং পরমতিসুধিয়ো বৈষ্ণবাস্তল্লপন্তি
কেচিৎ হংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনো মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং॥

তস্যা ইতি। এতস্যা নির্ব্বাণশক্তিমধ্যান্তরালে কেবলমধ্যভাগে অমলং নির্ম্মলং শিবপদং শিবস্থানং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং শাশ্বতং নিত্যং। পুনঃ কীদৃশং যোগিগম্যং যোগিভির্ধ্যেয়মিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং নিত্যানন্দাভিধানং নিত্যানন্দ ইত্যভিধানং নাম যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং পরমকুলপদং পরমশক্তিস্থানং। পুনঃ কীদৃশং শুদ্ধবোধস্য নির্ম্মলজ্ঞানস্য প্রকাশো যস্মাৎ তাদৃশং কেচিজ্জনাস্তৎপদং ব্রহ্মাভিধানং পরমজ্যোতিঃ নাম যস্য তল্লপন্তি কথয়ন্তি কেচিৎ সুধিয়স্তৎপদং বৈষ্ণবং লপন্তি কেচিজ্জনা হংসাখ্যং পরমহংসনামকং কথয়ন্তি কেচিৎ সুকৃতিনঃ কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং মোক্ষবর্ত্মনঃ মোক্ষপথস্য প্রকাশঃ জ্ঞানং যস্মাত্তাদৃশং স্থানং কথয়ন্তি ইত্যর্থঃ॥ ৫১॥

ঐ নির্ব্বাণশক্তির মধ্যভাগে নির্ম্মল, নিত্যানন্দস্বরূপ, পরমসুখাস্পদ, জ্ঞানস্বরূপ, যোগিজনগম্য এক শিবস্থান বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন বৈষ্ণব বিষ্ণুস্থান, কোন কোন বিচক্ষণ হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ মুক্তিপথের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৫১॥

হূঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ সুশীলো
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং।

ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তু তাং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবো
ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব তপ্তাং ॥ ৫২ ॥

হুঙ্কারেণেতি। যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগপরো যোগী হুঙ্কারেণৈব হুঁ ইত্যব্যয়শব্দেন স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ঊর্দ্ধস্থিতাং কুণ্ডলিনীং জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ গুরুদেবমুখাৎ ক্রমমপি ষট্চক্রাণাং উৎক্রমমপি জ্ঞাত্বা তাং কুণ্ডলিনীং ব্রহ্মদ্বারস্য মূলাধারপদ্মস্য মধ্যে বিরচয়তু নয়তু। তাং কীদৃশীং তৎ প্রসিদ্ধং লিঙ্গরূপং স্বয়ম্ভূলিঙ্গং ভিত্ত্বা সার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনেন সম্বধ্য স্থিতামিতি ; শেষঃ। পুনঃ কীদৃশীং পবনদহনয়োর্বায়ুরগ্ন্যোরাক্রমেণৈব তপ্তাং প্রবুদ্ধাং ত্যক্তশয়ানামিত্যর্থঃ। তথাচ গোরক্ষসংহিতায়াং।—মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং সুষুপ্তা পরমেশ্বরী। প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ। ইত্যাদি ক্রমঃ। কীদৃশং মহামোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং মহামোক্ষবর্ত্মনো নির্ব্বাণমার্গস্য প্রকাশো যস্মাত্তাদৃশং। যোগী কীদৃশঃ সুশীলঃ শোভনশীলযুক্তঃ শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবঃ শুদ্ধজ্ঞানযুক্তঃ প্রভাবো যস্য তাদৃশঃ ॥ ৫২ ॥

সুশীল সাধক যমনিয়মাদি সম্যক্ শিক্ষা করত বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে মোক্ষপথের দ্বারস্বরূপ এই ষটচক্রের ক্রম যথাবিধি পরিজ্ঞাত হইবেন এবং হুঙ্কারবীজে তেজ ও বায়ুর আক্রমণ দ্বারা সন্তপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধারপদ্মে স্বয়ম্ভুলিঙ্গভেদ করত সহস্রদলকমলে আনয়ন পূর্ব্বক ভাবনা করিবেন অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সহস্রার কমল পর্য্যন্ত যে পথ বিদ্যমান আছে, হুঙ্কার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীতে শিবলিঙ্গভেদ পূর্ব্বক উক্ত পথ দিয়া সহস্রারে আনয়ন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে হইবে। ৫২।

ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরমরসশিবে সূক্ষ্মনাম্নি প্রদীপ্তে
সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসত্তন্তুরূপস্বরূপা।
ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ
মোক্ষানন্দস্বরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতাং লক্ষণেন ॥ ৫৩ ॥

ভিত্ত্বেতি। সা দেবী কুলকুণ্ডলিনী সকলসরসিজং মূলাধারাদি ষট্পদ্মং

ক্রমশঃ প্রাপ্য তৎ পূর্ব্বোক্তং লিঙ্গত্রয়ং মূলাধারস্থং স্বয়ম্ভূলিঙ্গং হৃৎপদ্মস্থং বাণাখ্যলিঙ্গং আজ্ঞাচক্রকর্ণিকামধ্যস্থমিতরাখ্যলিঙ্গমিতি লিঙ্গত্রয়ং ভিত্বা ক্রমশঃ সন্ত্যজ্য ব্রহ্মাখ্যায়া ব্রহ্মনাড্যাঃ সকাশাৎ পরমরসশিবে শিবশক্তি-সমাযোগরসবিলাসবিশিষ্টে শিবে দেদীপ্যতে মূলাধারাদি ষট্‌পদ্মান্‌ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনাড্যাঃ সহস্রদলপদ্মং সমাগত্য পরমরসময়শিবেন সার্দ্ধং অত্যর্থং শোভতে ইত্যর্থঃ। শিবে কীদৃশে সূক্ষ্মা নাম্নী সূক্ষ্মা নাম সম্ভাবনা যস্য তাদৃশে পুনঃ কীদৃশে প্রদীপ্তে প্রকৃষ্টদীপ্তিযুক্তে। দেবী কীদৃশী শুদ্ধসত্বা নির্ম্মলা সত্তা নিত্যতা যস্যাস্তাদৃশী তথাচ তস্যা বিনাশো নাস্তীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী তড়িদিব বিদ্যুদিব বিলসত্তন্তুরূপং দেদীপ্যমানসূত্ররূপং স্বরূপং যস্যা বিদ্যুদিব দেদীপ্যমানসূত্রবৎ সূক্ষ্মা চ ইত্যর্থঃ। তদ্দীপ্যমানং মোক্ষাখ্যানন্দরূপং মোক্ষনামানন্দস্বরূপং কর্ত্তৃ সহসা তৎক্ষণেন ক্রমেণ সূক্ষ্মতাং ঘটয়তি সূক্ষ্মনামপরমশিবেন সার্দ্ধং উপভোগেষু সাপি কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মা ভবতীত্যর্থঃ ।। ৫৩ ॥

সেই বিশুদ্ধস্বভাব, তড়িদ্বিলাসিনী, সূক্ষ্মতন্তুস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাধার কমলের অন্তর্গত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, হৃৎপদ্মের অন্তর্গত বাণলিঙ্গ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যগত ইতরলিঙ্গ এবং চিত্রিণীমধ্যস্থ ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত ষট্‌পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারকমলে মিলিত হইয়া দেদীপ্যমান হইতেছেন। সূক্ষ্মতালক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মুক্তিলাভ করা যায়। ৫৩।

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলিনীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং সুধী-
র্মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি।
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং
যোগীশো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ ।।৫৪ ।।

নীত্বেতি। সুধীঃ পণ্ডিতঃ তাং কুলকুণ্ডলীং জীবেন জীবাত্মনা সার্দ্ধং মোক্ষদায়কে ধাম্নি স্থানে শুদ্ধপদ্মসদনে সহস্রদলপদ্মস্বরূপগৃহে নীত্বা ইষ্টফলপ্রদাং অভিমতফলদাত্রীং ভগবতীং পরে শ্রেষ্ঠে স্বামিনি পরমশিবে ধ্যায়েৎ।

কীদৃশীং নবরসাং নবরসস্যাধারস্বরূপাং। পুনঃ কীদৃশীং চৈতন্যরূপাং। পুনঃ কীদৃশীং পরাং শ্রেষ্ঠাং। শুদ্ধপদ্মসদনে কীদৃশে শৈবে শিবো দেবতা যস্য তাদৃশে। যোগীশ্রেষ্ঠঃ কীদৃশঃ গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী গুরুদেবস্য পাদপদ্মদ্বয়াবলম্বনশীলঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সমাধৌ যুক্তঃ ধ্যানে যত্নযুক্তঃ॥ ৫৪।

গুরুপাদপরায়ণ ধীমান্ যোগশীল সাধক নবরসের আধারস্বরূপিণী সেই কুণ্ডলিনী দেবীকে জীবাত্মার সহিত সহস্রার কমলের অন্তর্গত শৈবধামে আনয়ন পূর্ব্বক একান্তমনে চিন্তা করিবেন। ঐ দেবী মূর্ত্তিমতী ভগবতীর ন্যায় চৈতন্যস্বরূপা, শ্রেষ্ঠা ও অভীষ্ট-ফলদায়িনী। ৫৪।

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা ততঃ কুণ্ডলী
পূর্ণানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী।
তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতং
যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং॥ ৫৫॥

লাক্ষেতি। ততস্তদনন্তরং সুন্দরী কুণ্ডলিনী লাক্ষাভং রক্তবর্ণং পরমামৃতং পরমশিবাৎ পীত্বা সম্ভোগং কৃত্বা পূর্ণানন্দমহোদয়াৎ সম্পূর্ণানন্দস্য মহান্ উদয়ো যস্মাৎ তাদৃশাৎ কুলপথাৎ ষট্চক্রমার্গাৎ পুনর্ম্মূলে মূলাধারপদ্মে বিশেৎ পুনর্ব্বারং মূলাধারং গচ্ছতীত্যর্থঃ। যোগী জনঃ স্থিরমতিঃ সন্ স্থির-বুদ্ধিঃ সন্ তদ্দিব্যামৃতধারয়া দিব্যামৃতবিশিষ্ট্যা ব্রহ্মাণ্ডস্থিতং দৈবতং সন্তর্পয়েৎ তৃপ্তিং জনয়তীত্যর্থঃ। অমৃতধারয়া কীদৃশ্যা যোগপরম্পরাবিদিতয়া যোগসমূহভ্যাসজ্ঞেয়য়া॥ ৫৫॥

উল্লিখিত সুন্দরী কুণ্ডলিনী পরম শিব হইতে অলক্তাভ পরমামৃত পান করত পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া থাকেন এবং তিনি ষট্চক্রপথ দিয়া পুনরায় মূলাধারপদ্মে প্রবেশ করেন। স্থিরবুদ্ধি যোগী জন যোগক্রম দ্বারা ঐ দিব্য অমৃতধারা পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা এই শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরগত পূর্ব্বকথিত দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন। ৫৫।

জ্ঞাত্বৈতৎক্রমমুত্তমং যতমনা যোগী সমাধৌ যুতঃ
শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ।
সাংসারে ন জনিষ্যতে ন হি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে
পূর্ণানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ॥ ৫৬॥

জ্ঞাত্বৈতদিতি। যতমনা বশীকৃতচিত্তো যোগী জনঃ সমাধৌ যুতো ধ্যানাসক্তঃ সন্ উত্তমং এতদুক্তক্রমং ষট্‌চক্রাণাং ক্রমং শ্রীযুক্তো যো দীক্ষা-গুরুঃ ব্রহ্মদাতা তস্য পাদাবেব পদ্মযুগলং তদামোদপ্রবাহস্য উদয়াৎ গুরু-চরণপ্রতাপাদিতি যাবৎ সংসারে ন জনিষ্যতে তস্য জন্ম ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্মিন্নর্থে কদা শব্দোঽব্যয়ং সংক্ষয়ে প্রলয়েঽপি তস্য ক্ষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ। স জনঃ পূর্ণানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ পূর্ণানন্দশ্রেণ্যা হর্ষিতঃ সতাং সাধূনাং অগ্রণীঃ অগ্রগণ্যো ভবতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ শান্তঃ শান্তিযুক্তঃ॥ ৫৬॥

যে যতমনা যোগী গুরুর চরণারবিন্দ চিন্তা করত পরম আনন্দ ভোগ করেন, যে সংযতচেতা সুধী যমনিয়মাদি অভ্যাস দ্বারা এই গোপনীয় ষট্‌-চক্রক্রম বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর পুনরায় সংসারে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না, প্রলয়কালেও তাঁহার বিনাশ নাই; তিনি শান্তিযুক্ত, শুদ্ধ-চিত্ত ও সাধুগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন। ৫৬।

যোঽধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দিবা যোগী স্বভাবস্থিতে
মোক্ষজ্ঞাননিদানমেতদমলং শুদ্ধং সুগুপ্তং ক্রমং।
শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী যতান্তর্মনা-
স্তস্যাবশ্যমভীষ্টদৈবতপদে চেতো নরীনৃত্যতে॥ ৫৭॥

যোঽধীতে ইতি। যো যোগী স্বভাবস্থিত আশ্রিতদিব্যভাবস্থঃ সন্ শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সন্ গুরুদেবপাদপদ্মদ্বয়নিবিষ্টচিত্তঃ সন্ অমলং উত্তমং এতৎ ক্রমং যোঽধীতে পূর্ণানন্দবিবর্ণিতষট্‌চক্রক্রমং নিশি রাত্রৌ সন্ধ্যায়াং প্রাতঃ সায়মিতি সন্ধ্যাদ্বয়ে পক্ষান্তরে অথ

আত্মষট্‌কং।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণাং তরঙ্গং
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদিদূরে
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহং॥ ১॥

আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যেও কেহ নহি, অহঙ্কার নহি, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যেও কেহ নহি, বুদ্ধি নহি এবং কি কলত্র, কি পুত্র, কি ভূমি, কি সম্পত্তি এ সমস্তই দূরে থাকুক, অর্থাৎ এ সকলের মধ্যেও কেহ নহি। আমি সর্ব্বসাক্ষী ও জীবাত্মা সহ সংমিলিত পরমাত্মা শিব-স্বরূপ। ১।

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি
স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু-
র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহং॥ ২॥

যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ অজ্ঞানবশতই পর-মাত্মাকে জীব বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। পরন্তু আপ্ত বাক্য দ্বারা ভ্রম নিরাকৃত হইলে যেরূপ রজ্জুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ গুরুদত্ত উপদেশ-প্রভাবে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে "আমি জীব নহি, আমি পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে।

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্বং
সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপকৢপ্তং।

আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং
ময্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহং ॥ ৩ ॥

এই অখিল বিশ্বে যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহাতে আমি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। যে সমস্ত বাহ্য পদার্থকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছ, উহার কিছুই সত্য নহে; দর্পণের অন্তর্গত প্রতিবিম্বের ন্যায় উহা মায়াকল্পিত জানিবে। আমি অদ্বৈতস্বরূপ, ঐ সকল পদার্থই আমাতে প্রকাশমান হইতেছে; সুতরাং আমিই সেই পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা সন্দেহ নাই।৩।

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং
সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবত্তন্ন সত্যং
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহং ॥ ৪ ॥

যেমন স্বপ্নযোগে অসত্য পদার্থকে সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ মায়াবশে নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে এই মায়াময় ব্রহ্মাণ্ড সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে; বস্তুতঃ মোহবর্জ্জিত পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এবং সেই পরমাত্মা আমা হইতে পৃথক্ নহে; সুতরাং আমিই সেই পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা।৪।

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো
দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদি চিন্ময়স্যাস্তি নাহং
কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহং ॥ ৫ ॥

আমি কখন জন্ম পরিগ্রহ করি নাই, কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই নাই এবং কখন আমার বিনাশও হয় নাই; কারণ কি জন্ম, কি জরা, কি বিনাশ পঞ্চভূতাত্মক দেহেরই ঐ ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে, উহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়া

কীর্ত্তিত। জীবস্বরূপ অহঙ্কারের প্রভুত্ব-শক্তি নাই, চিন্ময় আত্মাতেই সেই শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব জীবত্বভ্রম দূরীভূত হইলে "সেই পরম মঙ্গলময় পরমাত্মাই আমি" এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। ৫।

নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহে কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে।। ৬।।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং আত্মষট্‌কং সম্পূর্ণং।

আমি শরীর নহি, সুতরাং আমার জন্ম বা মৃত্যুর সম্ভাবনা কোথায়? আমি প্রাণও নহি, সুতরাং আমার ক্ষুৎপিপাসা কিরূপে হইতে পারে? আমি চিত্ত নহি, সুতরাং আমার শোক-মোহ উপস্থিত হইবারও সম্ভাবনা নাই; আমি কর্ত্তা নহি, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষই বা কিরূপে হইতে প্যারে?

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত আত্মষট্কা-
নুবাদ সমাপ্ত।

নির্ব্বাণষট্কং।

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রং।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ১ ॥

আমি কি মন, কি বুদ্ধি, কি অহঙ্কার, কি চিত্ত কিছুই নহি, আমি শ্রোত্র নহি, ত্বক্ নহি, নেত্র নহি, জিহ্বা নহি, প্রাণ নহি, আকাশ নহি, পৃথিবী নহি, অগ্নি নহি, বায়ু নহি, এবং জলও নহি; অর্থাৎ কি অন্তরিন্দ্রিয়, কি বাহ্যেন্দ্রিয়, কি পঞ্চভূত, আমি ইহাদের কিছুই নহি, আমি একমাত্র মঙ্গলময় চিদানন্দরূপী শিবস্বরূপ। ১।

অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তে পঞ্চ বায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চ কোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদৌ ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ২ ॥

আমি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু নহি, শোণিতাদি সপ্ত ধাতু নহি, এবং অন্নময়াদি কোষ ও রাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহি। আমি একমাত্র মঙ্গলময় চিদানন্দরূপী শিবস্বরূপ। ২।

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৩ ॥

আমি পুণ্য নহি, পাপ নহি, সুখ নহি, দুঃখ নহি, মন্ত্র নহি, তীর্থ নহি, বেদ নহি, যজ্ঞ নহি, ভোজন নহি, ভোজ্য নহি এবং ভোক্তাও নহি। আমি একমাত্র মঙ্গলময় চিদানন্দরূপী শিবস্বরূপ। ৩।

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবং।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৪ ॥

আমার দ্বেষ নাই, রাগ নাই, লোভ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই, ধর্ম্ম নাই, অর্থ নাই, কাম নাই এবং মোক্ষ নাই; অর্থাৎ আমি ইহার কিছুই নহি, আমার সহিত এই সমস্তের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। আমি একমাত্র মঙ্গলময় চিদানন্দ শিবস্বরূপ। ৪।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৫ ॥

আমার মৃত্যু নাই, ভয় নাই, জাতিভেদ জ্ঞান নাই, পিতা নাই এবং মাতাও নাই; সুতরাং আমি জন্মরহিত; আমার বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই। আমি একমাত্র পরম-মঙ্গলময় চিদানন্দ শিব-স্বরূপ। ৫।

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপি সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং।

ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং নির্ব্বাণষট্‌কং সম্পূর্ণং।

আমি বিকল্পরহিত, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী ও ইন্দ্রিয়-সমূহের বিভু। আমার বন্ধন বা মুক্তি এবং ভয় প্রভৃতি কিছুই নাই; সুতরাং আমি এক-মাত্র মঙ্গলময় চিদানন্দ শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই। ৬।

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত
নির্ব্বাণষট্কানুবাদ সমাপ্ত।



আত্মজ্ঞাননির্ণয়ঃ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥ ১॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার দ্বারা শুভাশুভ কার্য্যের ক্ষয় না হয়, তাবৎ শত-কল্পকাল যত্ন করিলেও মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ১।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥ ২॥

যেরূপ কি লৌহময় শৃঙ্খল, কি স্বর্ণ-নির্ম্মিত শৃঙ্খল উভয় দ্বারাই বন্ধন করা যায়, সেইরূপ কি শুভ, কি অশুভ যে কোনরূপ কার্য্যই হউক্ না কেন, জীব তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং অগত্যা মুক্তিলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ২।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে॥ ৩॥

যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার না হয়, তাবৎ শত শত ক্লেশ স্বীকার করিলে এবং নিরন্তর শত শত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। ৩।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং॥ ৪॥

কামনাবিহীন হইয়া তত্ত্ব-বিচার সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় এবং আত্মার নির্ম্মলতা সাধন হইয়া থাকে, সুতরাং সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ৪।

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থসমাকুল এই জগৎ মায়াকল্পিত; ইহার কিছুই সত্য নহে; একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য। যাহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে, সেই ব্যক্তিই সুখী হয় অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান হইলেই সে আত্মানন্দ লাভ করিতে পারে। ৫।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ৬॥

যে ব্যক্তি নাম রূপ (আমি তুমি প্রভৃতি) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নিত্য নিশ্চল তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ মিথ্যা জ্ঞানে একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য জানিয়া যে ব্যক্তি হৃদয়ে অবধারণ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ৬।

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ৭ ॥

কি জপ, কি হোম, কি শত শত উপবাস কিছুতেই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই; পরন্তু যে ব্যক্তি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৭।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ॥৮॥

আত্মা সকল অবস্থাতেই সাক্ষীস্বরূপ, সকলের বিভু, (সর্ব্ব-শক্তিমান্) পূর্ণ, (সর্ব্বব্যাপী) সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর এবং দেহমধ্যে অবস্থিতি করিয়াও দেহ হইতে অন্তর, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৮।

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

এই জগৎ বালকের ক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা নামরূপাদি কল্পনায় কল্পিত; যে ব্যক্তি এই জগৎকে মিথ্যা জানিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র সত্য পরব্রহ্মে চিত্ত প্রণিধান করিয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ৯।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥ ১০ ॥

মনঃকল্পিত সাকার দেবদেবীর আরাধনা করিলে যদি মানবগণের মুক্তিলাভ সাধিত হয়, তাহা হইলে স্বপ্নযোগে যে রাজ্যলাভ হয়, তদ্দারাও রাজপদ লাভ হইতে পারে; (বস্তুতঃ সাকার উপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, উহা দ্বারা কেবল মনের শুদ্ধিমাত্র জন্মে)। ১০।

মৃৎ-শিলা-ধাতু-দার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ ১১ ॥

মৃত্তিকা, পাষাণ, ধাতু, দারু প্রভৃতি দ্বারা দেবদেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চ্চনা করা কেবল ক্লেশভোগ করামাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কিছুতেই মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ১১।

অহো রসসমাহৃষ্টা যথেষ্টাহারতুণ্ডিতাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিন্তে ব্রজন্তি কিং ॥ ১২ ॥

হায়! যদি মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন হইয়া বিবিধ রসযোগে আনন্দিত ও যথেষ্ট আহারাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া কালযাপন করে, তাহা হইলে কিরূপে তাহারা পরিত্রাণ লাভ করিবে? ১২।

বায়ুপর্ণকণাতোয়প্রাশিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১৩ ॥

যদি বায়ু, গলিত পর্ণ, তণ্ডুলকণা, জল এই সমস্ত বস্তু সেবন পূর্ব্বক

তপস্যাচরণ করিলেই মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জীব ইহারাও অনায়াসে মুক্তিভাগী হইতে পারে; কারণ ইহারাও উল্লিখিত দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা দেহপাত করিয়া থাকে। ১৩।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥ ১৪॥

ব্রহ্মের প্রতি যে সদ্ভাব, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ধ্যানের প্রতি যে ভাব, তাহা মধ্যম; স্তব ও জপাদিতে যে ভাব, তাহা অধম এবং বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১৪।

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং শিবকেশবৌ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনং॥ ১৫॥

জীব ও আত্মার ঐক্যকেই যোগ কহে। শিব ও কেশবের পূজাই প্রকৃত পূজা বলিয়া অভিহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি "নিখিল সংসারই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহার কি যোগ, কি পূজা কিছুরই আবশ্যক করে না। ১৫।

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥ ১৬॥

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানপ্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহার চিত্তে সেই জ্ঞান বিরাজ করিতেছে, কি জপ, কি যজ্ঞ, কি তপ, কি নিয়ম, কি ব্রত, কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। ১৬।

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজাধ্যানধারণাঃ॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে সত্য, বিজ্ঞান, আনন্দ ও অদ্বিতীয়রূপে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মভাবাপন্ন; পূজা, ধ্যান অথবা ধারণায় তাঁহার কি প্রয়োজন?। ১৭।

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥১৮॥

যিনি সকলই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার পাপ বা পুণ্য নাই, তাঁহার স্বর্গ নাই, জন্ম নাই এবং তাঁহার ধ্যেয় বা ধ্যাতাও কেহ নাই। ১৮।

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিন্তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন; সুতরাং তাঁহার বন্ধন কিরূপে সম্ভবে? এবং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কাহার নিকটেই বা সেই আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে? ১৯।

স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

পরমাত্মা আপন মায়াপ্রভাবে এই জগৎ রচনা করিয়াছেন; সুরগণও এই বিষয় নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন; সেই আত্মা এই বিশ্বে অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন। ২০।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষীস্বরূপতঃ ॥ ২১ ॥

যেরূপ আকাশ যাবতীয় বস্তুর অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক তাহাদিগের আধাররূপে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ সদ্রূপী আত্মাও নিখিল বিশ্বের অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি করত সকলের আধাররূপে অধিষ্ঠিত আছেন। ২১।

ন বাল্যং নাপি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥

আত্মার বাল্য নাই, যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই এবং জন্মও নাই; ইনি নিরন্তর একরূপী, চিন্মাত্র ও নির্ব্বিকার। ২২।

জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

দেহেরই যৌবন জন্ম বার্দ্ধক্য প্রভৃতি হইয়া থাকে; আত্মাতে ঐ সকলের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যাহারা মায়ারূপ অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত, তাহারা এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়াও বুঝিতে পারে না। ২৩।

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে ॥ ২৪ ॥

যেমন অনেকগুলি শরাবে বারি পূর্ণ করিলে একমাত্র দিনমণিকে তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে বহুসংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একমাত্র আত্মা বহু দেহে প্রতিবিম্বিত থাকাতে মায়াবশে জীবগণ বহু বলিয়া বিবেচনা করে। ২৪।

যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ২৫ ॥

সলিলের চাঞ্চল্য বশতঃ যেমন তন্মধ্যগত চন্দ্রবিম্বকেও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মূঢ়বুদ্ধি জীবগণ বুদ্ধির চাঞ্চল্যনিবন্ধনই আত্মাকে চঞ্চল বোধ করিয়া থাকে। ২৫।

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশং।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ২৬ ॥

যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটমধ্যগত আকাশ ভগ্ন হয় না, সে পূর্ব্বের ন্যায় আকাশরূপে আকাশেই লীন থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলে আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হন না, তিনি সমভাবে পরমাত্মাতেই বিরাজিত থাকেন। ২৬।

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনং।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! এই আত্মজ্ঞানই একমাত্র মুক্তির প্রধান সাধন জানিবে

যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করেন সন্দেহ নাই। ২৭।

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২৮ ॥

কি কর্ম্ম দ্বারা, কি মন্ত্রজপ দ্বারা, কি দেবাদি আরাধনা দ্বারা কিছুতেই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, একমাত্র আত্মাদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মানবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ২৮।

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ং।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ২৯ ॥

হে শিবে! আত্মাই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রিয়তর নহে। জগতে আত্মসম্বন্ধ দ্বারাই অন্য বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে যে পুত্রকলত্রাদিকে ভাল বাসে ও প্রিয় জ্ঞান করে, একমাত্র আত্মসম্বন্ধই তাহার মূলকারণ সন্দেহ নাই। ২৯।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, মায়াবশেই এই ত্রিবিধ জ্ঞান হইয়া থাকে। পরন্তু তত্ত্ববিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবিশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই থাকে না। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, তাবৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়াদিভেদে দৃশ্য পদার্থের অনুভূতি হইয়া থাকে, অনন্তর জ্ঞানপ্রভাবে অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ একমাত্র পরমাত্মাতেই লীন হইয়া যায়। ৩০।

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥৩১॥

আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই জ্ঞাতা, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই আত্মবিৎ বলা যায়। ৩১।

এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণং।
চতুর্ব্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনং॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্ম-
নির্ণয়সারে জীবনিস্তারোপায়ে শ্রীমদাদ্যা-
সদাশিবসম্বাদে আত্মজ্ঞাননির্ণয়ঃ।

হে কল্যাণি! আমি তোমার নিকট এই যে আত্মজ্ঞান বর্ণন করিলাম, ইহা সাক্ষাৎ মুক্তির একমাত্র কারণস্বরূপ এবং ইহা চতুর্ব্বিধ অবধূতের * পরম ধন জানিবে। ৩২।

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-কৃত আত্মজ্ঞাননির্ণয়া-
নুবাদ সমাপ্ত।

---

* চতুর্ব্বিধ অবধূত যথা—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস।

দত্তাত্রেয়বিরচিতা-

জীবন্মুক্তিগীতা।



জীবন্মুক্তৌ চ যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে।
যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে সা মুক্তিঃ শুনিশূকরে ॥ ১ ॥

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে শূন্যই আত্মা এবং পঞ্চভূতাত্মক শরীরের বিনাশই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত; অর্থাৎ তাহারা বলে যে, পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেই তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। বস্তুতঃ এই মত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুভূত হয় না। ঐ মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া মহর্ষি দত্তাত্রেয় আপন শিষ্যকে জীবন্মুক্তিবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।—হে বৎস! যদি পঞ্চভূতাত্মক দেহ ধ্বংস হইলেই জীবের মুক্তি হয়, তাহা হইলে কুক্কুর শূকর প্রভৃতি জীববর্গের দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারাও মুক্তিলাভ করিতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি দেহ-পতন হইলেই মুক্তি হইত, তাহা হইলে জগতে কেহই মুক্তিলাভের জন্য বাসনা করিত না; কেননা, তাহা হইলে কি কীট, কি পতঙ্গ সকলেই অন্তিমে মুক্তিপদ পাইতে পারে। যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য কে যত্ন করিয়া থাকে? অতএব বৌদ্ধমত যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিরূপে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১।

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২॥

যখন একমাত্র পরব্রহ্ম চৈতন্য সচ্চিদানন্দরূপে দেহের সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, তখন জীবই স্বয়ং শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই প্রকারে একমাত্র পরমাত্মাকে সর্ব্বস্থলে অবলোকন করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলা যায়। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পুরঃসর জীবিতাবস্থায় পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, যে জীবন্মুক্ত, তাহার অন্তিমে আর মুক্তিলাভের জন্য চিন্তা কি?)। ২।

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৩॥

যেরূপ দিবাকর কিরণপটল দ্বারা এই অখিল জগৎ প্রকাশিত করত সর্ব্বব্যাপীরূপে অবস্থিত আছেন, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জীব-রূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান করে, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ৩।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪॥

যেমন একমাত্র শশাঙ্ক বহুসংখ্যক জলাশয়ে প্রতিফলিত হইয়া বহু-সংখ্যকরূপে প্রতীয়মান হন, বস্তুতঃ একমাত্র চন্দ্র, সেইরূপ একমাত্র আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহাদিতে অবস্থান পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতে-ছেন; বস্তুতঃ আত্মা একমাত্র। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত জানিবে। ৪।

সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
একমেবাভিপশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫॥

একমাত্র পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই জীবের দেহমধ্যে অধিষ্ঠান করি-

তেছেন, তাঁর কোনরূপ ভেদাভেদ নাই অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একমাত্র। যে ব্যাক্তি জ্ঞানচক্ষে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। ৫।

তত্ত্বং ক্ষেত্র ব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৬॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতাত্মক দেহকেই ক্ষেত্র কহে। যিনি দেহকে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিই অহং শব্দবাচ্য জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই জীবাত্মা "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অভিমান প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। ৬।

কর্ম্মেন্দ্রিয়পরিত্যাগী ধ্যানবর্জ্জিতচেতসঃ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৭॥

যিনি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে আপন আপন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া চিত্তকে ধ্যানানুষ্ঠান হইতে নিবারিত করত আত্মাতে বিলীন করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই বক্তিই জীবন্মুক্ত সন্দেহ নাই। ৭।

শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোকমোহাদিবর্জ্জিতম্।
শুভাশুভপরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৮॥

যে ব্যক্তি শোক-মোহাদি-পরিশূন্য হইয়া শুভাশুভ কর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবলমাত্র শরীর রক্ষার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে; অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি লইয়া যাঁহার সুখাদি বোধ হয় না এবং তাহাদিগের বিনাশাদিতেও যিনি শোক-মোহাভিভূত নহেন, অথচ তাহাদিগকে লইয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। ৮।

কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৯॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডাদি অপরিজ্ঞাত থাকিয়াও সমুদায়

কার্য্যকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ৯।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১০ ॥

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় জগদীশ্বরকে যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবের আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ১০।

অনাদিবর্ত্তী ভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১ ॥

জীবাত্মা স্বয়ং শিবস্বরূপ, তিনি সর্ব্বভূতের অনাদিবর্ত্তী, অবিনাশী ও সকলের মিত্রস্বরূপ; যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। ১১।

আত্মা গুরুস্ত্বং বিশ্বঞ্চ চিদাকাশো ন লিপ্যতে।
গতাগতং দ্বয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

সকলের গুরু ও চিদাকাশস্বরূপ আত্মা ও বিশ্ব ইহাঁরা উভয়ে পরস্পর লিপ্ত নহেন; বস্তুতঃ আত্মাই বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা, তথাপি তিনি উহাতে লিপ্ত হন না। আর এই উভয়ের গমনাগমনও নাই, অর্থাৎ ইহাঁরা উভয়ে পরস্পর নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত হইলেও কোন সময়ে ইহাঁদের পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যে ব্যক্তি এই বিষয় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ১২।

গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।
সোঽহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্তর্ধ্যানযোগে জ্ঞানিগণের শরীরাভ্যন্তরে যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাকে মন বা জীবাত্মা বলে। সেই মন যে পরমাত্মায় বিলীন হয়, আমিই সেই পরমাত্মা; যাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত। ১৩।

ঊর্দ্ধধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥১৪॥

সমাধিকে ঊর্দ্ধধ্যান কহে। যখন ঊর্দ্ধধ্যানযোগে পরমাত্মাকে ভাবনা করা যায়, তখন মনকে বিজ্ঞান বলে। যাহার সেই মন শূন্য, লয় ও বিলয় এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জীবন্মুক্ত কহে ॥ ১৪ ॥

অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনো ধ্যানলয়ং গতং।
বন্ধ-মোক্ষ-দ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বকথিত অভ্যাস দ্বারা যাঁহার নিত্য আনন্দ অনুভূত হয়, যাঁহার মন ধ্যানযোগে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কিছুই থাকে না; তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ১৫ ॥

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জ্জিতং।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥১৬॥

যে ব্যক্তি প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রসাস্বাদনে অভিলাষী হইয়া নিরন্তর একাকী থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ১৬ ॥

হৃদি ধ্যানেন পশ্যন্তি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোহহং হংসেতি পশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৭ ॥

যিনি হৃদয়াভ্যন্তরে সতত প্রকাশিত হইতেছেন, আমিই সেই পরমাত্মা, যিনি যোগপ্রভাবে এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং যিনি হৃদয়াভ্যন্তরস্বরূপে থাকিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বাহস্থ পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ১৭ ॥

শিবশক্তী মমাত্মানৌ পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
চিদাকাশং হৃদং মোহ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

যেমন শিব ও শক্তির আত্মা এক, সেইরূপ আমার দেহ ও মন এক এবং

শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়ও এক পদার্থ; অতএব হৃদয়রূপ চিদাকাশে আমিই একমাত্র পরমাত্মা, যাহার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, এইরূপ জ্ঞান সঞ্চার দ্বারা যাহার মোহ অপগত হইয়াছে, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ ১৮ ॥

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুসুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবস্থিতং সদা।
সোঽহং মনো বিলীয়েত জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৯॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুসুপ্তি পরমাত্মা এই অবস্থাত্রয় হইতে অতীত, মায়াভ্রমেই পরমাত্মাতে ঐ অবস্থাত্রয় কল্পিত হয়। আমিই সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মে মন বিলীন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত সন্দেহ নাই॥ ১৯।

সোঽহং স্থিতং জ্ঞানমিদং সূত্রেমভিত উত্তরং।
সোঽহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২০ ॥

আমিই জ্ঞানসূত্ররূপ ব্রহ্ম পদার্থে পরমাত্মারূপে অবস্থিত আছি, আমিই সেই নিরাকার ব্রহ্ম; যে ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ ২০ ॥

মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণং।
বিকল্পো নৈব সংকল্পো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২১॥

মনই জীবের ভেদাভেদ জ্ঞানের আদি কারণ। যাঁহার চিত্ত সঙ্কল্প ও বিকল্পরহিত, অর্থাৎ যাঁহার মন একমাত্র ব্রহ্মে নিবিষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই॥ ২১ ॥

মন এব বিদুঃ প্রাজ্ঞা সিদ্ধাসিদ্ধান্ত এব চ।
যদা দৃঢ়ং তদা মোক্ষো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২২॥

পণ্ডিতগণ একমাত্র মনকেই শুভাশুভ কার্য্যসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যখন মন চিদানন্দরূপী ব্রহ্মে লীন হয়, তখনই জীব

মোক্ষ লাভ করে। যিনি এই বিষয় বিদিত আছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ ২২ ॥

যোগাভ্যাসি মনঃ শ্রেষ্ঠশ্চান্তস্ত্যাগী বহির্জড়ঃ।
অন্তস্ত্যাগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ২৩॥

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয়বিরচিতা জীবন্মুক্তিগীতা সমাপ্তা।

যোগাভ্যাসী মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, অর্থাৎ যোগাভ্যাস দ্বারাই মনের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। মন অন্তস্ত্যাগী হইলেই বহিস্থিত জড় বস্তুর ন্যায় হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন মন ঈশ্বর চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘটাদি বাহ্যবস্তুর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, তখন ঘটাদিবৎ জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তস্ত্যাগী ও বহিস্ত্যাগী হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই মনোনিবেশ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্তির অধিকারী॥ ২৩ ॥

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত
জীবন্মুক্তিগীতানুবাদ
সমাপ্ত।

মোহমুদ্গারঃ।

—•:*:•—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥ ১ ॥

রে মূঢ়! ধনলালসা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেহ, বুদ্ধি ও মনকে তৃষ্ণাবিহীন কর। স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে অর্থ প্রাপ্ত হইবে, তদ্দ্বারাই চিত্তবিনোদন কর ॥ ১ ॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

হে ভ্রাত! কে তোমার কান্তা? কে তোমার পুত্র? তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা তুমি আগমন করিয়াছ? এই সংসার অতীব বিচিত্র জানিও। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংসার অনিত্য, অতএব ইহার মমতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিবিষ্ট হও।) ॥ ২ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

কি ধন, কি জন, কি যৌবন কোন বিষয়েই অহঙ্কার প্রকাশ করিও না, কারণ প্রতি নিমেষেই কাল সকলকে হরণ করিতেছে; অতএব এই নিখিল বিশ্ব মায়াময় জানিয়া ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদে শরণ গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥

নলিনীদলগতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

জীবের জীবন নলিনীদলগত জলের ন্যায় তরল ও চঞ্চল, অর্থাৎ ক্ষণ-

বিধ্বংসী, জগতে একমাত্র সজ্জনসমাগমই ভবসাগর পার হইবার তরণীস্বরূপ, অতএব তাহাই আশ্রয় কর ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

জন্ম পরিগ্রহ করিলেই মৃত্যু লিখিত আছে, এবং মৃত্যু হইলেও পরিত্রাণ নাই, কারণ পুনরায় জননীজঠরে প্রবিষ্ট লইতে হয়, অতএব মায়াকল্পিত বিশ্বে কেবল দোষই লক্ষিত হইতেছে; হে মানব! ঈদৃশ অবস্থায় তুমি কিরূপে সুখের ও সন্তোষের আশা কর? ৫ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥

দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্রভাত, শিশির, বসন্ত ইহারা পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, পরমায়ুও দিন দিন হ্রাস হইতেছে, কিন্তু তথাপি আশাবায়ু দূরীভূত হইতেছে না ॥ ৬ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥ ৭ ॥

অঙ্গ গলিত হয়, কেশ পক্কতা ধারণ করে, দন্ত পতিত হইয়া যায় এবং দণ্ড ধারণ করিয়া কষ্টে গমন করিতে হয়, তথাপি মানব আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

সুরবরমন্দিরতরুমূলনিবাসং শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

পুত্র কলত্রাদি সুখভোগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেবমন্দিরে বা তরুমূলে অবস্থান, ধরাশয্যায় শয়ন, মৃগচর্ম্ম পরিধান, এই সমস্ত আচরণ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ অনুভূত না হয়? ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ ৯ ॥

কি শত্রু, কি মিত্র, কি পুত্র, কি বন্ধু, কি যুদ্ধ, কি সন্ধি, কোন বিষয়েই যত্ন করা সমুচিত নহে। হে মানব! যদি বিষ্ণুত্ব লাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সমচিত্ত হইয়া সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে মনকে সমভাবে পরিচালিত কর ॥ ৯ ॥

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥১০॥

কি অষ্ট সংখ্যক কুলাচল, কি সপ্ত সাগর, কি ব্রহ্মা, কি পুরন্দর, কি দিনকর, কি রুদ্র, কি তুমি, কি আমি, কি এই জগৎ সকলই কালবশে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মিথ্যা সংসারে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥ ১১ ॥

কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ভূত সর্ব্বত্রই একমাত্র বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন; অতএব কেন অসহিষ্ণু হইয়া মৎপ্রতি রোষ প্রকাশ করিতেছ? সকলকে অভেদ জ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বজীবে একমাত্র আত্মা বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা কর ॥ ১১ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ॥ ১২ ॥

হায়! বালকেরা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, যুবকগণ যুবতীসহ প্রমোদে অনুরক্ত এবং বৃদ্ধগণও সংসারচিন্তায় নিমগ্ন; জগতে পরম ব্রহ্মপদে কেহই মনোনিবেশ করিতেছে না ॥ ১২ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশসত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥১৩॥

যে অর্থের জন্য তুমি প্রতিনিয়ত ভাবনা করিতেছ, উহা কেবলমাত্র অনিষ্টসম্পাদক সন্দেহ নাই; উহা দ্বারা বিন্দুমাত্রও সুখের আশা নাই। ধনবান্‌গণ সর্ব্বদা পুত্র হইতেও ভীপ্তি প্রাপ্ত হয়; এই নীতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। ১৩।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারানুরক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥১৪

যাবৎ ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে, তাবৎকাল কি পুত্র কি কলত্র সকলেই অনুরক্ত থাকিবে; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জরাদ্বারা দেহ জর্জ্জরীভূত হইলে তখন আর কেহই জিজ্ঞাসাও করিবে না। ১৪।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানান্ধ, তাহারা দারুণ নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে; অতএব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আমি কে?" নিরন্তর এই তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান্ হও। ১৫।

ষোড়শ পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণ্যাং কথিতোভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষঃ করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকং॥১৬

ইতি শ্রীমোহমুদ্গারঃ সমাপ্তঃ।

ষোড়শমাত্রা প্রভৃতি বিবিধ ছন্দদ্বারা নানারূপে সযত্নে শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিলাম। যদি ইহাদ্বারা তাহাদিগের বিবেকশক্তি সমুৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে আর কে তাহাদিগের জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হইবে। ১৬।

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত মোহমুদ্গারানুবাদ সমাপ্ত।

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্।

—০:*:০—

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
পৃচ্ছতি স্ম মহাদেবী ব্রূহি জ্ঞানং মহেশ্বর॥ ১॥

একদা জগদ্গুরু দেবদেব মহাদেব গৌরীর সহিত কৈলাসগিরির শিখর-দেশে সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহেশ্বর! জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ১।

দেব্যুবাচ।

কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টির্ব্বিনশ্যতি।
ব্রহ্মজ্ঞানং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥ ২॥

পার্ব্বতী আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! কিরূপে সৃষ্টি ও কিরূপে প্রলয় হইয়া থাকে এবং সৃষ্টি-সংহার-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানই বা কিরূপে জন্মে? । ২।

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥ ৩॥

ঈশ্বর কহিলেন, অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টি এবং অব্যক্ত হইতেই বিনাশ হইয়া থাকে। সৃষ্টি-সংহার-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানই অব্যক্ত। ৩।

ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাস্তে্তা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
মন্ত্রপূজা তপো ধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ ॥ ৪ ॥

কি চতুর্দ্দশ বিদ্যা, কি মন্ত্র, কি পূজা, কি তপ, কি ধ্যান, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, সকলই প্রণব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ৪।

ষড়ঙ্গং বেদ চত্বারি মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণাদি এতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৫ ॥

চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ ইহারই নাম চতুর্দ্দশ বিদ্যা। ৫।

তাবদ্বিজ্ঞা ভবেৎ সর্ব্বা যাবদ্ জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ ॥ ৬ ॥

যাবৎ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার জ্ঞান না হয়, তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকার জন্মিলেই নিখিল বিদ্যা স্থির হইয়া থাকে। ৬।

বেদশাস্ত্রপুরণানি সামান্যগণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৭ ॥

সাধারণ বেশ্যার ন্যায় বেদশাস্ত্র ও পুরাণ প্রকাশ্য, অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র প্রকাশে কোন দোষ নাই; কিন্তু শাম্ভবী বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় গোপনে রাখিবে। ৭।

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৮ ॥

এই দেহমধ্যে যাবতীয় বিদ্যা, নিখিল দেবতা ও যাবতীয় তীর্থ বিরাজমান আছে। একমাত্র গুরুর উপদেশ দ্বারাই দেহস্থিত সেই সমস্ত বিদ্যা, দেবতা ও তীর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ৮।

অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষ্যকরী ভবেৎ।
ধর্ম্মকর্ম্ম তথা জপ্যমেতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে॥ ৯

অধ্যাত্ম বিদ্যাই (আত্মবিষয়ক বিদ্যা) মানবগণের সুখ ও মোক্ষ-বিধায়িনী। অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেই ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ প্রভৃতি নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৯।

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঽমৃতম্।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপবর্জ্জিতঃ॥ ১০ ॥

যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে বহ্নি, পুষ্পমধ্যে গন্ধ এবং সলিল-মধ্যে অমৃত বিদ্য-মান আছে, সেইরূপ এই দেহমধ্যে পুণ্য-পাপ-পরিশূন্য দেবতা অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১০।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥ ১১ ॥

দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী প্রধানা নাড়ী আছে; ইড়া, গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা এবং ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্না সরস্বতী নদী নামে অভিহিতা। ১১।

ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১২ ॥

দেহের অভ্যন্তরে যে স্থানে উল্লিখিত নাড়ীত্রয় সংমিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম ত্রিবেণী বলিয়া থাকে; এই ত্রিবেণী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই তীর্থে স্নান করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ১২।

দেব্যুবাচ।

কীদৃশী খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাম্ভবী পুনঃ।
কীদৃশ্যধ্যাত্মবিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর॥ ১৩॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহেশ্বর! খেচরী মুদ্রা কাহাকে কহে, শাম্ভবী বিদ্যাই বা কি? এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যাই বা কীদৃশ, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ১৩।

ঈশ্বর উবাচ।

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনম্
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী॥ ১৪॥

ঈশ্বর কহিলেন, বিনা অবলম্বনে যে মুদ্রা দ্বারা মন স্থিরীভূত হয়, বিনা রোধে বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং দর্শন ব্যতীত দৃষ্টি স্থিরীভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে। ১৪। *

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ
স্বপ্নেন হীনোঽপি করোতি নিদ্রাম্।
ততো গতঃ পথো নিরাবলম্বঃ
সা এব বিদ্যা বিচরন্তী শাম্ভবী॥ ১৫॥

যেমন বালক ও মূঢ়ের চিত্ত নিদ্রিতাবস্থায় না থাকিলেও নিদ্রিতের ন্যায় অনুভূত হয়, তদ্রূপ যাহা দ্বারা বিনা অবলম্বনে পথে গতি হয়, সেই বিদ্যাকেই শাম্ভবী বিদ্যা কহে। ১৫।

---

* খেচরী মুদ্রা যথা—ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ। উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ। লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং। সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ। মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দর্শনানি কথং দেব ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পরমেশ্বর। দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কিরূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ১৬।

ঈশ্বর উবাচ।

ত্রিদণ্ডী চ ভবেদ্ভক্তো বেদাভ্যাসরতঃ সদা।
প্রকৃতিবাদরতাঃ শাক্তাঃ বৌদ্ধাঃ শূন্যাতিবাদিনঃ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, যাহারা ত্রিদণ্ডী, তাহারা ভগবদ্ভক্ত এবং প্রতিনিয়ত বেদাভ্যাসে নিরত থাকে; যাহারা শক্তি-উপাসক, প্রকৃতিই তাহাদিগের একমাত্র দেবতা এবং বৌদ্ধমতাবলম্বীগণ শূন্যবাদী। ১৭।

অতোর্দ্ধং গামিনো যে বা তত্ত্বজ্ঞা অপি তাদৃশাঃ।
সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বাকা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যাহারা উল্লিখিত মতের ঊর্দ্ধগামী, তাহাদিগকেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ বলা যায়। বৈষেয়িক মতাশ্রয়ী চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা ঈশ্বর স্বীকার করে না। ১৮।

উমা পৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্।
পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! পিণ্ড-ব্রাহ্মাণ্ড-লক্ষণ কীর্ত্তন করুন্। পঞ্চভূত কীদৃশ এবং পঞ্চবিংশতি গুণই বা কিরূপ, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১৯।

ঈশ্বর উবাচ।

অস্থি মাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমম্।
পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে ॥ ২০ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, ইহাদিগকেই

পঞ্চভূত কহে। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্ ও রোম ক্ষিতির এই পাঁচটী গুণ জানিও। ২০।

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে ।।২১

শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল এবং মূত্র এই কয়েকটী জলের গুণ বলিয়া অভিহিত। ২১।

নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্যং পঞ্চমম্।
তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে ।। ২২ ।।

নিদ্রা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই কয়েকটী তেজের গুণ বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হয়। ২২।

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে ।।২৩।

ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই কয়েকটী বায়ুর গুণ বলিয়া পরিগণিত। ২৩।

কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং।
নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে ।। ২৪ ।।

কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই কয়টী শূন্যের গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ২৪।

আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ।। ২৫ ।।

বায়ু আকাশ হইতে, বহ্নি বায়ু হইতে, জল বহ্নি হইতে এবং পৃথিবী জল হইতে সমুৎপন্ন। ২৫।

মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়তে তু খে।। ২৬।।

জলে ক্ষিতি, বহ্নিতে জল, বায়ুতে বহ্নি এবং আকাশে বায়ু লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬।

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাত্তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্।। ২৭।।

পঞ্চ তত্ত্ব হইতেই সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে আর তত্ত্ব হইতেই তত্ত্ব বিলীন হয়। যে তত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের পর, তিনিই তত্ত্বের অতীত নিরঞ্জন জানিবে। ২৭।

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রবণম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সাধন্যমিন্দ্রিয়ম্।। ২৮।।

স্পর্শ, রসাস্বাদন, আঘ্রাণ, দর্শন ও আকর্ণন, এই পাঁচটীকেই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চতত্ত্ব কহে। মন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের কারণস্বরূপ। ২৮।

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।।
সাকারশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি।। ২৯।।

দেহমধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে সাকারের বিনাশ হয়, কিন্তু নিরাকার অবিনশ্বর। ২৯।

নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারান্তু পরিত্যজেৎ।। ৩০।।

যে ব্যক্তির মন নিরাকার, সে নিরাকার সদৃশ হইয়া থাকে; সুতরাং সযত্নে সাকার বিসর্জ্জন করিবে। ৩০।

দেব্যুবাচ।

আদিনাথ ময়ি ব্রূহি সপ্তধাতুঃ কথং ভবেৎ।
আত্মা চৈবান্তরাত্মা চ পরমাত্মা কথং ভবেৎ॥ ৩১॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদিনাথ! সপ্তধাতু কীদৃশ এবং আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন্॥ ৩১॥

ঈশ্বর উবাচ।

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩২॥

ঈশ্বর কহিলেন, শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও চর্ম্ম, ইহাকেই সপ্তধাতু কহে; এই সপ্তবিধ ধাতু দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে॥ ৩২॥

শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে॥ ৩৩॥

দেহকে আত্মা বলা যায় এবং মনকে অন্তরাত্মা ও শূন্যময়কেই পরমাত্মা কহে। ঐ শূন্যময় পরমাত্মাতেই মন বিলীন হইয়া থাকে। ৩৩।

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে॥ ৩৪॥

রক্ত ধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্য ধাতু প্রাণস্বরূপ; ইহাদিগের সংযোগেই গর্ভপিণ্ডের উৎপত্তি হয়॥ ৩৪॥

দেব্যুবাচ।

কথমুৎপদ্যতে বাচা কথং বাচা বিলীয়তে।
বাক্যস্য নির্ণয়ং ব্রূহি পশ্য জ্ঞানমুদাহর॥ ৩৫॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকারে বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং কিরূ-

সেই বা বাক্যের লয় হইয়া থাকে, বাক্যের নির্ণয়ই বা কিরূপ? হে মহেশ্বর! এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনো বাচা বিলীয়তে ॥ ৩৬ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, প্রাণ অব্যক্ত হইতে জন্মে, মন প্রাণ হইতে এবং বাক্য মন হইতে উৎপন্ন হয়, আর মন বাক্যদ্বারাই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬।

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছশী।
কস্মিন্ স্থানে বসেদ্ বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্য কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন, চন্দ্রই বা কোথায় থাকেন এবং বায়ু ও মনই বা কোন্ স্থলে বসতি করেন? ৩৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ।
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, চন্দ্র তালুমূলে এবং দিবাকর নাভিমূলে বসতি করেন, বায়ু সূর্য্যের পুরোভাগে এবং মন চন্দ্রের পুরোভাগে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে।
এতদ্‌যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥ ৩৯ ॥

চিত্ত সূর্য্যের অগ্রে এবং প্রাণ চন্দ্রের অগ্রে অবস্থিতি করেন। হে দেবি! গুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এই সমস্ত যুক্তি পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৩৯ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্ছিবঃ।
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, শক্তি কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন, শিবই বা কোন্ স্থানে অবস্থিত এবং কালই বা কোন্ স্থানে বসতি করেন? আর কাহার দ্বারাই বা জরার উৎপত্তি হয়, এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পাতালে বসতে শক্তির্ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শিবঃ।
অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়তে ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, শক্তি পাতালে, শিব ব্রহ্মাণ্ডে এবং কাল শূন্যে অবস্থিত আছেন। কাল দ্বারাই জরার উৎপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥

দেব্যুবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে কোঽসৌ ভুঞ্জতে পিবতে কথম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ কো বাসৌ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪২ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আহার অভিলাষ করে? কে ভোজন করে, কেই বা পান করিয়া থাকে আর কে কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতে প্রবুদ্ধ থাকে? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন্ ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেঽপি হুতাশনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি ॥ ৪৩ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, প্রাণ আহার অভিলাষ করে, হুতাশন ভোজন করে এবং বায়ুই জাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থাতে প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪৩ ॥

দেব্যুবাচ।

কো বা করোতি কর্ম্মাণি কো বা লিপ্যেত পাতকৈঃ।
কো বা করোতি পাপানি কো বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, কে পাতকে লিপ্ত হয়, কে পাপের অনুষ্ঠান করে এবং কেই বা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ? ৪৪ ॥

শিব উবাচ।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, মন পাপের অনুষ্ঠান করে, মন পাপে পরিলিপ্ত হয় আর মনই তন্মনা হইয়া পুণ্যপাপে পরিলিপ্ত না হইয়া মুক্তিলাভ করে ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্য চ।
কার্য্যস্য কারণং ব্রূহি কথং কিঞ্চ প্রসাদনম্ ॥ ৪৬ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! কিরূপে জীব শিবত্ব লাভ করে ? আর কোন্ প্রকার কার্য্যের কারণ এবং কি প্রকারে প্রসাদন হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪৬ ॥

শিব উবাচ।

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।
কার্য্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুনর্ব্বোধো বিশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, জীব ভ্রান্তিবদ্ধ হইয়া জীবরূপেই অবস্থিতি করে, সেই ভ্রম দূরীভূত হইলেই জীব শিবতুল্য হয়। তুমিই কার্য্য এবং তুমিই কারণ। কার্য্য-কারণের জ্ঞানই বিশিষ্ট জানিবে ॥ ৪৭ ॥

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥ ৪৮ ॥
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ৪৯ ॥

মন এক স্থানে, শিব এক স্থানে, শক্তি এক স্থানে এবং পবন অন্য স্থানে অবস্থিতি করে; তথাপি অজ্ঞানান্ধ জীব "এই তীর্থ এই তীর্থ" এই প্রকার ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন জীব আত্মতীর্থ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে? ৪৮-৪৯ ॥

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ৫০ ॥

বেদকে বেদ বলে না, নিত্য ব্রহ্মই বেদস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানে নিরত ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ ও বেদপারদর্শী বলা যায় ॥ ৫০ ॥

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫১ ॥

চতুর্ব্বেদ ও যাবতীয় শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক যোগী জনেরা সার ভাগ পান করিয়াছেন। তৎপরে পণ্ডিতগণ অসার অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫১ ॥

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ং ॥ ৫২ ॥

নিখিল শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং অখিল বিদ্যাই মুখে মুখে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু যিনি ব্যক্তের অতীত ও চৈতন্যময়, সেই ব্রহ্মের জ্ঞান কোনকালে উচ্ছিষ্ট নহে ॥ ৫২ ॥

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ৫৩ ॥

তপকে তপ বলে না, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানই তপস্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যে মানব ঊর্দ্ধরেতা, তিনি দেবতা সদৃশ ॥ ৫৩ ॥

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ধ্যানকে ধ্যান বলে না, শূন্যগত মনকেই ধ্যান বলা যায়। সেই ধ্যানের প্রীতি দ্বারাই সুখ ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥

ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

হোমকে হোম বলে না, ব্রহ্মরূপ হুতাশনে যে প্রাণ-ঘৃতের আহুতি, তাহাকেই প্রকৃত হোম বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

পাপকর্ম্ম ভবেত্তব্যং পুণ্যঞ্চৈব প্রবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তদ্দ্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৫৬ ॥

ভাবী পাপকর্ম্ম অবশ্যই ঘটিবে, পুণ্যও প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এই কারণেই বুধগণ পাপকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৭ ॥

যাবৎ জ্ঞান সঞ্চার না হয়, তাবৎ বিপ্রাদি বর্ণভেদ ও কুলভেদ থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তৎসমস্তই দূরীভূত হয় ॥ ৫৭ ॥

দেব্যুবাচ। যত্ত্বয়া কথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর।
নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫৮ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শঙ্কর! আপনি যে জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। যে জ্ঞানে মন বিলীন হয়, তাহাই কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৫৮ ॥

শঙ্কর-উবাচ। মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

শঙ্কর কহিলেন, যে জ্ঞানে মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই ত্রিতয় লয় প্রাপ্ত হয় এবং

স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রার ন্যায় বিনা অবলম্বনে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে ॥ ৫৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
বালভাবস্তথা ভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

যে জ্ঞানদ্বারা একাকী, নিস্পৃহ, শান্ত, নিশ্চিন্ত, নিদ্রাবর্জিত ও বালভাবাপন্ন হওয়া যায়, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে ॥ ৬১ ॥

তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা যে বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি অর্দ্ধ শ্লোকে তাহাই কীর্ত্তন করিব। অখিল চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হওয়াকেই যোগ কহে ॥ ৬১ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি এক নিমেষ অথবা অর্দ্ধ নিমেষ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহার শত-জন্মার্জিত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥

দেব্যুবাচ।

কস্য নাম ভবেচ্ছক্তিঃ কস্য নাম ভবেচ্ছিবঃ।
এতন্মে ব্রূহি ভো দেব পশ্চাজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয় ॥ ৬৩ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শঙ্কর! কাহার নাম শক্তি এবং শিবই বা কাহাকে বলে? ইহা অগ্রে প্রকাশ পূর্ব্বক তৎপরে জ্ঞানবিষয় প্রকাশ করুন্ ॥ ৬৩ ॥

ঈশ্বর-উবাচ। চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেদ্দেবি স দেহস্থোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥ ৬৪ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে শঙ্করি! শক্তি চঞ্চল হৃদয়ে এবং শিব স্থিরচিত্তে অব-

স্থিতি করেন। যে জীবের হৃদয় স্থির, সে শরীরবিশিষ্ট হইলেও সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে॥ ৬৪॥

দেব্যুবাচ। কস্মিন্ স্থানে ত্রিধা শক্তিঃ ষট্‌চক্রঞ্চ তথৈব চ।
একবিংশতিব্রহ্মাণ্ডং সপ্তপাতালমেব চ॥ ৬৫॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিবিধ শক্তি কোন্ কোন্ স্থানে বাস করেন এবং ষট্‌চক্র, একবিংশ ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্ত পাতালই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন্॥ ৬৫॥

ঈশ্বর-উবাচ।

ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠ অধঃশক্তির্ভবেদ্‌গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যঃতীতং নিরঞ্জনং॥ ৬৬॥

ঈশ্বর কহিলেন, কণ্ঠ ঊর্দ্ধশক্তি গুহ্য অধঃশক্তি এবং নাভি মধ্যশক্তি। এই ত্রিধাশক্তির অতীতই নিরঞ্জন ব্রহ্ম জানিবে॥ ৬৬॥

আধারং গুহ্যচক্রস্তু স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং।
চক্রভেদং ময়া খ্যাতং চক্রাতীতং নমো নমঃ॥ ৬৭॥

গুহ্যচক্র আধার ও লিঙ্গচক্র স্বাধিষ্ঠান বলিয়া কীর্ত্তিত। হে দেবি! এই তোমার নিকট চক্রভেদ কীর্ত্তন করিলাম। চক্রের অতীত যিনি, তাঁহাকে প্রণাম করি॥ ৬৭॥

কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ পাতালমেব চ।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং॥ ৬৮॥

শরীরের ঊর্দ্ধভাগকে ব্রহ্মলোক এবং অধোভাগকে পাতাল কহে। ঊর্দ্ধভাগ মূল ও নিম্নভাগ শাখা স্বরূপ। এই প্রকারে জীবশরীর বৃক্ষরূপে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৬৮॥

দেব্যুবাচ। শিব শঙ্কর ঈশান ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
দশবায়ুঃ কথং দেব দশদ্বারাণি চৈব হি॥ ৬৯॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! হে শিব! হে শঙ্কর! হে ঈশান!

দশবিধ বায়ু দেহমধ্যে কি প্রকারে বিদ্যমান আছে আর দশদ্বারই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ৬৯।

ঈশ্বর-উবাচ।

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥ ৭০॥
ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ॥ ৭১॥
কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোহপি জৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাম্যতি॥ ৭২॥

ঈশ্বর কহিলেন, প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে এবং ব্যান নামা বায়ু সর্ব্ব-শরীরে অবস্থিত আছে। নাগনামা বায়ু ঊর্দ্ধগত, কূর্ম্ম নামক বায়ু তীর্থাশ্রিত, কৃকর নামক বায়ু ক্ষোভণস্থ এবং দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভণস্থ; আর ধনঞ্জয় নামক বায়ু নাদঘোষে প্রবিষ্ট হইয়া শাম্য হইয়া থাকে। ৭০-৭২।

এষ বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে॥ ৭৩॥

এই দশবিধ বায়ু নিরালম্ব এবং যোগিবর্গের যোগবিষয়ে উপযুক্ত। দ্বার দশবিধ; তন্মধ্যে নবদ্বার সকলেই জানে, মনকে দশমদ্বার কহে। ৭৩।

দেব্যুবাচ।

নাড়ীভেদঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতম্।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রসূতা দশনাড়িকাঃ॥ ৭৪॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! জীবশরীরে যে সকল নাড়ী অবস্থিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করুন্। আর কুণ্ডলিনী ও তাহা হইতে যে দশটী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করুন্। ৭৪।

ঈশ্বর-উবাচ।

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসরা গমনায়তা ॥ ৭৫
অলম্বুষা যশা চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ।
কুহূশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭৬ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, শরীরমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে তিনটী প্রধানা নাড়ী আছে, তাহারা ঊর্দ্ধগামিনী। গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ও প্রসরা এই তিনটী নাড়ী গমন দ্বারা সর্ব্বদেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; অলম্বুষা ও যশা নামে দুইটী নাড়ী দক্ষ অঙ্গে এবং কুহূ ও শঙ্খিনী নামক নাড়ীদ্বয় বাম অঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। ৭৫-৭৬।

এতাসু দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকা।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শিররে নাড়িকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥

এই দশবিধ নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত দেহমধ্যে দ্বি-সপ্ততি সহস্র নাড়ী বিদ্যমান আছে। ৭৭।

এতা যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ।
জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৭৮ ॥

যে যোগী এই সমস্ত নাড়ীর বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি যথার্থ যোগবেত্তা। এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে জ্ঞাননাড়ী যোগিগণের সিদ্ধি বিধান করে। ৭৮।

দেব্যুবাচ।

ভূতনাথ মহাদেব ব্রূহি মে পরমেশ্বর।
ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়ো ভাবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৭৯ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূতনাথ! হে মহাদেব! হে পরমেশ্বর?

তিন দেবতা কিরূপ? এবং তাঁহাদিগের তিন প্রকার ভাব ও ত্রিবিধ গুণই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ৭৯।

ঈশ্বর-উবাচ।

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮০ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতা; তন্মধ্যে ব্রহ্মা রজোভাবে, বিষ্ণু সত্ত্বভাবে এবং রুদ্র ক্রোধভাবে অবস্থিত। সত্ত্ব, রজ ও ক্রোধ এই তিনটীই ইহাদের ত্রিবিধ গুণ। ৮০।

একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮১ ॥

কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র এই তিন দেবই এক মূর্ত্তি জানিবে। এ বিষয়ে যে ব্যক্তি বিভিন্ন বোধ করে, তাহার মুক্তিলাভে সম্ভাবনা নাই। ৮১।

বীর্য্যরূপী ভবেদ্ব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতো হরিঃ।
মনোরূপস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮২ ॥
দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতো হরিঃ।
অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৮৩ ॥

বীর্য্যরূপে ব্রহ্মা, বায়ুরূপে বিষ্ণু এবং মনোরূপে রুদ্র অবস্থিত। হে দেবি! এই তোমার নিকট তিন দেবতা ও তাঁহাদিগের তিন প্রকার গুণ কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মা দয়াভাবে, বিষ্ণু শুদ্ধভাবে এবং রুদ্র বহ্নি-ভাবে অবস্থিত। ৮২-৮৩।

একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বচারচরং।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৮৪ ॥

এই চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে

জীবের অন্তরে এ বিষয়ে নানা ভাবের উদয় হয়, তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ৮৪।

অহং সৃষ্টিরহং কালোঽপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ।
অহং রুদ্রোঽপ্যহং শূন্যময়ং ব্যাপী নিরঞ্জনং॥ ৮৫॥

হে শঙ্করি! আমিই সৃষ্টি, আমিই কাল, আমি ব্রহ্মা, আমি হরি, আমি রুদ্র, আমি শূন্য, আমি সর্ব্বব্যাপী এবং আমিই একমাত্র নিরঞ্জন। ৮৫।

অহং সর্ব্বাত্মকো দেবি নিষ্কামো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলং স্বান্তং স এবাহং স সংশয়ঃ॥ ৮৬॥

হে দেবি! আমি সর্ব্বাত্মক, আমি নিষ্কাম এবং গগনাতে উপমাস্থল। আমি স্বভাবনির্ম্মল মনঃস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। ৮৬।

জিতেন্দ্রিয়ো ভবেচ্ছুরো ব্রহ্মচারী সুপণ্ডিতঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্ভক্তো দাতা ধীরহিতে রতঃ॥ ৮৭॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শূর, ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত, সত্যভাষী, দানশীল ও ধীর ব্যক্তির হিত সাধনে নিরত, তাহাকেই যথার্থ ভক্ত কহে। ৮৭।

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলা দয়া স্মৃতা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥ ৮৮॥

ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যার আদি এবং দয়াই ধর্ম্মের মূল, অতএব সযত্নে দয়া ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৮৮।

দেব্যুবাচ।

যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রাণবল্লভ।
বেদসন্ধ্যাতপোধ্যানং হোমকর্ম্ম কুলং কথং॥ ৮৯॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগেশ্বর! হে জগন্নাথ! হে প্রাণ-

বল্লভ! বেদ, সন্ধ্যা, তপস্যা, ধ্যান, হোম, কর্ম্ম ও কুল কি প্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ৮৯।

ঈশ্বর উবাচ।

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯০ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ সম পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে না। ৯০।

সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু তৎ ফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৯১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার হইলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থে বিশুদ্ধ-ভাবে গমন করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ পুণ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। ৯১।

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯২ ॥

যাঁহার প্রসাদে পরম পদ দর্শন হয়, সেই গুরুদেবের তুল্য মিত্র কেহই নাই; কি পুত্র, কি পিতা, কি বান্ধব, কি পতি, কেহই তাঁহার সদৃশ নহে। ৯২।

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতাঃ।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯৩ ॥

যাঁহার প্রসাদে পরম পদ লাভ হয়, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেব কেহই সেই গুরুদেবের সদৃশ নহেন। ৯৩।

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥

যিনি শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র অর্পণ করেন, ধরাতলে এমন কি

আছে, যাহা প্রদান পূর্ব্বক সেই গুরুদেবের নিকট ঋণমুক্ত হওয়া যায়? ৯৪।

যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং।
যস্য কস্যাপি ভক্তস্য সদ্‌গুরুস্তস্য দীয়তে ॥ ৯৫ ॥

এই ব্রহ্মজ্ঞান অতীব গোপনীয়, ইহা সাধারণকে অর্পণ করা সমুচিত নহে। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি একমাত্র ভক্ত শিষ্যকেই ইহা প্রদান করিবেন। ৯৫।

মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥ ৯৬ ॥

কি মন্ত্র, কি অর্চ্চনা, কি তপ, কি ধ্যান, কি হোম, কি জপ, কি বলি-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কি সন্ন্যাস, কি লৌকিক কর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানী বুধগণ এ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। ৯৬।

সংসর্গাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যতিঃ সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥ ৯৭ ॥

সঙ্গ বশতঃই বহু দোষের উৎপত্তি হয় এবং সঙ্গবিহীনতাই গুণের মূল-কারণ, সুতরাং যতি ব্যক্তি সর্ব্বথা পরসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ৯৭।

অকারঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অকার সত্ত্বগুণময়, উকার রজোগুণময় এবং মকার তমোগুণাত্মক; এই গুণত্রয় দ্বারা প্রকৃতি কথিত হইল। ৯৮।

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতির্গুণবন্ধনা ॥ ৯৯ ॥

অক্ষরই স্বয়ং প্রকৃতি এবং অক্ষর স্বয়ং ঈশ্বর জানিবে। ঈশ্বর হইতেই প্রকৃতি বহির্গত হইয়াছেন এবং সেই প্রকৃতিই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে সংবদ্ধা। ৯৯।

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা যশস্বিনী ।। ১০০ ।।

সেই মায়াই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মিকা শক্তি এবং অবিদ্যা মোহিনী, শব্দরূপা ও যশস্বিনী বলিয়া অভিহিত। ১০০।

অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিযু যুক্তোহপ্যথর্ব্বণঃ ।। ১০১ ।।

অকার উকার ও মকার যথাক্রমে ঋগ্, যজু ও সামবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত অর্থাৎ অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্ব্বেদ এবং মকার সামবেদ। এই তিন একত্রীভূত হইয়া অথর্ব্ব বেদ হইয়াছে। ১০১।

ওঁকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে ।। ১০২ ।।
সব্যঞ্জনমকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে।
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।। ১০৩ ।।

ওঙ্কারকে ত্রিনাদ কহে, ইহা প্লুত স্বরসম্পন্ন। অকার ভূর্লোক; উকার ভুবলোক এবং মকার স্বর্লোক বলিয়া অভিহিত। এই অক্ষরত্রয় দ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত হয়। ১০২-১০৩।

অকারঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া পীতবর্ণেন সংযুতঃ
অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ।। ১০৪ ।।
মকারঃ স্বরিতি জ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ।
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতং ।। ১০৫ ।।

অকার পৃথিবী স্বরূপ, উহা পীতবর্ণ দ্বারা সংযুক্ত; উকার শূন্য, উহা বিদ্যুৎসন্নিভ এবং মকার স্বর্গ, উহা শুভ্রবর্ণ। একাক্ষর ওঙ্কারই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত সন্দেহ নাই। ১০৪-১০৫।

স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতং ॥ ১০৬ ॥

প্রতিদিন স্থিরাসনে সমাসীন হইয়া চিন্তাশূন্য ও নিদ্রাবিহীন হইবে; তাহা হইলে অবিলম্বে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। শিব স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ১০৬।

য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৭ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক গাথা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করেন, তিনি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে যান সন্দেহ নাই। ১০৭।

দেব্যুবাচ। স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি কথং মনো বিলীয়তে।
পরমার্থঞ্চ নির্ব্বাণং স্থূলসূক্ষ্মস্য লক্ষণং ॥ ১০৮ ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহেশ্বর! স্থূলদেহের লক্ষণ শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে, মন কিরূপে লয় প্রাপ্ত হয় এবং স্থূলসূক্ষ্মের লক্ষণ যে পরমার্থ নির্ব্বাণ, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ১০৮।

শিব-উবাচ। যেন জ্ঞানেন হে দেবি বিদ্যতে ন চ কিল্বিষী।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ১০৯ ॥
স্থূলরূপী স্থিতোঽহয়ঞ্চ সূক্ষ্মশ্চ অন্যথা স্থিতঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীজ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রম্ সমাপ্তম্।

শঙ্কর কহিলেন, হে শঙ্করি! যে জ্ঞান দ্বারা পাপ বিদূরিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, উহাই স্থূলরূপে অবস্থিত আছে এবং সূক্ষ্মদেহ অন্যরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ১০৯-১১০।

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রানুবাদ সমাপ্ত।

যতিপঞ্চকং।

—০:*:০—

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং ॥ ১ ॥

যাহার দ্বারা মনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মন বিষয়বাসনা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হয়, তাহাকেই পরম শান্তি কহে; সেই শান্তিরূপিণী মণিকর্ণিকা ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ আদিগঙ্গাবিশিষ্ট যে বারাণসী ক্ষেত্র, আমিই সেই আত্ম-জ্ঞানস্বরূপ কাশী। ১।

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং ॥ ২ ॥

যে কাশী ক্ষেত্রে শত শত কৈলাসরূপ ইন্দ্রজালকল্পিত সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত আছে এবং একমাত্র আত্মাস্বরূপ বিশ্বেশ্বর যাহাতে শোভা পাইতে-ছেন, আমিই সেই আত্মবোধস্বরূপ কাশী ক্ষেত্র। ২।

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং ॥ ৩ ॥

যে কাশী ক্ষেত্রে দেহরূপ গৃহে বিশ্বেশ্বরী দেবী অন্নময়াদি পঞ্চ

যাহাকে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়, সেই ব্রহ্ম-জ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন্। ১-৩। *

শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব।
যস্মাৎ পৃচ্ছসি তত্ত্বার্থমশেষং তদ্বদাম্যহং ॥ ৪ ॥

ধনঞ্জয়ের ঈদৃশ জ্ঞানগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া বাসুদেব কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যার পর নাই উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ; তুমি পরম বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। তুমি তত্ত্বার্থ অবগত হইতে সমুৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব আমি সেই সকল বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ৪।

আত্মমন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পরসমন্বয়াৎ।
যোগেন গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ৫ ॥

আত্মমন্ত্র অর্থাৎ প্রণবাত্মক মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় যে

* এক—স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় এই তিন প্রকার ভেদ-রহিত। নিষ্কল—উপাধিবর্জ্জিত অর্থাৎ নিরাকার। তত্ত্বাতীত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। নিরঞ্জন—স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যাঁহাতে অবিদ্যাজনিত মালিন্য নাই। অপ্রতর্ক্য—কোনরূপ তর্ক দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ মন দ্বারাও যাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া দুরূহ। অবিজ্ঞেয়—প্রমাণাবিষয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাঁহাকে জানা না যায়। বিনাশ ও উৎপত্তিবর্জ্জিত—অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ। কৈবল্যস্বরূপ—মুক্তি স্বরূপ। শান্ত—শান্তি গুণের আধার। শুদ্ধ—সর্ব্ববিধ কলুষবহির্ভূত। যোগনির্ম্মুক্ত—বস্তন্তর-সম্বন্ধরহিত। কারণ—যাঁহা হইতে সকলের উৎপত্তি হয়। হেতুসাধন-বর্জ্জিত—যাহার কোন কারণ বা সাধন নাই, অর্থাৎ যিনি দৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র হেতু ও সাধন। হৃদয়কমলস্থ—সর্ব্বান্তর্যামী। জ্ঞানজ্ঞেয়-স্বরূপ—জ্ঞান অর্থাৎ বিষয় প্রকাশ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ বিষয়, এতদুর্ভয়-সত্ত্বাত্মক অর্থাৎ যিনি বিষয়রূপে বিষয় সকলের প্রকাশ করেন।

পরমাত্মা, এই উভয়ের পরস্পর প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকাভাব বশতঃ আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কাম প্রভৃতি রিপুগণকে পরাজয় করিয়াছেন সেই সকল মহাত্মা তত্ত্বমসি এই মহাবাক্য আশ্রয় পূর্ব্বক মায়োপাধিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম সহ অবিদ্যোপাধিক জীবের ঐক্যরূপ যে অপরোক্ষজ্ঞান প্রতীতি করিয়া থাকেন, কাহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। সেই ব্রহ্মই একমাত্র চিন্তনীয় পদার্থ। এই কারণেই শ্রুতিতে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাবনা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কোন মহাত্মা বলেন, যোগপ্রভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একত্রীভূত করিয়া বন্ধন সমূহের আদি কামনা দূরীভূত হইলে যিনি সেই অবস্থায় চিন্তনীয় হন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। ৫।

শরীরিণামজস্যান্তং হংসত্বং পরিদর্শনং।
হংসোহংসাক্ষরঞ্চৈতৎ কূটস্থং যত্তদক্ষরং।
যদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহ্ম্মরণজন্মনী॥ ৬॥

অবধীভূত পরব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেই জীবের পরম জ্ঞান হয় অর্থাৎ জীব স্বীয় অবধীভূত পরব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম ও নশ্বর জীব এই উভয়ের সাক্ষীরূপে যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকেই কূটস্থ চৈতন্যরূপী অক্ষর পুরুষ বলা যায়। তখন সেই অক্ষর পুরুষ লাভ হয়, সুতরাং তৎকালেই জন্ম মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা যাইতে পারে। ৬।

কাকীমুখ ককারান্তো হ্যকারশ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্য চ লুপ্তস্য কোহন্বর্থঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৭॥

এক্ষণ অধ্যাহারাপবাদ দ্বারা প্রপঞ্চবিহীন ব্রহ্ম নিরূপিত হইতেছে। ক, অক এবং ঈ এই শব্দত্রয় একত্র হইয়া "কাকী" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক শব্দে সুখ, অক শব্দে দুঃখ এবং ঈ শব্দে তদ্বিশিষ্ট বুঝায়; সুতরাং কাকী শব্দ দ্বারা সুখদুঃখবান্ জীব বুঝা যাইতেছে। কাকী শব্দের প্রথম ককারের পরবর্ত্তী যে অকার, তাহাকেই ব্রহ্মের চেতনাকৃতি মূল প্রকৃতি কহে। ঐ

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৩॥

যে ব্যক্তি ঐরূপে পরমাত্মাকে সর্ব্বশূন্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রহিত বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ ও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই; অর্থাৎ যখন ধ্যানযোগ সহকারে বিষয়াদি সর্ব্বশূন্য ও আভাসবিহীন হইয়া বায়ুহীন দীপবৎ শান্তিভাবাপন্ন নিশ্চল ব্রহ্মরূপে অবস্থান করে, সেই অবস্থাই সমাধি বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ সমাধিযোগে স্থির হইয়া ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানেন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হয়। ১৩।

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী ন্যস্তসমাধিনা।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥ ১৪॥

যখন সমাধি করা যায়, তখন চৈতন্য জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক মায়াচক্রে পরিচালিত হওয়াতে আপন শরীর ঊর্দ্ধাধোভাবে আন্দোলিত হয়; পরন্তু তৎকালেও সমাধিস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্থির বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহাই সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ। ১৪।

অমাত্রং শব্দরহিতং স্বরব্যঞ্জনবর্জ্জিতং।
বিন্দুনাদকলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৫॥

যিনি পরমাত্মাকে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদি রহিত, স্বরব্যঞ্জনাত্মক বর্ণ সমূহের অতীত এবং বিন্দু, কণ্ঠাদিনিঃসৃত শব্দ ও নাদৈকদেশের বহির্ভূত বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্যজ্ঞ জানিবে॥ ১৫।

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদিসংস্থিতে।
লব্ধশান্তিপদে দেহে ন যোগো নৈব ধারণং। ১৬॥

যিনি সদ্‌গুরুর উপদেশে এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, "আমিই ব্রহ্ম" কিম্বা "যিনি সত্য আনন্দ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম"। এইরূপ জানিয়াছেন অথবা যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, বেদান্তের তাৎপর্য্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা

হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই শুদ্ধ বিশুদ্ধ-স্বভাব যোগিবরের আর যোগধারণা প্রভৃতি কোন কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ; কারণ, যদি কার্য্য-ফল সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে কারণের আবশ্যক রাখে না। ১৬।

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৭॥

বেদের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে যে প্রণবাত্মক স্বর কথিত আছে, যিনি সেই প্রকৃতিযুক্ত প্রণব হইতে প্রধান, সেই জ্ঞানীই ঈশ্বররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। ১৭।

নাবর্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং ॥ ১৮ ॥

যাবৎ নদী পার হওয়া না যায়, তাবৎ কালই মানব নৌকার প্রার্থী হইয়া থাকে, কিন্তু নদী সমুত্তীর্ণ হইলে আর নৌকার আবশ্যক থাকে না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বাপরোক্ষানুভব না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্তই যোগাভ্যাসে ও প্রাণায়ামাদি সাধনে যত্নবান্ হইবে, কিন্তু পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইলে আর সেই সকল যোগাদি সাধনে আবশ্যক করে না। ১৮।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ১৯ ॥

ধান্যার্থী ব্যক্তি যেরূপ পলাল মর্দ্দন করিয়া ধান্য গ্রহণ করে এবং তৃণ-গুলি ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বহুবিধ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মজ্ঞানী হইলে পরে সেই সকল শাস্ত্র দূরে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ১৯।

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ ॥ ২০ ॥

তিমিরাবৃত নিশাতে কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে যেরূপ মানব উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে এবং সেই অন্বেষ্টব্য বস্তু দৃষ্ট হইলে উল্কা

ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ অবিদ্যারূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারসঙ্গতিরূপ নিশা-ভাগে পরমার্থ-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তি জ্ঞানোল্কার প্রভাবে পরমাত্মাকে দৃষ্টি-গোচর করিয়া অবশেষে যোগাদি জ্ঞান সকল বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। ২০।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়াছে, তাহার যেরূপ জলে কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিলে আর বেদাদিতে কোন আবশ্যক করে না। ২১।

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥ ২২ ॥

যিনি জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, সেই যোগীর আর কোনরূপ যোগানুষ্ঠানাদি করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, নিজ শরীরের ভোগদৃষ্টির ন্যায় চৈতন্য-সাহায্যে সকল দেহের ভোগদৃষ্টি থাকাতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সকল সুখই সর্ব্বথা সিদ্ধ আছে। কেবল লোকসংগ্রহার্থ কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি অভিনিবেশ সহকারে বিধিনিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। বস্তুতঃ জ্ঞেয়-স্বরূপ পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলে যেরূপ সকলই বিদিত হওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহাকে লাভ করিলে সকলই লাভ হইয়া থাকে; কারণ, তিনিই সংসারের সকল পদার্থ-স্বরূপ। জগতে তিনি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ২২।

তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ২৩

একমাত্র প্রণব দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়; বেদের অর্থ না বুঝিয়া কেবল বেদ অধ্যয়ন করিলেই তাহাকে বেদজ্ঞ বলা যায় না। যেরূপ তৈল-ধারা ও দীর্ঘঘণ্টা শব্দের বিচ্ছেদ নাই, সেইরূপ তিনিও বিচ্ছেদশূন্য।

কি বাক্য কি মন কিছু দ্বারাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহার এইরূপ ধারণা আছে, তিনিই যথার্থ বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞ। বস্তুতঃ বেদ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে তত্ত্বরূপে জানিয়া হৃদয়ে ধারণ করাই বেদপাঠের ফল। এইরূপ করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ। ২৩।

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি আত্মাকে এক অরণি * এবং ওঙ্কারকে দ্বিতীয় অরণিরূপে কল্পনা করিয়া ধ্যানরূপ মন্থনাভ্যাস করেন, তিনিই নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নির দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ দুইখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তাহা পরস্পর ঘর্ষণ করিলে যেমন তন্মধ্য হইতে গুপ্ত অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ও প্রণব এই উভয়কে একযোগে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিলে গূঢ়-স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। ২৪।

তাদৃশং পরমং রূপং স্মরেৎ পার্থ হ্যনন্যধীঃ।
বিধূমাগ্নিনিভং দেবং পশ্যেদত্যন্তনির্ম্মলং ॥ ২৫ ॥

হে পার্থ! পরমাত্মা ধূমহীন অগ্নির ন্যায় স্বপ্রকাশমান; যে পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন লাভ না হয়, তাবৎকাল একমনে সেই পরমরূপ চিন্তা করিবে। ২৫।

দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ পিণ্ডস্থঃ পিণ্ডবর্জ্জিতঃ।
বিমলঃ সর্ব্বদা দেহী সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে দূরবর্ত্তী হইলেও দূরবর্ত্তী নহেন, কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ভিন্নতা নাই। পুত্র যেরূপ পিতার প্রতিবিম্ব, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেও তদ্রূপ সম্বন্ধ জানিবে। পদ্মপত্রে জল রাখিলে সেই জল যেমন পদ্মপত্রের সন্নিহিত হইয়াও তাহাতে সংলগ্ন

---

* অরণি অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ।

হয় না, সেইরূপ জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক শরীরে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি দেহে লিপ্ত নহে। শরীর অনিত্য আবরণমাত্র। যেরূপ বসন পুরাতন হইলে মানবগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নব শরীর গ্রহণ করে; সুতরাং জীবাত্মা দেহে লিপ্ত নহে। এই জীবাত্মা নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বথা মালিন্যরহিত। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ২৬।

কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

জীবাত্মা শরীরস্থ হইয়াও শরীরস্থ নহেন, মানবেরা ভ্রমবশেই ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। জীবাত্মা শরীরস্থ হইলেও জন্ম-মৃত্যুশীল দেহের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর বশগত নহেন। কারণ দেহের ন্যায় জীবাত্মা পঞ্চভূতাত্মক নহে। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই। আর জীবাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কিছুমাত্র ভোগ করেন না, কারণ তিনি সুখ-দুঃখের অতীত পূর্ণ পরমাত্মার রূপভেদমাত্র। জীবাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কি রোগ, কি শোক, প্রভৃতি বন্ধনে বন্দীভূত নহেন, কারণ তিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; আকাশ যেরূপ কিছুতেই সম্বদ্ধ নহে, তদ্রূপ জীবাত্মাও কিছুতে বন্দীভূত হন না। ২৭।

তিলমধ্যে যথা তৈলং ক্ষীরমধ্যে তথা ঘৃতং।
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধঃ ফলমধ্যে যথা রসঃ।
কাষ্ঠাগ্নিবৎ প্রকাশে তু আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ২৮ ॥
তথা সর্ব্বগতো দেহী দেহমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মনঃস্থো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥

হে পার্থ! যেরূপ তিলমধ্যে তৈল বিদ্যমান থাকে, দুগ্ধমধ্যে ঘৃত অবস্থিত হয়, কুসুমের অভ্যন্তরে গন্ধ থাকে এবং ফলের মধ্যে রস-সঞ্চার

হয়, সেইরূপ শরীরমধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্বরূপ, জগতে তিনি ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে বহ্নি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আত্মরূপী ঈশ্বর মনোমধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন। এই বিষয় না জানিয়াই মূঢ় ব্যক্তিরা তীর্থাদিতে ইতস্ততঃ পরমাত্মার অন্বেষণ করিয়া থাকে। বায়ু যেমন সর্ব্বদা আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, অথচ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ আত্মরূপী ঈশ্বর হৃদয়াকাশে বিরাজমান আছেন। যোগীগণ এই জন্যই হৃদয়াকাশে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকে। তিলমধ্যগত তৈলবৎ জীব নানা দেহস্থ হইয়াও একত্বরূপে অবস্থিত আর অখিল দেহীর মনস্থ ঈশ্বর সাক্ষীস্বরূপে মনোমধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। ২৮-২৯।

মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জ্জিতং।
মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৩০ ॥

যিনি মন ও মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, যিনি মনস্থ হইয়াও মনের ধর্ম্ম সংকল্পবিকল্পাদিরহিত, যোগীগণ সেই পরমাত্মরূপী ঈশ্বরকে মনোদ্বারা মনোমধ্যে দর্শন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনের সাহায্য বিনা কার্য্য সিদ্ধ হয় না, মনের দোষেই কার্য্যের বিঘ্ন ঘটে, অতএব মনকে সর্ব্বথা বশীভূত করা কর্ত্তব্য। ৩০।

আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদং।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি মনকে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য করিয়া নিশ্চল সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তিনিই সমাধিমান্ সন্দেহ নাই অর্থাৎ মনকে সংকল্পাদিরহিত ও আকাশবৎ সর্ব্ব-ব্যাপী এবং নির্লিপ্ত করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে অবগত হওয়া যায়। ৩১।

যোগামৃতরসং পীত্বা বায়ুভক্ষ্যঃ সদা সুখী।
যং স অভ্যস্যতে নিত্যং সমাধির্ম্মৃত্যুনাশকৃৎ ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যিনি যোগামৃত পান ও অনিলমাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর

আনন্দ ভোগ করিবার বাসনায় সমাধি অভ্যাস করেন, তাঁহাকে জন্মমরণাদিমান্ সংসারে পতিত হইতে হয় না; তিনি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ৩২।

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥ ৩৩॥

যাঁহার ঊর্দ্ধ শূন্য, মধ্য শূন্য ও অধঃ শূন্য, অর্থাৎ যাঁহার ঊর্দ্ধভাগ শূন্যমাত্র, চন্দ্রাদি কিছুই নাই, মধ্যভাগ শূন্য অর্থাৎ শরীরাদি নাই এবং নিম্ন শূন্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কোন বস্তুই নাই, তিনিই পরমাত্মা। এইরূপে পরমাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সমাধিমান্ বলা যায়, এবং ঐরূপ আত্মভাবনাই যথার্থ সমাধির লক্ষণ। ইহাকেই নিরালম্ব সমাধি কহে। এই সমাধি দ্বারাই নির্ব্বাণ পদ লাভ করা যায়। ৩৩।

শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩৪॥

এই প্রকারে সর্ব্বশূন্য পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলেই পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা হইলেই বিধিনিষিদ্ধ করণাকরণজনিত ইষ্টানিষ্টের উৎপত্তি হয় না। ৩৪।

অর্জ্জুন উবাচ।

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥ ৩৫॥

দেবদেব নারায়ণ এই প্রকারে সমাধিলক্ষণ কীর্ত্তন করিলে জ্ঞানিপ্রবর ধনঞ্জয় তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বিদিত হইয়া মানবগণের হিতসাধনার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ! যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে চিন্তা করা নিতান্ত অসম্ভব আর এই দৃশ্যমান জগৎও অনিত্য; অতএব যদি অদৃশ্য পদার্থের চিন্তন অসম্ভব এবং দৃশ্যমান পদার্থও বিনশ্বর হইল, তবে যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই নামরূপাদি-বিহীন

পরব্রহ্মের ধ্যান কিরূপে করিবে? কৃপা করিয়া এই সমস্ত বর্ণন পূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করুন্॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে নিরালম্ব সমাধি বর্ণন করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন অজ্ঞের ন্যায় তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করাতে এক্ষণ সাবলম্ব সমাধির লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন। তিনি কহিলেন, হে পার্থ! যিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তিনি আত্মা এবং যিনি সেই আত্মাকে তাদৃশভাবে চিন্তা করেন, তিনিই সমাধিস্থ আর তাদৃশ চিন্তাকেই সাবলম্ব সমাধি কহে। ৩৬।

।

সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! যদি আত্মা সাকার হন, তাহা হইলে তিনি নশ্বর সন্দেহ নাই, কারণ যাবতীয় দৃশ্যমান সাকার পদার্থই বিনাশশীল। যদি তাঁহাকে নিরাকার বলা যায়, তাহা হইলে তিনি শূন্য; সুতরাং আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় সন্দেহ নাই; অতএব যাহা নশ্বর অথবা শূন্য, তাহাকে যোগিগণ কি প্রকারে হৃদয়ে ধ্যান করিবে? ৩৭।

শ্রীভগবানুবাচ।

হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ং।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাসুদেব পুনরায় সবিস্তার সাবলম্ব সমাধির লক্ষন বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, হে

অর্জ্জুন! রাগ দ্বেষ প্রভৃতিই হৃদয়ের মল, সেই মলসমূহ বিধৌত করিয়া অনাময় পরমাত্মাকে ধ্যান করত "আমিই অখণ্ড বিশ্ব" এইরূপ অবলোকন করিতে হইবে। এই প্রকারে আপনাকে জগৎস্বরূপে অবগত হইলেই চিদানন্দ সুখ লাভ করা যায়। ৩৮।

অর্জ্জুন উবাচ।

অক্ষরাণি সমাত্রাণি সর্ব্বে বিন্দুং সদাশ্রিতাঃ।
বিন্দুর্নাদেন ভিদ্যেত স নাদঃ কেন ভিদ্যতে॥ ৩৯॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! অকারাদি বর্ণ সকল মাত্রা-বিশিষ্ট এবং বিন্দুসমন্বিত, আর বিন্দুভিন্ন হইলে নাদসম্পন্ন হয়, সেই নাদ ভিন্ন হইয়া কাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে বাসনা করি। ৩৯।

।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ ৪০॥

বাসুদেব কহিলেন, অনাহত শব্দের নাদমধ্যে জ্যোতিঃ বিরাজ করি-তেছে; যেই জ্যোতির অভ্যন্তরে মন অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; ব্রহ্মে সেই মন বিলীন হয়; সেই লয়স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ অনাহত শব্দের নাদমধ্যে যে পরম জ্যোতিঃ আছে, সেই জ্যোতির ধ্যান করিতে করিতে মন ব্রহ্মের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে॥ ৪০॥

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকং।
নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ॥ ৪১॥

বাসুদেব এই বলিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তার কহিতেছেন। ওঁকারধ্বন্যা-

ত্মক নাদসহ প্রাণবায়ুর রেচক-পূরকাদিক্রমে নির্বিশেষে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া যে স্থানে ওঙ্কারধ্বনিময় নাদের লয় হয়, সেই স্থানই বিষ্ণুর পরম পদ জানিবে। ৪১।

অর্জ্জুন উবাচ।

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
প্রাণৈর্বিমুক্তে দেহে তু ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ক্ব গচ্ছতঃ॥ ৪২॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ বিনষ্ট হইলে ও প্রাণ বিমুক্ত হইলে, কিম্বা পঞ্চভূতে পঞ্চ প্রকারে মিশ্রিত হইলে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট কোথায় গমন করে? ইহা পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করি। ৪২।

শ্রীভগবানুবাচ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানি চ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতাঃ।
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ।
জীবেনে সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥ ৪৩॥

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! যে পর্য্যন্ত জীব আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাবৎকাল তাহার ভৌতিকত্বও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, পঞ্চভূতের সত্ত্বাত্মক মন ইন্দ্রিয় সমূহ ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, ইহারা সকলেই অভিমান হেতু লিঙ্গদেহোপাধিক জীবের সহিত প্রস্থান করে। বস্তুতঃ লিঙ্গদেহে যে প্রকৃতিসিদ্ধ অভিমান আছে, সেই অভিমানই মুক্তির বিঘ্ন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সেই অভিমানরূপ অন্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কারণে লয় পায়; সুতরাং যেমন অভিমানস্বরূপ অহঙ্কারের বিনাশ হয়, অমনি তৎসহ ধর্ম্মাধর্ম্ম অদৃষ্টও বিনাশ পাইয়া থাকে। ৪৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
জীবা জীবেন সিদ্ধ্যন্তি স জীবঃ কেন সিদ্ধ্যতি ॥ ৪৪ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! স্থূলসূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব সমাধিস্থিত হইয়া চরাচর পদার্থসহ অখিল বিশ্বের অভিমান পরিত্যাগ করেন; পরন্তু কি প্রকারে তাঁহার নিজের ভ্রমস্বরূপ জীবত্বের পরিহার হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ৪৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

মুখনাসিকয়োর্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।
আকাশঃ পিবতি প্রাণং স জীবঃ কেন জীবতি ॥ ৪৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! বদন ও নাসা ইহাদের অভ্যন্তরে যে প্রাণবায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পঞ্চত্বকালে আকাশ সেই বায়ুকে সংহার করত আপনাতে বিলীন করে; সুতরাং সেই প্রাণ-বায়ু বিগত হইলে জীব আর কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে? বস্তুতঃ প্রাণই জীবের জীবন। প্রাণবায়ু বিগত হইলে জীবনও বিগত হয়। ৪৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতং ব্যোম ব্যোম্না চাবেষ্টিতং জগৎ।
অন্তর্বহিস্তদো ব্যোম কথং দেবো নিরঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনার বাক্য পীযূষময়, উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে পরলোকভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। আমি যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণলালসা বলবতী হইতেছে; অতএব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আকাশ যেরূপ বিশ্বব্যাপিত, সেইরূপ এই অখিল জগৎ আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

যদি জগতের কি বাহ্য কি মধ্য সকল স্থানই আকাশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল, তাহা হইলে আকাশাতিরিক্ত পরমাত্মা কি প্রকারে কোথায় অবস্থিতি করেন? ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ। আকাশো হ্যবকাশশ্চ অকাশব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণং শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে॥ ৪৭॥

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! আকাশ শূন্যস্বভাব, শব্দ উহার গুণ। এখন বিবেচনা কর, যথন আকাশের গুণ শব্দ, তখন আকাশ অদৃশ্য বস্তু। যেরূপ বায়ুর রূপ নাই, উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্পর্শ দ্বারা উহার অনুভব হয়, সেইরূপ আকাশ অদৃশ্য পদার্থ, কেবল শব্দ দ্বারা উহার অনুমান করিতে হয়। যে বস্তু শূন্য, তাহার গুণ কখনই সম্ভব হয় না। পরমাত্মা শব্দশূন্য ও সর্ব্বব্যাপী, এই বৃহৎ আকাশ, যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকলই সেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বস্তুতঃ তিনি আকাশাদিসম্পন্ন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে বৃহৎ, এই জন্যই তিনি ব্রহ্ম নামে পরিকীর্ত্তিত। ৪৭।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোঽজ্ঞতা॥ ৪৮॥

হে অর্জ্জুন! যোগীরা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবর্ত্তিত ও বশীভূত করিয়া শরীরমধ্যে স্বপ্রকাশমান পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর দেহ ধ্বংস হইলে তৎসহ সেই অপরোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও নাশ প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই অজ্ঞানও দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানের অন্তর্ধানই মুক্তির হেতু। ৪৮।

দন্তোষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে।
অক্ষরত্বং কুতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা॥ ৪৯॥

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব! অকারাদি অক্ষর সকল দন্ত,

ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানকে আশ্রয় করত সঞ্জাত হয়; যাবতীয় উৎপন্ন পদার্থই বিনাশশীল। অতএব উৎপন্ন বর্ণ সকলও যে বিনাশশীল, তাহাতে সংশয় নাই; সুতরাং শব্দ দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মপ্রতিপাদন হইতে পারে? ৪৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ
অতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং
তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥ ৫০ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বররহিত, তালু কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণস্থানরহিত, রেখারহিত ও উষ্মবর্ণরহিত, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতাধিবাসিতং।
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥ ৫১ ॥

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব! পরমাত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে ও বাহ্যে বিরাজ করিতেছেন। যোগিগণ ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে মোক্ষলাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন্। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দেহে পশ্যন্তি মানবাঃ।
দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোজ্ঞতা॥ ৫২ ॥

যোগী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক আপন দেহমধ্যে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; সুতরাং দেহদার্ঢ্যই জ্ঞানের উপায়। দেহ নষ্ট

হইলে জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান বিনষ্ট হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৫২।

তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
বিদিতে চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি॥ ৫৩॥

যাবৎকাল সেই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎকাল ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে। অনন্তর, ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অখণ্ড চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল সেই একমাত্র নিত্যানন্দকেই দর্শন করিতে থাকে। ৫৩।

নবচ্ছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।
নৈব ব্রহ্ম ন শুদ্ধং স্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি॥ ৫৪॥

নবচ্ছিদ্রবিশিষ্ট শরীর হইতে নিরন্তর জ্ঞানবিজ্ঞানাদি নিঃসৃত হইতেছে। মানবগণ ইন্দ্রিয় সংযম করত দেহাভিমান ও রাগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ পরিশুদ্ধ না হইলে কোন প্রকারেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না; বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, যে পদার্থ যাদৃশ, তদ্রূপ না হইলে কখনই তাহার সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে মানব এইরূপ তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ৫৪।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী অত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥ ৫৫॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোত্তরগীতায়াং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

এই দেহ অত্যন্ত মলিন এবং দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা অতি বিশুদ্ধ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মার্জিত করত দেহ ও আত্মার পরস্পর বিভিন্নতা

জানিতে পারিয়াছেন, তিনি আর কাহার শোক বিধান করিবেন? বস্তুতঃ স্নানাদি করিয়া দেহের মল দূরীভূত হইলে যেমন পুনর্ব্বার আর স্নানাদির প্রয়োজন করে না, সেইরূপ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলে আর শৌচাদির কি প্রয়োজন? ৫৫।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং।
অহং ব্রহ্মেতি নির্দ্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ॥ ১॥

জীবের যে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি? এই বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব! সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" জীব যে এইরূপ জ্ঞান করে, তাহার প্রমাণ কি? ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং।
অবিশেষো ভবেৎ তত্ত্বে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥ ২॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যেমন জলমধ্যে জল, দুগ্ধমধ্যে দুগ্ধ এবং ঘৃতমধ্যে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে তাহা একত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে রাগাদি বিকারভাব বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধিযুক্ত হইলে নির্ব্বিকার পরমাত্মার সহিত একতা জন্মিয়া থাকে। ২।

জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সর্ব্বগং জ্যোতিরীশ্বরঃ।
প্রমাণলক্ষণৈর্জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রবেদিনা॥ ৩॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মপরায়ণ সদ্গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্বমসি

প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ বিচার দ্বারা জীবেতে পরমাত্মার একতা জ্ঞান করিবে, তাহা হইলেই জ্যোতির্ম্ময় চিদানন্দ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৩।

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্‌জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণং॥ ৪॥

যদি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষানুভব হয়, তাহা হইলে যোগধারণায় প্রয়োজন কি? এই বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! যদি গুরুর উপদেশেই জ্ঞেয় বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে আর তত্ত্বজ্ঞানমাত্রেই যদি মুক্তি হইল, তাহা হইলে আর যোগধারণাদি অভ্যাসের আবশ্যক কি? এই সমস্ত বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন্। ৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধির্ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দ্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনং॥ ৫॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যেরূপ তিমিরাবৃত যামিনীতে আলোক দ্বারা সমস্ত পদার্থ প্রদীপিত হয়, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানাবৃত মলিন দেহ সমুদ্ভাসিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার বুদ্ধি সেই পরমব্রহ্মে নিহিত হইয়া থাকে, সেই সময়ে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ বহ্নি দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন দগ্ধীভূত করিয়া থাকেন। ৫।

ততঃ পবিত্রং পরমেশ্বরাখ্য-
মদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাভং।
যথোদকে তোয়মনুপ্রবিষ্টং
তথাত্মরূপো নিরুপাধিসংস্থিতঃ॥ ৬॥

জল যেরূপ জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতেই মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ পরম পবিত্র, নির্ম্মল, অদ্বৈত পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে

তদ্বলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্ববিধ উপাধিশূন্য হইয়া আত্মারূপে পরমাত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৬।

আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীর আত্মা
ন দৃশ্যতে বায়ুবদন্তরাত্মা।
সবাহ্যচাভ্যন্তরনিশ্চলাত্মা
অন্তর্মুখঃ পশ্যতি তত্ত্বমৈক্যং ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা যেমন আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, অন্তরাত্মাও তদ্রূপ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। যে মহাত্মা বিকল্পশূন্য সমাধি দ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য যাহার চিত্ত প্রশান্ত, বাহ্য বিষয় হইতে বিরত ও আত্মনিরত হইয়াছে, সেই পরম যোগীই ঐ পরমাত্মা ও অন্তরাত্মা এই উভয়ের একীভাব দর্শন করিয়া থাকেন। ৭।

যত্র তত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যদা সর্ব্বগতং ব্যোম তত্র তত্র লয়ং গতঃ ॥ ৮ ॥

যেরূপ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী আকাশ উপাধি বিনাশে সেই মহাকাশেই বিলীন হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হউন্ না কেন, ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮।

শরীরব্যাপি চৈতন্যং জাগ্রদাদিপ্রভেদতঃ।
ন ত্বেকদেশবর্ত্তিত্বমন্বয়ব্যতিরেকতঃ ॥ ॥

হে অর্জ্জুন! চৈতন্যরূপী যে আত্মা এই দেহ পরিব্যাপ্ত করত অধিষ্ঠিত আছেন, অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সেই আত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সমতীত বলিয়া জানিতে হইবে। ৯।

মুহূর্ত্তমপি যো গচ্ছেন্নাসাগ্রে মনসা সহ।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং তস্য জন্মশতার্জ্জিতং ॥ ১৭ ॥

যে যোগী চৈতন্যজ্যোতির অনুভব নিবন্ধন মুহূর্ত্তকালও নাসিকার

অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তিনি শতজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন সন্দেহ নাই। ১০।

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! শরীরের দক্ষিণাংশে নিম্ন হইতে শিরস্থিত সহস্রদল কমল পর্য্যন্ত পিঙ্গলা নামে যে নাড়ী বিদ্যমান আছে, উহা অগ্নির ন্যায় জ্যোতি-ষ্মতী ও পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী, উহাকে দেবযান বলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনকে বশীভূত ও ঐ নাড়ীতে নিহিত করত সাধনা করেন, তিনি সুর-গণের ন্যায় শূন্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সকল স্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হন। এই কারণেই ঐ নাড়ীকে দেবযান বলা যায়। ১১।

ইড়া চ বামনিঃশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

শরীরাভ্যন্তরে বাম চরণের নিম্নভাগ হইতে শিরস্থিত সহস্রদল কমল পর্য্যন্ত ইড়া নামে যে নাড়ী বিদ্যমান আছে, উহা শশাঙ্কমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমানা। সেই নাড়ীকে পিতৃযান বলে। যে যোগী ঐ নাড়ীতে মন নিহিত করিয়া সাধনা করেন, তিনি শূন্যপথে পিতৃলোকের বাসস্থান চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে সমর্থ হন, এই কারণেই উহার পিতৃযান নাম হইয়াছে। ১২।

গুদস্য পৃষ্ঠভাগেঽস্মিন্ বীণাদণ্ডস্য দেহভৃৎ।
দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে ॥ ১৩ ॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ ॥ ১৪ ॥

জীবের শরীরাভ্যন্তরে মূলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বীণাদণ্ডের ন্যায় একটী দীর্ঘ অস্থি বিদ্যমান আছে, উহাকে মেরুদণ্ড কহে। উহা দ্বারাই দেহ ধৃত রহিয়াছে। উহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে। ঐ দণ্ডের মধ্যে যে ক্ষুদ্র রন্ধ্র দৃষ্ট হয়, সেই রন্ধ্রের অভ্যন্তরে শিরোদেশ হইতে মূলাধার

পর্য্যন্ত একটী নাড়ী আছে, বুধগণ তাহাকেই স্থযুম্না নাড়ী বলিয়া থাকেন। যিনি ঐ নাড়ীতে মন নিহিত করিয়া সাধনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ১৩-১৪।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে স্থযুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপিণী যে স্থযুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহার শিখাতেই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বতোমুখ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মজ্যোতিঃ অবস্থিত রহিয়াছেন। ১৫।

তস্যা মধ্যগতাঃ সূর্য্যসোমাগ্নিপরমেশ্বরাঃ।
ভুতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগা বেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যা কুলাক্ষরাঃ।
স্বর-মন্ত্র-পুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগঃ।
বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
স্থযুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! এই স্থযুম্না নাড়ী জগতের বীজস্বরূপ, পরব্রহ্ম নিরন্তর ইহাতে অবস্থিত আছেন, ইহা মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির স্থান, এই জন্যই ইহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে।

চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, পরমেশ্বর, পঞ্চভূত, চতুর্দ্দশ ভুবন, দশদিক্, বারাণসী প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্র, সপ্তসাগর, মেরু প্রভৃতি অচল, যজ্ঞশিলা, সপ্তদ্বীপ, সপ্ত নদী, সপ্ত নদ, চতুর্ব্বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা, চতুস্ত্রিংশৎ বর্ণ, ষোড়শ স্বর, মন্ত্রবর্গ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, নাগাদি পঞ্চ বায়ু, এই সকলই ঐ স্থযুম্নাতে অবস্থান করিতেছে। ১৬।

নানানাড়ীপ্রসবগং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনি।
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বায়ুমার্গেণ সর্ব্বগম্ ॥ ১৭ ॥

হে অর্জ্জুন! এই স্থযুম্না নাড়ী জীবসমূহের আধারস্বরূপ। উহা

হইতে নানাবিধ নাড়ী সঞ্জাত হইয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সুতরাং ঊর্দ্ধভাগে মূল ও নিম্নভাগে শাখাসমাযুক্ত একটী তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী প্রাণবায়ু সহায়ে ঐ নাড়ীর সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ১৭।

দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাড্যঃ স্যুর্বায়ুগোচরাঃ।
কর্ম্মমার্গেণ শুষিরা তির্য্যঞ্চ শুষিরাত্মিকা॥ ১৮॥

এই শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যাক নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে। বায়ুর সাহায্যে প্রতি নাড়ীতে যাতায়াত করা যায়। যোগী ব্যক্তিরা বায়ুর সহায়তাবলে ঐ সকল ছিদ্রবিশিষ্ট নাড়ীর অভ্যন্তরে গমনাগমন করত তাহাদের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। ১৮।

অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাস্তু নবদ্বারাণি বোধয়ন্।
বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধজ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯॥

যে সমস্ত নাড়ী সুষুম্না হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বার নিরোধ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রসৃত হইয়াছে, জীব বায়ুর সহায়তায় উপরিস্থিত জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সেই সকল দ্বার অবগত হইলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯।

অমরাবতীন্দ্রলোকঽস্মিন্নাসাগ্রে পূর্ব্বতো দিশি।
অগ্নিলোকা হ্যথ জ্ঞেয়শ্চক্ষুস্তেজোবতী পুরী॥ ২০॥

সুষুম্নার পূর্ব্বে নাসার অগ্রদেশে অমরাবতী নামে ইন্দ্রলোক এবং নয়নমধ্যে তেজোবতী নামে বহ্নিলোক বিদ্যমান। অর্থাৎ কতকগুলি ধমনী নেত্রের সমীপে গমন করিয়া মণ্ডলাকারে দুইভাগে বিভক্ত হওত নেত্রদ্বয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে তেজোবতী বলে এবং নাসার নিকটস্থ যে ধমনী অর্থাৎ নাসার সমীপ হইতেই মণ্ডলাকারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নাসাদ্বয়ের অভ্যন্তরে গিয়াছে, তাহাকে অমরাবতী বলে। অমরাবতী দ্বারা ঘ্রাণশক্তি এবং তেজোবতী দ্বারা দর্শনশক্তি জন্মে। ২০।

যাম্যাং সংযমনী শ্রোত্রে যমলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৈঋর্তো হ্যথ তৎপার্শ্বে নৈঋর্তো লোক-আশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥

কর্ণের নিকটে দক্ষিণভাগে সংযমনী নামে যমলোক এবং তাহার পার্শ্বে নৈঋতলোক বিদ্যমান আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ণের পার্শ্বে এরূপ একটী স্থান আছে যে, তাহাতে আঘাত লাগিবামাত্র জীব অচেতন হইয়া পড়ে, অধিক কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও হয়, এই জন্য উহাকে যমলোক বলে। উহারই পার্শ্বে এরূপ একটী স্থান আছে যে, তাহার সাহায্যে জীব মাংসাদি চর্ব্ব্য বস্তু ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এই জন্য তাহাকে নৈঋতলোক বা রাক্ষসলোক কহে। ২১।

বিভাবরী প্রতীচ্যান্তু পৃষ্ঠে বারুণিকী পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী কর্ণপার্শ্বে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২২ ॥

শরীরের পশ্চিম দিকে পৃষ্ঠদেশে বরুণের পুরী বিদ্যমান, উহাকে বিভাবরী পুরী বলে; কর্ণের পার্শ্বদেশে বায়ুর গন্ধবতী নগরী বিরাজিত আছে। পৃষ্ঠস্থ ধমনীসমূহে চিত্ত নিহিত করিলে জীব নিদ্রায় অচেতন হয়, এই জন্য সেই স্থানকে বিভাবরী কহে। এই প্রকার কর্ণের নিকটে যে স্থানে চন্দনাদি অনুলেপন প্রদান করা যায়, সেই গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া সেই স্থানকে গন্ধবতী কহে। উহা বায়ুর সাহায্যে সম্পাদিত হয়, এই জন্য উহার নাম বায়ুলোক। ২২।

সৌম্যাং পুষ্পবতী সৌম্যা সোমলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
বামকর্ণে তু বিজ্ঞেয়া দেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥

সুযুম্নার উত্তরে কণ্ঠ হইতে বামকর্ণ পর্য্যন্ত কুবেরলোক বিদ্যমান, উহাকে পুষ্পবতী পুরী বলে। চন্দ্রলোক বামদেহ আশ্রয় পূর্ব্বক ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ২৩।

বামচক্ষুষি চৈশানী শিবলোকো মনোন্মনী।
মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মপুরী জ্ঞেয়া ব্রহ্মাণ্ডং দেহসংশ্রিতম্ ॥ ২৪ ॥

বাম চক্ষুতে একটী নাড়ী বিদ্যমান আছে, ঈশান তথায় অবস্থিতি করেন, উহাকে মনোন্মনী বলে। মস্তকমধ্যে যে স্থানে ব্রহ্মপুরী বিদ্যমান, তাহাই দেহসংশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ ব্রহ্মপুরীই সুষুম্নার মূল জানিবে। ২৪।

পাদাদধঃস্থিতোঽনন্তঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়াত্মকঃ।
অনাময়মধশ্চোর্দ্ধং মধ্যমন্তর্বহিঃ শিবম্ ॥ ২৫ ॥

প্রলয় সময়ের অনলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ভগবান্ অনন্ত চরণযুগলের নিম্নে শোভা পাইতেছেন। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি মধ্য, কি বাহ্য, কি অন্তর, তিনি সকল স্থানেই কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ২৫।

অধঃপাদেঽতলং বিদ্যাৎ পাদঞ্চ বিতলং বিদুঃ।
নিতলং পাদসন্ধিস্তু সুতলং জঙ্ঘ উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

পদকে বিতল, পদের অধোদেশকে অতল, গুল্‌ফের ঊর্দ্ধস্থ গ্রন্থিকে নিতল এবং জঙ্ঘাকে সুতল কহে। ২৬।

মহাতলং হি জানুঃ স্যাৎ ঊরুদেশে রসাতলম্।
কটিস্তলাতলং প্রোক্তং সপ্তপাতালসংজ্ঞয়া ॥ ২৭ ॥

জানু মহাতল, ঊরু রসাতল এবং কটি তলাতল বলিয়া কীর্ত্তিত। হে অর্জ্জুন! এইরূপে সপ্ত পাতাল জীবশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৭।

কালাগ্নিনরকং ঘোরং মহাপাতালসংজ্ঞয়া।
পাতালং নাভ্যধোভাগে ভোগীন্দ্রফণিমণ্ডলম্।
বেষ্টিতঃ সর্ব্বতোঽনন্তঃ স বিভ্রজ্জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ২৮ ॥

নাড়ীর নিম্নদেশে যে স্থানে ফণীন্দ্র ও সাধারণ ভুজঙ্গের বাসস্থান, সেই

পাতাল কালাগ্নি নিরয় সমান মহাভয়ঙ্কর মহাপাতাল জানিবে। অনন্ত কুণ্ডলাকারে ঐ স্থানে শোভা পাইতেছেন। ২৮।

ভূর্লোকং নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তু কুক্ষিতঃ।
হৃদয়ং স্বর্গলোকস্তু সূর্য্যাদিগ্রহতারকম্॥ ২৯॥

নাভিকে ভূর্লোক, কুক্ষিকে ভুবলোক এবং হৃদয়কে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদি-সমন্বিত স্বর্গলোক কহে। দেবদেব স্বয়ম্ভু এই লোকত্রয় অধিকার পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই কারণেই তাঁহাকে ত্রিধামা বলিয়া থাকে। ২৯।

সূর্য্যসোমসুনক্ষত্রং বুধশুক্রকুজাঙ্গিরাঃ।
মন্দশ্চ সপ্তমো জ্ঞেয়ো ধ্রুবোঽন্তসর্ব্বলোকতঃ।
হৃদয়ে কল্পয়েদ্‌যোগী তস্মিন্ সর্ব্বসুখং লভেৎ॥ ৩০॥

হে অর্জ্জুন! তত্ত্বজ্ঞানী যোগী ব্যক্তি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এবং নক্ষত্রাদি সপ্তলোক ও ধ্রুবাদি সমস্ত লোক কল্পনা করিবেন। এইরূপে কল্পনা করিতে করিতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। ৩০।

হৃদয়েঽস্য মহর্লোকং জনলোকস্তু কণ্ঠতঃ।
তপোলোকং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে মূর্দ্ধ্নি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং॥ ৩১॥

যে যোগী পূর্ব্বোক্তরূপে হৃদয়মধ্যে ঐ সমস্ত কল্পনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, ভ্রূমধ্যে তপোলোক এবং মস্তকে সত্য-লোক বিদ্যমান থাকে। ৩১।

ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথ্বী তোয়মধ্যে বিলীয়তে।
অগ্নিনা পচ্যতে তত্ত্বং বায়ুনা গ্রস্যতেঽনলঃ॥ ৩২॥
আকাশস্তু পিবেৎ বায়ুং মন আকাশমেব চ।
বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি॥ ৩৩॥

হে ধনঞ্জয়! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী পৃথিবী জলে, জল বহ্নিতে এবং বহ্নি

বায়ুতে বিলীন হইয়া থাকে। এইপ্রকার বায়ু আকাশে, আকাশ মনে এবং মন বুদ্ধিতে লয় পাইয়া থাকে। পরে সেই বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তে এবং চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন হইয়া থাকে। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মাতে বিলীন হয়। ৩২—৩৩।

অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েদেকাগ্রমনসাক্কতং।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

ঐরূপ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করত একান্ত মনে ধ্যান করেন, তিনি শতকোটিকল্পকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ পান সন্দেহ নাই। ৩৪।

ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবপরাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

হে অর্জ্জুন! ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যগত অকাশ যেরূপ মহাকাশে লয় পায়, সেইরূপ অবিদ্যা দূরীভূত হইলে জীবও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। ৩৫।

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘট ভগ্ন হইলে মহাকাশে লীন হয়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় পাইয়া থাকে, যে ব্যক্তি ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য করিয়াছেন, তিনি মায়ান্ধকার পরিত্যাগ করিয়া চিদানন্দময় সুখধামে প্রস্থান করেন। ৩৬।

তপেদ্বর্ষসহস্রাণি একপাদস্থিতো নরঃ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৩৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমি যে ধ্যানযোগ কীর্ত্তন করিলাম, একপদে দণ্ডায়মান

হইয়া সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফল লাভ হয় না। ৩৭।

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যাশতানি চ।
এতানি ধ্যানযোগশ্চ দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৩৮॥

হুতাশন যেরূপ মুহূর্ত্ত কালমধ্যে কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ এই ধ্যানযোগ সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও শত শত ভ্রূণহত্যাজনিত পাতকসমূহ বিনাশ করিয়া দেয়। ৩৮।

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥ ৩৯ ॥

দর্ব্বী যেমন রাশি রাশি অত্যুত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করে, কিন্তু স্বাদগ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই, সেইরূপ নিখিল বেদ ও যাবতীয় শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াও যে ব্যক্তি "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান লাভ না করিয়াছেন, তিনি আত্মানন্দ রসাস্বাদনে সক্ষম হইতে পারেন না। ৩৯।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥ ৪০ ॥

গর্দ্দভ চন্দনাদির ভার বহন করে, কিন্তু সে যেরূপ চন্দনাদির গুণ পরিজ্ঞাত নহে, সেইরূপ যাবতীয় শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যে ব্যক্তি সকল শাস্ত্রের সার চিদানন্দ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নই গর্দ্দভের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৪০।

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥ ৪১ ॥

যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার না হয়, তাবৎকাল শৌচ, তপ, যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৪১।

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী।
চতুর্ব্বেদধরো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥ ৪২ ॥

হে পার্থ! দেহ আপনি উচ্চলিত হইলেও "আমি ব্রহ্ম কি না?" যাহার মনে এই প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, সেই বিপ্র বেদচতুষ্টয়ে পারদর্শী হইলেও সূক্ষ্মস্বরূপে ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ৪২।

গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরং স্যাদেকবর্ণতঃ।
ক্ষীরবদ্দৃশ্যতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথা ॥ ৪৩ ॥

ধেনু সকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগের দুগ্ধ যেরূপ এক-বর্ণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ জীবগণের দেহ ভিন্ন ভিন্ন রূপবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের আত্মা ভিন্ন নহে; সকলের আত্মাই একরূপ। ৪৩।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ ৪৪ ॥

হে ধনঞ্জয়! কি আহার, কি নিদ্রা, কি ভয়, কি মৈথুন, এই সমস্ত বিষয়ে পশুর সহিত মানবের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। একমাত্র জ্ঞানলাভ করিলেই মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহারা পশুতুল্য সন্দেহ নাই। ৪৪।

প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে চান্তে বা নিশি নিদ্রয়া ॥ ৪৫ ॥

প্রভাতকালে মানবগণ যেমন মলমূত্র বিসর্জ্জন করে, মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া ভোজন পূর্ব্বক তৃপ্ত হয় আর নিশাকালে বিহারান্তে নিদ্রা যায়, পশুগণও সেইরূপ করিয়া থাকে; সুতরাং মনুষ্যের

সহিত তাহাদিগের কি প্রভেদ আছে? একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার হইলেই পশু হইতে প্রভিন্ন হওয়া যায়। ৪৫।

নাদবিন্দুসহস্রাণি জীবকোটিশতানি চ।
সর্ব্বঞ্চ ভস্মনির্ধূতং যত্র দেবনিরঞ্জনং ॥ ৪৬ ॥
অহং ব্রহ্মেতি নিয়তো মোক্ষহেতুর্মহাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥

সহস্র সহস্র নাদবিন্দু এবং কোটি শত জীব দগ্ধীভূত হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং "আমিই ব্রহ্ম" যাহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। ৪৬-৪৭।

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে অর্জ্জুন! নির্ম্মমতা ও মমতা এই দুইটী জীবের মুক্তি ও বন্ধনের একমাত্র কারণ। 'আমি আমার" ইত্যাদি মমতাজ্ঞান যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ জীব বদ্ধ থাকে, কিন্তু যখন "আমি, আমার" ইত্যাদি জ্ঞান দূরীভূত হইয়া নির্ম্মমতা সঞ্চার হয়, তখনই জীব মোক্ষলাভ করে সন্দেহ নাই। ৪৮।

মনসো হ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥ ৪৯ ॥

হে পার্থ! মন অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইলে মায়িক পদার্থের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনের যে উন্মনীভাব অর্থাৎ অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অদ্বৈত জ্ঞান সঞ্চার হইলেই তাহাকে পরম পদ বলা যায়। কারণ মন ঈদৃশ অবস্থায় বাহ্য পদার্থ সকল পরিহার পুরঃসর পরম সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪৯।

হন্যাম্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তুষং।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীমদুত্তরগীতায়াং
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ক্ষুধাতুর ব্যক্তি মুষ্টিদ্বারা নভোমণ্ডলে প্রহার করিলে অথবা তুষ কুণ্ডন করিলে যেমন তাহাতে অন্ন লাভ করিতে পারে না, কেবল তাহার পরিশ্রম মাত্র সার হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত না আছে, সে কদাচ মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ সে বেদাদি শিক্ষায় যে পরিশ্রম ও যত্ন করে, তাহা তাহার কষ্টমাত্র হয়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সকলের শেষ ফল, তদ্ব্যতিরেকে মানব পশুবৎ পরিগণিত হয় সন্দেহ নাই। ৫০।

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীমদুত্তরগীতায়
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০০:*:০০—

শ্রীভগবানুবাচ।

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥ ১ ॥

হে অর্জ্জুন! শাস্ত্রের অবধি নাই, এক একটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে

বহু পরিশ্রম ও সময় ক্ষেপ হইয়া থাকে, কিন্তু জীবন অল্পদিনস্থায়ী, তাহাতে আবার এই অনিত্য জীবন রোগ শোক প্রভৃতি দ্বারা সমাকীর্ণ; পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু যেমন চঞ্চল, এই জীবনও তদ্রূপ অনিত্য। ঈদৃশ অবস্থায় এই নিখিল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব হংস যেরূপ জলমিশ্রিত ক্ষীরমধ্য হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীমান্ ব্যক্তি অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সারাংশ, তাহাই গ্রহণ করিবেন। ১।

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদিসংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥ ২॥

হে অর্জ্জুন! কি বেদ, কি পুরাণ, কি ভারত, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই পুত্রকলত্রাদিময় সংসারে যোগ শিক্ষার অন্তরায়স্বরূপ। অর্থাৎ সংসারমধ্যে পুত্রকলত্রাদি যেমন যোগাভ্যাসের বিঘ্ন, তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন হেতুবাদ আছে, তদ্দ্বারা মন বিচলিত হয়, সুতরাং যোগ-শিক্ষার বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে। ২।

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি॥ ৩॥

"এইটী জ্ঞান, এইটী জ্ঞেয়" এই প্রকার সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা হইলে সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াও শাস্ত্রের পার দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। ৩।

বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥ ৪॥

হে অর্জ্জুন! জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরমাত্মা অক্ষয় ও সৎ, এই বিষয় বিদিত হইয়া নিখিল শাস্ত্র পরিহার পুরঃসর যাহা সত্য, তাহা-রই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। ৪।

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনং॥ ৫॥

ধরাতলে যে কোন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই রসনা ও উপস্থ এই উভয়ের সম্ভোগের নিমিত্ত উৎপন্ন। যদি এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধরাধামে আর কি প্রয়োজন আছে? ৫।

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃণ্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥ ৬॥

যাহারা আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের দেহাভ্যন্তরে কাশী প্রভৃতি নিখিল তীর্থ এবং নারায়ণ প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; সুতরাং তাঁহারা জলরূপী তীর্থে পরিভ্রমণ বা পাষাণাদিময় প্রতিমা পূজা করেন না। ৬।

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥ ৭॥

যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, অগ্নিই তাঁহাদের দেবতা; যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর পরমপুরুষের চিন্তা করেন, অন্তর্যামী আত্মাই তাঁহাদিগের দেবতা; যাহারা অল্পবুদ্ধি, মৃত্তিকাপাষাণময়াদি প্রতিমাই তাহাদের দেবতা এবং যে সকল ব্যক্তি সমদর্শী, তাঁহাদের দেবতা সর্ব্বব্যাপী সৎরূপ পরব্রহ্ম। ৭।

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতং॥ ৮॥

পূর্ণ শান্তস্বরূপ দেবদেব জনার্দ্দন সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যেমন দিবাকর সকল স্থানে সমভাবে উদিত থাকিলেও অন্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত মূঢ় জনেরা জ্ঞাননেত্রের অভাবে সেই সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনকে দেখিতে সক্ষম হয় না। ৮।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পরং।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতং ॥ ৯ ॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদের চিত্ত অতি বিশুদ্ধ, তাহাদিগের মন যে স্থানেই গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই পরমাত্মাকে নেত্রগোচর করিতে সমর্থ হয় আর সেই সেই স্থানেই তাঁহার পরম পদ দেখিতে পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, পরমাত্মাস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানীরা যে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ৯।

দৃশ্যন্তে দৃশি রূপাণি গগনং ভাতি নির্ম্মলং।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ১০ ॥

বিমল আকাশ যেরূপ নেত্রে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় আর তত্রস্থ নাম-রূপাদি দ্রব্যসমূহ যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ যে ব্যক্তি "আমিই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অব্যয়-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে যোগিগণ সেই নিত্য পরমাত্মাকে বাহ্যবস্তুর ন্যায় অন্তরে ও বাহ্যে দেখিতে পাইয়া থাকেন। ১০।

অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখং।
দৃশ্যতে তৎ খগাকারং খগাকারং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যোগতত্ত্বজ্ঞ, তিনি "আমিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড" এই প্রকারে পরম সুখস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টিগোচর করেন আর ঐ অবস্থায় তিনি যৎকালে আপনাকে অখণ্ড আকাশরূপে দর্শন করেন, তৎকালেই পরমাত্মাকে আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ধ্যান করিয়া থাকেন। ১১।

সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং মোক্ষদ্বারবিনির্গতং।
অপবর্গস্থ নির্ব্বাণং পরমং বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ১২ ॥

পরমাত্মা সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, মোক্ষ-দ্বার-বিনির্গত, অপবর্গের কারণ, অব্যয় এবং পরম বিষ্ণুস্বরূপ। ১২।

সর্ব্বাত্মজ্যোতিরাকারং সর্ব্বভূতাধিবাসিতং।
সর্ব্বত্র পরমাত্মানং ব্রহ্মাত্মপরমাত্মনং ॥ ১৩ ॥

তিনি সকলের আত্মা ও জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহা হইতে কোন বস্তু বা কোন স্থান ভিন্ন নাই। সেই আত্মাই পরমাত্মা যোগিদিগের আত্মরূপী ব্রহ্মস্বরূপ। ১৩।

অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা।
হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ১৪ ॥

"আমিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং আমিই ব্রহ্ম" যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ভোজন ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সকল কামনা বিসর্জ্জন করেন। ১৪।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনং ॥ ১৫ ॥

যোগীজন নিমেষকাল বা তাহার অর্দ্ধ সময় যে স্থলে অবস্থান করেন, সেই স্থলেই কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থসমূহ বিরাজিত থাকে। ১৫।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনোঽধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
ক্রতুকোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকো বিশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

আত্মধ্যানপরায়ণ মহাত্মারা নিমেষকাল বা নিমেষার্দ্ধ সময়ও যে আত্মধ্যান করেন, সহস্র কোটি যজ্ঞফল অপেক্ষাও সেই ধ্যান শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। ১৬।

ব্রহ্মজ্ঞানাগ্ন্যাত্মদস্তি নির্দ্দহেৎ পুণ্যপাপকৌ।
মিত্রামিত্রং সুখং দুঃখমিষ্টামিষ্টং শুভাশুভং।
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দাপ্রশংসনং ॥ ১৭ ॥

আত্মধ্যানপরায়ণ যোগী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়-

কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে কি মিত্র, কি শত্রু, কি সুখ, কি দুঃখ, কি ইষ্ট, কি অনিষ্ট, কি শুভ, কি অশুভ, কি মান, কি অপমান, কি প্রশংসা, কি নিন্দা, সকলই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ; সুতরাং শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, ইষ্ট, অনিষ্ট, শুভ, অশুভ, মান, অপমান, প্রশংসা, নিন্দা প্রভৃতি সকলই যাহার নিকট সমান বোধ হইল, তাহার পাপ পুণ্য কিরূপে হইতে পারে ? ১৭।

শতছিদ্রান্বিতা কন্থা শীতাশীতনিবারণম্।
অচলা কেশবে ভক্তির্বিভবৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ।। ১৮ ।।

শতছিদ্রসমন্বিত কন্থা দ্বারাও শীত নিবারণ হইয়া থাকে, কিন্তু কেশবের প্রতি যে ব্যক্তির অচলা ভক্তি আছে, সেই ভক্তিমাত্র ভিন্ন অন্য বিভবে তাহার কি প্রয়োজন ? ১৮।

ভিক্ষান্নং দেহরক্ষার্থং বস্ত্রং শীতনিবারণং।
অশ্মানঞ্চ হিরণ্যঞ্চ শাকং শাল্যোদনন্তথা।
সমানং চিন্তয়েদ্ যোগী যদি মোক্ষমপেক্ষতে ।। ১৯ ।।

যে যোগী মুক্তি কামনা করেন, তিনি বিষয়-চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক কেবল শরীর রক্ষার্থ ভিক্ষান্ন ভোজন ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র ধারণ করিবেন আর কি পাষাণ, কি স্বর্ণ, কি শাক, কি শাল্যোদন, এই সমস্ত দ্রব্যকেই সমান জ্ঞান করা তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ১৯।

ভূতবস্তুন্যশোচিত্বে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ২০ ।।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীমদুত্তরগীতা সমাপ্তা।

কি গত বিষয়, কি প্রাপ্ত বিষয় কিছুতেই যাহার শোক নাই, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম ধারণ করিতে হয় না। ২০।

ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত উত্তরগীতানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামগীতা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাং।
চচার পূর্ব্বচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরপি সেবিতং যথা॥ ১॥

অথ ভগবান্ শিবো রামলক্ষ্মণসম্বাদব্যাজেন পরতত্ত্বমুপদেষ্টুমাহ তত ইতি। জগতাং যানি মঙ্গলানি আনন্দাস্তেষামুপজীব্যভূতং মঙ্গলং ব্রহ্মানন্দঃ স এবাত্মা স্বরূপং তেন 'তস্যৈবানন্দস্যান্যানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ 'মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং' ইতি স্মৃতেশ্চ কিঞ্চ জগতাং মঙ্গলং কল্যাণং যস্মাত্তাদৃশঃ কল্যাণস্বরূপ আত্মা মূর্ত্তিস্তয়া উত্তমাং শ্রোত্রাদীনাং মোক্ষদত্বে নাত্যুত্তমাং রামায়ণকীর্ত্তিং বাল্মীক্যাদিকৃতনানাবিধরামায়ণপ্রবর্ত্তিকাং রাবণবধাদিজাং কীর্ত্তিং বিধায় স্থিতো রঘূত্তমঃ ততঃ সীতাপরিত্যাগানন্তরং পূর্ব্বৈঃ স্ববংশজৈরাচরিতং প্রজাপালনসৎকথাশ্রবণাদিকং কেবলং তৎপূর্ব্বজৈরেবাচরিতমিতি ন কিন্তু অন্যৈরপি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠৈর্যথাভিসেবিতং তথা চচার কৃতবান্। ১।

মহাদেব কহিলেন, (১) অনন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যাহা জগতের

---

(১) দেবদেব শঙ্কর রামলক্ষ্মণকথোপকথনচ্ছলে পরতত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন। ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ধরাতলবাসীগণের হিতসাধনোদ্দেশে স্বমুখে মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞান বিষয় অনুজ লক্ষ্মণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা সংসারানলে অতিসন্তপ্ত জনগণের সুমহৎ উপকারী সন্দেহ নাই। দেবদেব ভগবান্ পিনাকপাণি প্রথমে মহাদেবীর নিকট, তৎপরে ব্রহ্মা নারদের নিকট এবং অবশেষে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যবাসী তাপসগণের নিকট এই রামগীতা কীর্ত্তন করেন।

মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গলের একমাত্র কারণ, সেই স্বরূপ দ্বারা ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-দায়িনী রামায়ণকীর্ত্তি ধরাতলে প্রথিত করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত প্রজাপালন, সৎকথাশ্রবণাদি যাবতীয় কর্ম্ম ও অন্যান্য রাজর্ষিগণানুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কার্য্যও সুসম্পন্ন করিলেন। ১।

সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ॥ ২॥

উদারা গুরুদেববিশ্বাসলক্ষণমহাগুণবতী যদ্বা উদারা দানশীলা বুদ্ধির্যস্য তেন পুরাতনীঃ প্রাচীনরাজসম্বন্ধিনীঃ শুভাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণেত্র্যঃ প্রমত্তস্য স্বগোমণ্ডলমিশ্রিতব্রাহ্মণগোদানাৎ প্রমত্তস্য নৃগস্য রাজ্ঞো দ্বিজস্য শাপাৎ তির্য্যক্ত্বমাহ তেনাজ্ঞানকৃতব্রহ্মস্বাপহারেণ পরমধার্ম্মিকস্যাপীদৃশ্যবস্থেতি সর্ব্বথা ব্রহ্মস্ববিমুখতা ধর্ম্ম ইতি সূচিতং। ২।

তিনি কোন সময়ে উদারবুদ্ধি (১) সৌমিত্রি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শুভপ্রদ পুরাতনী কথা (২) সকল বর্ণন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপে মহীপতি নৃগের তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তির বিবরণও যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন (৩)। ২।

কদাচিদেকান্তমুপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজং।

---

(১) উদার শব্দে দাতা অথবা গুরুদেবতাদির প্রতি বিশ্বাসরূপ গুণযুক্ত।

(২) পুরাতনী——প্রাচীনরাজসম্বন্ধিনী।

(৩) নরপতি নৃগ অতীব ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মস্বাপ-হরণবশতঃ ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হন, তিনি কোন সময়ে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোসমূহ মধ্যে ব্রাহ্মণের গো মিশ্রিত ছিল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; কাজে কাজেই তাঁহাকে ব্রহ্মস্বাপহরণ-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইল; সুতরাং ব্রহ্মস্ববিমুখতা যে পরম ধর্ম্ম, তাহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

একান্তে বিজনে উপস্থিতং প্রাপ্তং বিনয়ান্বিতঃ সন্ ভক্ত্যা গুরুরয়মিতি বুদ্ধ্যা প্রণম্য অনেন গুরূপসদনপ্রকারঃ উক্তঃ আসাদিতং শুদ্ধং ভাবনং ভাবনান্তঃকরণং যেন সঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি যাবৎ ভগবদ্ভক্তসৎকথাশ্রবণেন শুদ্ধান্তঃকরণ ইত্যর্থঃ। ৩।

একদা প্রভু রামচন্দ্র একান্তে সমুপবিষ্ট আছেন, আর লক্ষ্মী তদীয় পাদপঙ্কজ সেবা করিতেছেন, ইত্যবসরে শুদ্ধান্তঃকরণ লক্ষ্মণ তৎসমীপে উপনীত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক বিনয় সহকারে কহিলেন। ৩।

ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ং।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশামথাপি তে
পাদাব্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাং ॥ ৪ ॥

হে মহামতে মহতী সর্ব্ববিষয়া মতির্যস্য তস্য সম্বোধনং ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি অনবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপোঽসি সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি জীবানাং তৎপ্রতিবিম্বত্বাৎ অধীশোঽসি অন্তর্যামিত্বান্নিয়ন্তাসি বাস্তবভেদাভাবাচ্চ সর্ব্বাত্মত্বম্ ঔপাধিকভেদাচ্চ নিয়ন্তৃনিয়ম্যভাবো বোধ্যঃ নিরাকৃতিঃ অস্মদাদিবৎ স্বার্জ্জিতকর্ম্মাধীনশরীরাকৃতিরহিতঃ সর্ব্বৈঃ কথমেবং ন জ্ঞায়তে অত আহ জ্ঞানদৃশাং স্বয়মেবং প্রতীয়তে জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তবাক্যজাতং তদেব দৃক্ দর্শনসাধনং যেষাং তেষামিতি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী তৈরিত্যর্থঃ তাদৃশদৃক্লাভশ্চ ত্বদ্ভক্ত্যধীন ইত্যাহ পাদেতি ত্বচ্চরণকমলয়োর্ভৃঙ্গবদাহিতঃ কৃতঃ সঙ্গো যেন তাদৃশান্তঃকরণসঙ্গবতাং ত্বচ্চরণকমলসলগ্নান্তঃকরণবতামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হে মহামতে! আপনি অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ, আপনিই দেহিগণের আত্মা ও নিয়ন্তা, আপনি নিরাকৃতি। যাহাদিগের চিত্ত আপনার চরণকমলে ভৃঙ্গবৎ সংলগ্ন হইয়াছে, একমাত্র সেই সকল জ্ঞানচক্ষু ভক্তেরাই আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকে। ৪।

অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতং।
যথাঞ্জসা জ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাং ॥ ৫ ॥

অথ প্রার্থয়তে অহমিতি। ভবস্য সংসারস্যাপবর্গো নিবৃত্তির্যস্মাত্তাদৃশং তব পদাম্বুজং প্রপন্নোঽস্মি শরণং প্রাপ্তোঽস্মি যোগিভাবিতং যোগিভিঃ সংসারমুক্তয়ে ভাবিতং অনেন তস্য ভবাপবর্গত্বে সদাচারপ্রমাণমুক্তং প্রার্থনীয়মাহ অপারবারিধিরূপং যদজ্ঞানং সংসারমূলকারণং যথাসুখমক্লেশেন তরিষ্যামি তথা মামনুশাধি শিক্ষয় অপারবারিধিমিত্যনেন সপারপ্রসিদ্ধসমুদ্রাব্যতিরেক উক্তঃ অশক্যতরণতা অনেন ধ্বনিতা ॥ ৫ ॥

হে প্রভো! যোগিগণ নিরন্তর যাহা ধ্যান করেন, যদ্দ্বারা সংসারবন্ধন বিদূরিত হয়, আমি আপনার সেই চরণকমলে শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে অবিলম্বে অনায়াসে অপার বারিধিরূপ সংসারমূলকারণ অজ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারি, আমাকে তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করুন্। ৫।

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ।
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণং ॥ ৬ ॥

অথোত্তরমবতারয়তি শ্রুত্বেতি। রামঃ সৌমিত্রিবচঃ শ্রুত্বা অথ শব্দো বাক্যালঙ্কারে তদা শ্রবণাব্যবহিতকালে এব প্রপন্নানাং ভক্তানামার্তিং সংসারদুঃখং হরতি তাদৃশঃ প্রসন্না ভ্রমাদিহীনা ভক্তানুগ্রহপরা চ ধীর্যস্য স ক্ষিতিপালানাং রাজ্ঞাং ভূষণভূতো অজ্ঞানরূপতমস উপশান্তয়ে তদর্থং সদ্ভিরার্যৈঃ শ্রুতিভিঃ 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ প্রপন্নং তৎফলকত্বেন বোধিতং বিজ্ঞানমাত্মতত্ত্বজ্ঞানমিতি সামান্যতঃ প্রথমং প্রাহ ॥ ৬ ॥

শরণাগত-দুঃখহারী প্রসন্নমতি ক্ষিতিপালগণের ভূষণস্বরূপ রামচন্দ্র সৌমিত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরণার্থ শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৬।

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমর্প্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥

অথ তাদৃশজ্ঞানপ্রাপ্তয়ে ক্রমেণ বহিরঙ্গান্তরঙ্গসাধনান্যাহ আদাবিতি। স্ববর্ণাশ্রমেষু শাস্ত্রেণ বর্ণিতা যাঃ ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিকযজ্ঞদানাদিরূপাস্তাঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ প্রাপ্তান্তঃকরণশুদ্ধিঃ তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ তদনুষ্ঠানপূর্ব্বকমেব উপাত্তানি সাধনানি শমদমাদীনি যেন তাদৃশঃ অনেন কর্ম্মণাং বহিরঙ্গত্বং শমাদীনামন্তরঙ্গত্বং স্ফুটমেবোক্তং কিঞ্চ শমদমবৈরাগ্যদার্ঢ্যপর্য্যন্তং কর্ম্মানুষ্ঠানমেবেতি সূচিতং ততস্তৎকর্ম্মানুষ্ঠানং সমাপ্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যস্যেতি যাবৎ আত্মলব্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় তৎফলকায় তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থবিচারায় সদ্‌গুরুং শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠামিত্যাদি-লক্ষণলক্ষিতং সমাশ্রয়েৎ সেবেত। অনেন ব্যুৎপত্তিবলেন স্বয়মেব বাক্যার্থবিচারঃ ক্রিয়মাণো ন ফলায়েতি সূচিতং ॥ ৭ ॥

রাম কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! সর্ব্বাগ্রে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম (১) সাধন পূর্ব্বক অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি লাভ হইলে শমদমাদি সাধন করিয়া (২) পরিশেষে আত্মজ্ঞান লাভার্থ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৭।

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।

(১) স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞদানাদি।

(২) এ স্থলে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে, শমদমাদির দার্ঢ্যসাধন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ ॥ ৮

সংসারস্য ভ্রমিমচ্চক্ররূপত্বাৎ নিবৃত্তেশ্চ তৎকারণাজ্ঞাননিবৃত্তিমূলকত্বাদজ্ঞাননিবৃত্তিশ্চ তত্ত্বজ্ঞানৈকসাধ্যত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্য চ বেদান্তবিচারসাধ্যত্বাত্তদর্থং গুরুসমাশ্রয়ণমিত্যাহ ক্রিয়েতি। ভবঃ সংসারশ্চক্রবদ্বিপরিবর্ত্তমান ঈর্য্যতে কথ্যতে তমেবোপপাদয়তি আদৃতা আদরপূর্ব্বং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা ক্রিয়া এতস্য শরীরোদ্ভবস্য জন্মনি স্বরাগিণো বিষয়াভিলাষবতঃ তৌ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৌ ধর্ম্মেতরৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রিয়াপ্রিয়ৌ সুখদুঃখজনকৌ ভবতঃ কস্যচিদধর্ম্মে এব সুখত্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তিঃ কস্যচিদ্ধর্ম্মে এব কদাচিদিত্যপ্যাহুম্ এবং তত্রোৎপাদিতকর্ম্মণা পুনঃ শরীরং পুনঃ ক্রিয়া ইত্যেবং চক্রবদ্বিপরিবৃত্তিঃ যথা চক্রে ভ্রাম্যমাণে অধোভাগঃ কদাচিদুপরি উপরিতনশ্চাধঃ পুনরুপরি পুনরধ এবং জন্মক্রিয়য়োর্জন্যজনকভাবেন পরিবৃত্তিরিতি বোধ্যং ॥ ৮ ॥

সংসার চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। দেহিগণ পূর্ব্বজন্মে আদর পূর্ব্বক যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই সকল ক্রিয়াই তাহাদিগের জন্মধারণের কারণ হইয়া থাকে। বিষয়াভিলাষীগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহাদিগের সুখদুঃখের ও পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের কারণ হয় (১)। ৮।

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতং ॥ ৯ ॥

---

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহাদিগের মধ্যে কেহ ধর্ম্মানুসারে এবং কেহ বা অধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ফলে তাহাদিগকে দেহান্তে পুনরায় উচ্চ বা নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারেই সংসার চক্ররূপে ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

তস্য চাজ্ঞানমেব মূলমিত্যাহ অজ্ঞানমেবেতি। অত্র বিধৌ সংসার-নিবৃত্তিলক্ষণে কর্ত্তব্যে অর্থে তদ্ধানমেব মূলকারণস্যাজ্ঞানহানমেব বিধীয়তে সাধনত্বেনেতি শেষঃ নন্থ কর্ম্মৈব তন্নাশকমস্তু কিং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ বিদ্যৈব জ্ঞানমেব তন্নাশবিধৌ মূলাজ্ঞাননাশনে পটীয়সী সমর্থা ন কর্ম্ম সমর্থমিতি শেষঃ যতস্তৎ তজ্জং অজ্ঞানজং আত্মস্বরূপাজ্ঞানজন্যদেহাদ্যভি-মানজন্যত্বাৎ কর্ম্মণোঽজ্ঞানজন্যত্বং বোধ্যং নন্থ তজ্জন্যস্যাপি তন্নাশকত্বং বৃশ্চিককর্কট্যাদৌ দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য তজ্জন্যত্বং বা ন নাশকত্বে প্রয়োজকং কিন্তু সবিরোধত্বমেবেত্যাহ যৎ সবিরোধং তদীরিতং নাশকমুক্তমিত্যর্থঃ ।। ৯ ।।

অজ্ঞানই এই সংসারের মূল কারণ, এই জন্য নিবৃত্তিমার্গোপলক্ষিত চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে সেই অজ্ঞানের বিনাশ সাধনই বিধেয়। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞান বিনাশে সমর্থ। যদি এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, কর্ম্মই অজ্ঞাননাশক, জ্ঞানের কি প্রয়োজন? তাহাও হইতে পারে না, কারণ অজ্ঞানোৎপন্ন কর্ম্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানই অজ্ঞান-বিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে। ৯।

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ।। ১০ ।।

অতএব কর্ম্মণা নাজ্ঞানহানিরিত্যাহ নাজ্ঞানেত্যাদি। যতঃ কর্ম্মণা বিরোধাভাবান্নাজ্ঞাননাশো নাপি রাগনাশো বস্তুতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুনঃ সদোষং ক্ষয়িফলত্বাদিদোষবিশিষ্টং কর্ম্মৈবোদ্ভবেৎ কর্ম্মণশ্চ পুনঃ সংসার এবেতি ন মুক্তিপ্রত্যাশা এতস্মাদ্বুধো বিবেকী জ্ঞানবিচারবান্ জায়তে-ঽনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তবাক্যং তদ্বিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥

কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানবিনাশ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধিও জন্মে না, বরং তদনুষ্ঠান বশতঃ দোষকর কর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং পুনরায় অবারিত

সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে, মুক্তিলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকে না, অতএব বিবেকী ব্যক্তি জ্ঞানবিচারবান্ হইতে যত্ন করিবে (১) । ১০ ।

নন্বু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং ।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ।। ১১ ।।

ইদানীং জ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বং বক্তুং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদং দূষণায়ানুবদতি সার্দ্ধেন নন্বিতি। নন্বিতি শঙ্কায়াং যথা বিদ্যা বেদমুখেন শ্রুতিপুরাণলক্ষণেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পুরমিত্যাদিনা পুরুষার্থসাধনমুক্তা তথা 'উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং' ইত্যাদিনা ক্রিয়াপি তৎসাধনত্বেনোক্তা কিঞ্চ ক্রিয়া কর্ত্তব্যতা তৃতীয়ার্থে প্রথমা কর্ত্তব্যতয়া আবশ্যকে কৃত্যে অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া প্রচোদিতা নিত্যনৈমিত্তিকরূপা এবঞ্চ তদকরণে প্রত্যবায়োৎপত্ত্যা জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ সা পুনর্ব্বিদ্যায়াঃ সহায়ত্বং প্রাপ্নোতি ঘটে জননীয়ে যথা দণ্ডচক্রাদীনাং পরস্পরসহায়তা ॥ ১১ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিসাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চন করিলে মোক্ষলাভ হয়, ইত্যাদিসূচক স্মৃত্যাদি দ্বারা নিত্যত্বরূপে বিহিত ক্রিয়াসকলও পুরুষার্থসাধনরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জীবগণ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির পরেও মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের সহায়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ১১ ।

(১) ইহার তাৎপর্য্যে এই বুঝা যাইতেছে যে, বিবেকী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মুক্তিলাভাদির প্রত্যাশা করেন, তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবেন।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
ননু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

কর্ত্তব্যতেতি শ্লোক্তমেব বিবৃণোতি কর্ম্মেতি। 'বোরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি শ্রুতিঃ তত্র সিদ্ধান্তো শঙ্কতে নিম্বিতি ধ্রুবং স্থিরং কার্য্যমিদং পুরুষার্থমোক্ষজনিকা বিদ্যা যতঃ স্বতন্ত্রা বিনাপি সহায়েন স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থা যথা তেজস্তিমিরনিবর্ত্তনসমর্থং মনসাপি কিঞ্চিৎ সহায়ভূতং বস্তু নাপেক্ষতে তথা ফলে জননীয়ে সহায়ান্তরসম্ভাবনাপি নেতি ভাবঃ। অনেন বিদ্যা ফলজননে নিরপেক্ষা স্বতন্ত্রত্বাত্তেজোবদিত্যনুমানং সূচিতং ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, কর্ম্ম না করিলেও দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কারণ জ্ঞান কর্ম্মযোগীদিগের অনপেক্ষ স্বাধীনরূপে মোক্ষসম্পাদক 'নহে, অতএব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রকেই অঙ্গস্বরূপে অপেক্ষা করে। ১২।

ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্ব্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥

সমুচ্চয়বাদী পরিহরতি নেতি। তদুক্তং নেত্যর্থঃ সত্যকার্য্যঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদি বেদেন বোধিতঃ স্থিরকার্য্যোঽপি অধ্বরঃ যথান্যানপি কারকাদিকান্ আরাদুপকারকপ্রয়াজাদ্যঙ্গানি দেশকালাদীনি চ প্রকাঙ্ক্ষতে তথা বিদ্যাপি অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদিবিধিবাক্যতঃ তৎসমূহেন প্রকাশিতৈঃ কর্ম্মভিঃ সহিতৈব মুক্তয়ে বিশিষ্যত ইত্যর্থঃ।

বিদ্যা ফলদানে কর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গিত্বাৎ প্রয়াজাদ্যঙ্গাপেক্ষদর্শাদিবদিতি সৎপ্রতিপক্ষানুমানমনেন সূচিতঃ॥ ১৩॥

যাহার কর্ম্ম সকল সত্য, তাদৃশ যজ্ঞ যেরূপ ক্রিয়াসম্পাদক স্রুবাদি ও দেশকালাদি আকাঙ্ক্ষা করে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিহিত নিত্যাদি কর্ম্মসমূহের সহিত মুক্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়। ১৩।

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥ ১৪॥

তদনূদ্য সিদ্ধান্তো দূষয়তি কেচিদিতি। যৎ কেচিদ্বিতর্কবাদিন ইতি জ্ঞানকর্ম্মণো সমুচ্চিত্য মুক্তিসাধনং বদন্তি তদপ্যসৎ যথা কেবলং কর্ম্মমোক্ষসাধনমিত্যসত্তথা তন্মীলিতমিত্যপ্যসৎ তত্র হেতুদৃষ্টবিরোধকারণাৎ দৃষ্টো যো বিরোধঃ সর্ব্বলোকদৃষ্টবিরোধরূপাৎ কারণাত্তদসদিত্যর্থঃ। বিরোধমেবাহ দেহাভিমানাৎ ক্রিয়া বর্দ্ধতে অনাত্মনি দেহাদাবাত্মত্বাভিমানাৎ ক্রিয়াবৃদ্ধিঃ বিদ্যা তু গতাহঙ্কৃতিতঃ গতা অহঙ্কৃতির্যস্য তস্য নষ্টাহঙ্কৃতেঃ প্রসিদ্ধ্যতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ এবঞ্চাহঙ্কারসত্তামূলকত্বাৎ ক্রিয়াদানয়োঃ সমুচ্চয়ো বিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

কোন কোন বিতর্কবাদী ব্যক্তিগণ যাহা বলেন, তাহাও অসৎ অর্থাৎ যদ্রূপ কেবল কর্ম্মকেই মোক্ষসাধন বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়কেও বিধেয় বলা অযুক্ত, কারণ তাহাতে বিরোধ দৃষ্ট হয়। দেহাভিমান দ্বারাই ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারাই দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৪।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিলোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।

উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকং ॥১৫॥

অথ পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তানুমানং দূষয়ন্ বিদ্যাস্বরূপমাহ বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং যেভ্যস্তেষাং বেদান্তবাক্যানাং যদ্বিশেষেণ রোচনং রলয়োরভেদাদালোচনং বিচারস্তেনাঞ্চিতা প্রাপিতা যা চরমা আত্মবৃত্তির্ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ সা বিদ্যেতি ভণ্যতে বিদ্বদ্ভিরিতি শেষঃ পুনঃ সমুচ্চয়বারণায় বিদ্যাকর্ম্মণোর্বৈষম্যমাহ কর্ম্ম যজ্ঞাদি অখিলকারকাদিভিঃ কর্ত্তব্যকর্ম্মাদিভিরঙ্গৈশ্চ সহিতং সদুদেতি ফলোন্মুখং ভবতি বিদ্যা পুনরখিলকারকাদি নিহন্তি তত্র কর্তৃত্বাদিবুদ্ধিং নিহন্তি সকলব্যাপারপরিত্যাগেন ব্রহ্মণি সমাপ্তির্হি বিদ্যা অতঃ স্বোৎপত্তৌ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মসাপেক্ষা স্বফলে জনয়িতব্যে তন্নিরপেক্ষৈবান্যথা বিদ্যাস্বরূপস্যৈব ভঙ্গাপত্তেরিতি পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তহেতোরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বেদান্তবাক্যের বিচার দ্বারা যে চরম জ্ঞান, বুধগণ তাহাকে বিদ্যা বলিয়া বর্ণন করেন। কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মাদি অঙ্গের সহিত ফলভোগ দান করে এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান কর্তৃত্বাদি বুদ্ধির বিনাশ করিয়া দেয়। ১৫।

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥

উপসংহরন্ মুমুক্ষোর্বৃত্তিপ্রকারমাহ তস্মাদিতি। বিদ্যাবিরোধান্ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণা সহ বিরোধেন সমুচ্চয়ো ন ভবেৎ তস্মাৎ সুধীর্মুমুক্ষুরশেষতঃ কর্ম্ম ত্যজেৎ কাম্যন্তু সর্ব্বথা ত্যজ্যমেব নিত্যনৈমিত্তিকমপি যাবচ্চিত্তশুদ্ধিকর্ত্তব্যমেব ততোঽপি ব্রহ্মণি চিত্তস্থৈর্য্যপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যমেব ততস্তদনুসন্ধানং প্রতিবন্ধকত্বাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ তদপি ত্যাজ্যমেবেতি ভাবঃ। ইদানীং মুমুক্ষুকর্ত্তব্যমাহ নিবৃত্তাঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোচরা বিষয়া শব্দাদয়ো যস্মাৎ

তাদৃশঃ সন্ আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্যানুসন্ধানমেব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য তথা-বিধো ভবেৎ অত্রেন্দ্রিয়প্রত্যাহারঃ কর্ত্তব্যত্বেনোক্তস্তেন তৎপূর্ব্বং প্রাণা-য়ামাদার্থাদাক্ষিপ্তঃ ॥ ১৬ ॥

বিরোধিতানিবন্ধন বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সম্যক্রূপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে এবং ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইতে যত্নবান্ হইবে। ১৬।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

রাগিবিরাগিভেদেন কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতেত্যাহ যাবদিতি। মায়য়া বিদ্যয়া শরীরাদিষনাত্মসু আত্মধীরহঙ্কর্ত্তেত্যাদিরূপা যাবদ্ বর্ত্ততে তাবৎ বিধিবাদ-কর্ম্মণাং বিধির্যজেতেত্যাদি বাদঃ কর্ত্তব্যতাবোধঃ যেষাং কর্ম্মণাং বিধেয়ো বরীবর্ত্তি তৎকর্ম্মতা ভবেৎ তদপগমে তু তদখিলং জগন্নেতীতি বাক্যৈঃ অথাত আদেশো নেতিনেতীত্যাদিবাক্যৈর্নিষিধ্য মিথ্যাত্বেন নির্ণীয় তদ্বিলক্ষণতয়া সত্যত্বেন পরমাত্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা ক্রিয়াস্ত্যজেৎ নিরূপিত-মেতৎ ॥ ১৭ ॥

যে পর্য্যন্ত এই অনাত্মভূত শরীরে অবিদ্যাকৃত অহংবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদবিধানোক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে এবং ক্রমে ক্রমে চিত্ত-শুদ্ধি জন্মিলে ও পরমাত্মাকে অবগত হইলে এই অখিল জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন ক্রিয়া সকল সম্যক্ বিসর্জ্জন করিবে। ১৭।

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরং।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকাকারণমাত্মসংসৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মবিজ্ঞানে সত্যবস্তুমবিদ্যা নিবর্ত্তত ইত্যাহ যদেতি। আত্মনি শুদ্ধে অন্তঃকরণে পরমাত্মন ঈশস্যাত্মনো জীবস্য চ যো বিভেদো মায়ান্তঃকরণরূপোপাধিদ্বয়কৃতো বিভেদো ভেদস্তস্য ভেদকং নাশকং ভাস্বরং প্রকাশশীলং যদ্বিজ্ঞানং ইতরবৃত্ত্যুপমর্দ্দনপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারাখণ্ডাবৃত্তির্যদাবভাতি অসম্ভাবনাদিতিরস্কারেণোদেতি তদৈবং সকারকা জন্মান্তরপ্রাপককর্ম্মসহিতা মায়া তত্তজ্জীবোপাধিভূতাবিদ্যাঞ্জসা ঝটিতি বিলীয়তে নশ্যতি নন্থ তন্নাশেঽপি সংসারনাশঃ কথমতো মায়াবিশেষণং আত্মসংসৃতেঃ কারণং সংসারস্যোপাদানং কারণমেবঞ্চ তন্নাশে কার্য্যনাশো ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান ঈশ্বর এবং জীবের মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপ উপাধিদ্বয়কৃত রূপভেদের বিনাশক এবং স্বয়ংপ্রকাশরূপ, যখন গুরুর কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, তখনই সংসারকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান নাশ হইলেই সংসারাদি বিনাশ হয়, সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। ১৮।

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্দ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

উক্তমেবার্থং পুনর্দার্ঢ্যায়াহ শ্রুতীতি। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিশ্রুতিরূপৈঃ প্রমাণৈস্তজ্জনিতজ্ঞানেন নাশিতা সা অবিদ্যা কথমপি কার্য্যকারিণী ভবিষ্যতীতি কাকুরত্র সর্ব্বথা নেত্যর্থঃ অসতঃ কার্য্যকারিত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ তস্যা নোদ্ভব ইত্যাহ বিজ্ঞানমাত্রাদিতি। অমলাদ্দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধাদ্দ্বিতীয়াত্মবিষয়ক-বিজ্ঞানমাত্রাদিতরাসহকৃতান্নিদিধ্যাসন-পরিপাকজজ্ঞানাদ্যতো নষ্টা তস্মাৎ সা পুনর্ন ভবিষ্যতি রজ্জুজ্ঞানমূলকস্য সর্পস্য রজ্জুজ্ঞানেন নিবৃত্তস্য যথা ন পুনরুৎপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা কোন কোন সময়ে কার্য্যকারিণী

হইয়া থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয় বিজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৯।

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্মেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥২০॥

বিদ্যায়া ইতরনিরপেক্ষায়া এব মোক্ষকারণত্বমুক্তং যুক্তিপূর্ব্বকং পুনঃ কথয়তি শ্রোতৃদার্ঢ্যায় যদীতি। যদি নষ্টা তত্ত্বজ্ঞাননাশিতা সা ন পুনঃ প্রসূয়তে নোৎপদ্যতে তদা কারণাভাবাদহংমতিঃ কথং ভবেৎ কথমপি ন ভবেদিত্যর্থঃ। তদভাবাচ্চ তৎকালে কর্ম্মাভাব ইতি স্বফলজননে সা স্বতন্ত্রা ইতরনিরপেক্ষৈব ন কিমপ্যপেক্ষতে দ্বিতীয়স্যাসম্ভবাৎ অতঃ কেবলা অসহায়ৈব বিমোক্ষায় বিভাতি তৎফলিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞানবিনাশিতা অবিদ্যা আর পুনরুৎপন্না না হয়, তাহা হইলে কারণাভাব নিবন্ধন অহংবুদ্ধিই বা কিরূপে জন্মিতে পারে? অতএব মুক্তির নিমিত্ত জ্ঞানই স্বাধীন, কর্ম্মাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। ২০।

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটং।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনং ॥ ২১ ॥

অত্রার্থে শ্রুতিরপি প্রমাণমিত্যাহ সেতি। সা প্রসিদ্ধা 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' ইত্যাদিকা তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ প্রশস্তানামর্থবাদৈঃ প্রাশস্ত্যেন বোধিতানামপি কর্ম্মণাং ন্যাসং ত্যাগং সাদরং স্ফুটমাহ নতু কর্ম্মসমুচ্চয়মিত্যর্থঃ। তথা বাজিনাং বাজসনেয়ানাং

"এতাবদরে খল্বমৃতত্বং" ইত্যাদিকা জ্ঞানং বিমোক্ষায় সাধনং ন কর্ম্মেত্যেতদাহ ॥ ২১ ॥

"কর্ম্মসন্ন্যাস করাই শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদিসূচক তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে কর্ম্মত্যাগের বিষয় আদরপূর্ব্বক লিখিত আছে এবং অদ্বৈত জ্ঞানই নিশ্চিত, অন্য কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়া মুক্তির কারণ হয়, ইত্যর্থসূচক বাজসনেয় নামক বৃহদারণ্যকোপনিষদে তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির কারণ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ২১।

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ং ॥ ২২ ॥

অহঙ্কারত্যগরূপকারণবৈষম্যাৎ ক্রিয়াজ্ঞানয়োর্বৈষম্যমুক্ত্বা ফলপ্রযুক্তমপি বৈষম্যমাহ বিদ্যেতি। হে সমুচ্চয়বাদিন্ ত্বয়া ক্রতুরগ্নিষ্টোমাদিবিদ্যাসমত্বেন দর্শিতঃ পরন্তু সমো দৃষ্টান্তো নোদাহৃতঃ অনেন ক্রতুর্ব্বিদ্যাসমঃ শ্রুতিবোধিতকর্ত্তব্যতাকত্বাৎ ইত্যনুমানং নিরস্তং দৃষ্টান্তাভাবাৎ অন্বয্যেবানুমানং ন ব্যতিরেকীতি ভাবঃ। এতচ্চাকরে বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতং ননু বিদ্যাকর্ম্মণী সমে একফলত্বাচ্চক্রদণ্ডাদিবাদিত্যনুমানমিতি চেত্তত্রাহ ফলৈঃ পৃথকত্বাৎ ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া ফলানাং ভেদাদিত্যর্থঃ এবঞ্চ স্বরূপাসিদ্ধো হেতুরিতি ভাবঃ। সমানকারকত্বমপি হেতুর্নেত্যাহ ক্রতুর্ব্বহুভিঃ কারকৈরহং মমতাভিমানরূপৈরান্তরৈর্বাহ্যৈশ্চ দেশকালাদিনিয়মৈশ্চ সাধ্যতে জ্ঞানং ত্বতো বিপর্য্যয়ং বদতো ন তয়োঃ সাম্যমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

যদি বল যে, পূর্ব্বে কর্ম্মকে বিদ্যাসদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছ, এখন এরূপ বলিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে দৃষ্টান্তমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, পরন্তু অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মকে বিদ্যার সদৃশ বলিয়া বর্ণন করা হয় নাই, কর্ম্মের ফল এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলপৃথকত্ব জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২২।

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীঃ
অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি-
র্ব্বিধানতঃ কর্ম্মবিধিপ্রকাশিতং॥ ২৩॥

নম্বকরণে প্রত্যবায়ভিয়া কর্ম্ম কার্য্যমিতি চেন্নেত্যাহ সপ্রত্যবায় ইতি। কর্ম্মত্যাগেন হি নিশ্চয়েনাহং প্রত্যবায়সহিতো ভবিষ্যামীত্যেবং শুদ্ধাত্মনি অনাত্মধর্ম্মস্য ধীরজ্ঞস্য তত্ত্বজ্ঞানবিকলস্য প্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ তস্যাহং বুদ্ধেরভাবাৎ পাপাদেরনাত্মধর্ম্মতানিশ্চয়াচ্চ তস্মাৎ বুধৈঃ কর্ম্মক্রিয়াত্মভিঃ ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া ক্রিয়াফলসক্তচিত্তানাং বিধানতো বিধানেনেতি কর্ত্তব্যতয়া যুক্তং কর্ম্ম বিধিভিরবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বোধিতমপি ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

যদি ইহা বল যে, বিদ্যার সহিত কর্ম্মের এইরূপ তুল্যত্ব হইলেও বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে যে প্রত্যবায় হয়, তাহার পরিহারার্থ কর্ম্ম করা উচিত। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—"কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় অনিষ্টসাধন হইবে" অনাত্মদেহাদিতে যাহাদিগের অহঙ্কারাদি বিদ্যমান আছে, সেই সকল অজ্ঞানিগণই ঐরূপ বিবেচনা করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা কদাচ ওরূপ জ্ঞান করেন না, সুতরাং বুধগণ সর্ব্বথা বিধিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। ২৩।

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতি বাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ॥ ২৪॥

অথ বিরক্তস্য কার্য্যমাহ শ্রদ্ধেতি। গুরুশাস্ত্রয়োর্বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদন্বিতো বুভুৎসুঃ শুদ্ধমানসোঽপি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ শুদ্ধমানসশ্চ গুরোঃ

প্রসাদাৎ লব্ধতত্ত্বমসীতিবাক্যতঃ শ্রুতমাত্মজীবয়োরৈকাত্ম্যং বিজ্ঞায় মনন-নিদিধ্যাসনপরিপাকাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য চ এবার্থঃ সাক্ষাৎকৃত্যৈব সুখী ভবেৎ সকলদুঃখহীনো ভবেদিত্যর্থঃ। অপ্রকম্পনঃ বিষয়াভিলাষাক্ষোভিতান্তঃকরণঃ ॥ ২৪ ॥

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা সহকারে গুরু সকাশে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরমাত্মা ও জীবের ঐকাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইবে, তাহা হইলেই বিষয়-ভোগাভিলাষে অনিচ্ছু হইয়া পরম আনন্দ লাভ করা যায়। ২৪।

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বংপদার্থো পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

মহাবাক্যং বিবরীতুং বাক্যার্থস্য পদার্থবোধকপূর্ব্বকত্বমাহ আদাবিতি। বিধানতঃ ভ্রমপ্রমাদরাহিত্যেন বাক্যার্থবিজ্ঞানস্য বিধাবুৎপত্তৌ আদৌ প্রথমং মুখ্যমিতি যাবৎ পদার্থাবগতিঃ কারণং হি প্রসিদ্ধং তস্য পদত্রয়ং তত্ত্বমসীতি তত্র তৎপদার্থঃ পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণঃ ত্বং পদার্থো জীবঃ অনয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োরৈকাত্ম্যং তদ্বোধকমসীতি পদং ॥ ২৫ ॥

হে লক্ষ্মণ! 'তত্ত্বমসীতি' শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, অতএব উহার অর্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। "তৎ" ও "ত্বং" এই দুই পদে পরমাত্মা ও জীব এবং "অসীতি" শব্দে "তৎ" ও "ত্বং" এই উভয়ের ঐক্য বুঝাইবে। ২৫।

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
র্ব্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাং।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

নমু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণস্যেশস্য কিঞ্চিৎজ্ঞত্বধর্ম্মবতা জীবনৈকাত্ম্যং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যগিতি। অহংবুদ্ধিবেদ্যত্বং প্রত্যক্ত্বং জীবধর্ম্মঃ পরোক্ষত্বমীশধর্ম্মস্তদাদিধর্ম্মকৃতমাত্মনোঃ পরমাত্মজীবাত্মনোর্ব্বিরোধং বিহায় ত্যক্ত্বা তয়োঃ সংশোধিতাং যুক্তিভিঃ সম্যগ্বিচারিতাং তত্ত্বংপদাভ্যাং শক্ত্যভাবেঽপি বক্ষ্যমাণপ্রকারয়া লক্ষণয়া লক্ষিতাং চিদাত্মতাং সংগৃহ্য তত্ত্বং পদোপস্থিতিবিষয়াং কৃত্বা স্বমাত্মানং তথাজ্ঞাত্বাথ একাত্মজ্ঞানানন্তরং অদ্বয়ো ভবেৎ চিৎস্বরূপতাং প্রাপ্তইব ভবেৎ পূর্ব্বমপি তৎস্বরূপ এব বিস্মৃতকণ্ঠচামীকরন্যায়েন চ তৎপ্রাপ্তিরত ইবেত্যুক্তং অয়ং ভাবঃ। তত্ত্বম্পদয়োর্দ্বাবর্থৌ বাচ্যো লক্ষ্যশ্চ তত্র তৎপদস্য মায়োপাধিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টো বাচ্যঃ ত্বংপদস্যাপি কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্টো মায়াকার্য্যাবিদ্যোপাধিরবিদ্যাবদন্তঃকরণোপাধির্ব্বাচ্যঃ উভয়োরপি বিশেষণাংশত্যাগেন শুদ্ধশ্চিদাত্মা লক্ষ্যঃ তত্র বাচ্যয়োর্বিরুদ্ধধর্ম্মকত্বাদৈক্যাসম্ভবেঽপি লক্ষ্যয়োরৈক্যং নির্ব্বাধমেবেতি ॥ ২৬ ॥

"তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ স্বরূপ জীব ও ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞত্বাদি ও পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ বিরুদ্ধাংশ পরিহার করণানন্তর যুক্তি দ্বারা স্থূল দেহাদি হইতে সম্যক্ বিচারিত এবং কথিত লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত সেই তত্ত্বং পদার্থভূত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশ স্বরূপ চিৎরূপকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করত অবশেষে অদ্বয় হইবে।২৬।

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবে-
ত্তথা জহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।
সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বংপদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তলক্ষণাস্বরূপমাহ একাত্মকত্বাদিতি। জহতো লক্ষণা জহৎস্বার্থলক্ষণা যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থস্য প্রবাহস্য ঘোষাধারতানুপপত্ত্যা সর্ব্বথা তৎপরিত্যাগেন তীররূপার্থলক্ষণা সা প্রকৃতেন একাত্মকত্বাৎ বিশেষ্যাংশস্যৈকত্বাৎ সর্ব্বথা স্বার্থত্যাগাভাবাৎ তথা জহল্লক্ষণতা জহৎস্বার্থলক্ষণাবত্ত-

মপি অত্র ন সম্ভবতি যথা কাকেভ্যো দধি রক্ষতামিত্যাদৌ কাকপদস্য স্বার্থাত্যাগেনৈব দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা সাপি ন বিরোধতঃ বিশেষণত্যাগেন সর্ব্বথা স্বার্থত্যাগাভাবাৎ অতো ভাগলক্ষণা জহদজহল্লক্ষণা যুজ্যেত অদোষতঃ পূর্ব্বোক্তদোষাভাবাৎ বিশেষ্যাংশস্যাত্যাগাৎ বিশেষণাংশস্য ত্যাগাচ্চ তত্র দৃষ্টান্তঃ সোঽয়ং পদার্থাবিব যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র তদ্দেশাদি-বিশিষ্টোঽতীতানুভববিষয়ো বা তৎপদার্থঃ এতদ্দেশাদিবিশিষ্টো অনুভূয়-মানো বেদম্‌শব্দার্থঃ তয়োশ্চ বিরুদ্ধবিশেষণকত্বাদৈক্যাসংভবেন দেশাদি-রূপবিশেষণত্যাগেনানুভবগতাতীতত্বাদিবিশেষণত্যাগেন বা লক্ষণয়ৈক্যং তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

যদি বল যে, তত্ত্বং পদার্থের চিৎরূপতা গ্রহণ করণাদি কথিত হইল, কিন্তু উহা কি জহৎ স্বার্থলক্ষণা? কিম্বা অজহৎ স্বার্থলক্ষণা? ইহার উত্তর এই যে, "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের চিদংশক্রমে একরূপতা হেতু জহৎ স্বার্থ-লক্ষণা সম্ভবে না, কারণ বাক্যার্থকে অশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া তৎ-সম্বন্ধিনী অর্থান্তরে বর্ত্তনকেই জহল্লক্ষণা বলে। অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষ-ত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বের বিরোধ হেতু অজহৎ স্বার্থলক্ষণাও সম্ভবে না, কারণ বাচ্যার্থের অপরিত্যাগক্রমে এতৎসম্বন্ধীয় বর্ত্তনকেই অজহল্লক্ষণা বলে। আর "সোঽয়ং" পদার্থের ন্যায় "তৎ" ও "ত্বং" পদের জহদজহল্ল-ক্ষণাই যুক্তিসঙ্গত হয়, কারণ বাচ্যার্থের একদেশ পরিত্যাগ এবং একদেশ গ্রহণ করাকেই জহদজহল্লক্ষণা কহে। ২৭।

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাং।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং।

ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেৎ
শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

অথ ত্যাজ্যত্বায় জীবোপাধিমাহ রসাদীতি। রসা পৃথ্বী আদির্যেষাং তানি পঞ্চীকৃতানি ভূতানি তেভ্যঃ সম্ভবো যস্য তৎ পঞ্চীকরণং চেত্থম্ একৈকং ভূতং দ্বিধাভূতং দ্বিধা বিভজ্য তত্রৈকস্তাগশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তেষাং ভাগানাং স্বেতরভূতচতুষ্টয়ার্দ্ধভাগচতুষ্টয়ে সংযোজনে একৈকং ভূতং পঞ্চাত্মকং ভবতি ভাগাধিক্যাচ্চ প্রাতিস্বিকতয়া ভূরাদিব্যবহারোঽপি সুখদুঃখয়োরাদীনি যানি কর্ম্মাণি তেষাং ভোগস্তৎকর্ম্মজসুখদুঃখানুভবস্তস্যালয়মাশ্রয়ভূতমাদ্যন্তবৎ উৎপত্তিনাশযোগি আদিকর্ম্মজং প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মজন্যং মায়াময়ং পরস্পরয়া মায়াবিকারঃ তদ্বিকারভূতবিকারত্বাৎ এতচ্ছরীরমাত্মনঃ স্থূলমুপাধিং বদন্তীতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

অথ সূক্ষ্মোপাধিমাহ সূক্ষ্মমিতি। বুধা অন্যৎ স্থূলশরীরবিলক্ষণং শরীরং লিঙ্গদেহাখ্যং আত্মন উপাধিং বিদুঃ তৎস্বরূপমাহ সূক্ষ্মং চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ যুতং সংকল্পাত্মকং মনঃ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ঘ্রাণরসনাচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রেতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানব্যানোদানসমানাশ্চ প্রাণাশ্চৈর্যুক্তং এতৎ সপ্তদশসমুদায়াত্মকং তদাধারভূতান্যাহ অপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং তেভ্য উৎপন্নং অতএবাদৃশ্যং তথা ভোক্তুঃ সুখদুঃখাদয়ঃ সুখদুঃখাদ্যনুভবস্যানুসাধনং স্থূলশরীরস্যৈতদনুগতস্যৈব ভোগসাধনমিতি ভাবঃ। এতদ্বিয়োগেনৈব মরণব্যবহার ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৯ ॥

এক্ষণ স্থূলসূক্ষ্ম শরীর হইতে আত্মার বিবেচনাক্রম ও তদীয় বিবেচনার ফল প্রদর্শন জন্য আত্মার উপাধি সকল কথিত হইতেছে। জ্ঞানীগণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূত সমূহ হইতে সমুৎপন্ন সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ভোগাশ্রয়, উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট, প্রাক্তনকর্ম্মজ, এবং মায়াময় শরীরকে আত্মার স্থূলশরীর বলিয়া বর্ণন করেন এবং যাহা দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও পঞ্চপ্রাণ এই সপ্তদশসমন্বিত, অপঞ্চীকৃত, আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন, স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন এবং যাহা অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাসস্বরূপ

ভোক্তার ইহ ও পরলোকগমনক্রমে সুখদুঃখাদি অনুভবের সাধন স্বরূপ, তাহাকেই আত্মার সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া থাকেন অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই সকল বিশিষ্ট স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ যে লিঙ্গ-দেহ, তিনি অধিষ্ঠানের সহিত চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রতীতির সাধন স্বরূপ হন। ইহাকেই বুধগণ আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন। ২৮-২৯।

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকং।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৩০ ॥

ইতি জীবোপাধিদ্বয়মুক্ত্বা ঈশোপাধিমাহ অনাদীতি। অনাদি উৎপত্তিহীনং নানাবিধপারিণামশালিতয়া পরিণামরূপেণ নশ্বরমিতি অনাদিত্ব-মাত্রোক্ত্যা সূচিতমনির্ব্বাচ্যং সত্বাসত্বাভ্যাং নির্বক্তুমশক্যং কারণং সকল-প্রপঞ্চস্য জনকং ঈদৃশী মায়া তু ব্রহ্মণঃ পরং ঈশ্বরব্যবহারসম্পাদকত্বাদুৎ-কৃষ্টং প্রধানং শরীরকং স্বার্থে কঃ এবমুপাধিভেদাদেকমেব চৈতন্যং যতঃ পৃথক্‌স্থিতং জীব ঈশ ইতি ভেদবুদ্ধিবিষয়মতো লক্ষণয়োপাধিপরিত্যাগেন স্বাত্মানমাত্মনি অবধারয়েদভেদেন জানীয়াৎ ক্রমাচ্ছ্রবণমননিদিধ্যাসন-ক্রমেণেত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানীগণ আত্মার কারণরূপও পরিজ্ঞাত আছেন, উহা উৎপত্তিহীন, অনির্ব্বাচ্য, সকল প্রপঞ্চের কারণ, মায়াপ্রধান এবং চৈত্যন্যস্বরূপ। জ্ঞানী-গণ উহাকেই স্বাত্মসদৃশ বিবেচনা করেন। ৩০।

কোষেম্বিয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতি-
র্ব্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।

অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥৩১॥

অথ বাক্যার্থবিচারফলমাহ কোষেম্বিতি। আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে অন্নময়-প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়েষু চতুর্ষু কোষেষু তত্তৎসঙ্গাত্তত্তদাকৃতির্বিভাতি যথা জবাদিসঙ্গাৎ স্ফটিকো অনেকাকৃতির্ভাতি আনন্দময়স্যাপি জীবত্ববা-দিনাং তু তেন সহ পঞ্চসু কোষেম্বিতি বোধ্যং অস্মিন্ মহাবাক্যে পরিতো বিচারিতে সম্যগ্ বিচারিতে সত্যয়মাত্মা "অসঙ্গরূপঃ অন্নময়াদিভিঃ সঙ্গরহিতঃ "অসঙ্গো নহি সজ্জত" ইতি শ্রুতেঃ অজোঽদ্বয়শ্চ বিজ্ঞায়তে স্থূলোঽহমি-ত্যাদিস্বজ্ঞস্য তত্তৎকোষসঙ্গাৎ প্রতীতিঃ স্ফটিকবৎ তত্ত্বজ্ঞস্য তু ন তথা প্রতীতিরিতি ভাবঃ। এবঞ্চ তত্তদুপাধিকৃততদ্রূপতাপ্রতীতিনিরাস এব বিচার-ফলমিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

স্ফটিক যেরূপ জবাদিসঙ্গ নিবন্ধন তত্তদ্বর্ণে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই আত্মাও অন্নময় প্রাণময় প্রভৃতি কোষসমূহে তত্তৎসঙ্গ বশতঃ সেই আকৃ-তিতে প্রতিভাত হন, বস্তুতঃ উহা অসঙ্গরূপ, অজ ও অদ্বয়। ৩১।

বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥৩২॥

জাগ্রদাদ্যবস্থাপি বুদ্ধিধর্ম্মো নাত্মধর্ম্ম ইত্যাহ বুদ্ধেরিতি। ইহ আত্মনি স্বপ্নাদিভেদেন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভেদেন যা ত্রিধা বৃত্তির্দৃশ্যতে সাপি গুণত্রয়া-ত্মনঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপগুণত্রয়স্বরূপায়া বুদ্ধেঃ ধর্ম্মঃ উক্তাবস্থাত্রয়স্যোক্তমূল-কত্বাৎ এতদবস্থাত্রয়স্যাস্মিন্ অবস্থানং ব্যভিচারতো মৃষা বুদ্ধ্যাধ্যাসনিবন্ধনং ন তু বাস্তবমিত্যর্থঃ। অন্যোঽন্যতো ব্যভিচারতস্তস্যাবস্থাত্রয়স্য স্বরূপতো মৃষাত্বাৎ তদ্ভানস্য মৃষাত্বমেব স্বপ্নকালে জাগ্রৎসুষুপ্তোরভাবাৎ জাগ্রতি ইতরদ্বয়স্যাভাবাৎ সুষুপ্তাবিতরয়োরভাবাৎ পরস্পরং ব্যভিচারো বোধ্যঃ

আত্মনস্তদনাশ্রয়ত্বং বিশেষণৈরাহ নিত্যে উৎপত্তিনাশশূন্যে পরে গুণত্রয়াতীতে ব্রহ্মণি ব্যাপকে অসঙ্গে শিবে আনন্দরূপে এবংভূতে সদৈকরূপে পরস্পরব্যভিচারধর্ম্মাধানমসম্ভবি ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে যে তিন প্রকার বৃত্তি দৃষ্ট হয়, উহা সত্ত্ব রজ ও তমোরূপা বুদ্ধির কর্ম্ম, আত্মার নহে, আত্মা উৎপত্তি-নাশরহিত, গুণত্রয়াতীত, সর্ব্বব্যাপক, অসঙ্গ ও আনন্দময়। ৩২।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা
যাবদ্ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩ ॥

অথ ত্যাজ্যত্বায় সংসারমূলভূতাং বৃত্তিমাহ দেহেতি। এষাং সঙ্ঘাৎ ইতরেতরাধ্যাসবিষয়াৎ অজস্রং যাবদ্ধিয়ো বুদ্ধের্বৃত্তিস্তমোমূলতয়া অজ্ঞলক্ষণা অজ্ঞত্বজ্ঞাপিকা যাবৎ পরিবর্ত্ততে তাবৎ ভবোদ্ভবঃ সংসারোদ্ভবঃ ভবেৎ তমঃপদং রজসোপ্যুপলক্ষণং রজস্তমঃপ্রধানাদ্বুদ্ধিঃ সংসারহেতুত্বাৎ সর্ব্বথা ত্যাজ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি ইহা বল যে, এই জড়রূপা বুদ্ধিবৃত্তি কি প্রকারে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়? ইহার কারণ কি, তাহা বলা যাইতেছে।—ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও চিদাত্মার অধ্যাসকৃতত্ব হেতু সর্ব্বদা একত্রাবস্থান নিবন্ধন অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়, সেই বৃত্তি তমোগুণনিবন্ধন যাবৎ বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই পুনঃ পুনঃ সংসারোদ্ভব হইয়া থাকে। ৩৩।

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলং ॥ ৩৪ ॥

কৃতমহাবাক্যবিচারস্য কর্ত্তব্যমাহ নেতীতি। অথাত আদেশো নেতি-নেতীতি প্রমাণেন নিরাকৃতং মিথ্যাত্বেন গৃহীতমখিলং জগৎ যেন স ততো হৃদা সত্ত্বপ্রধানেন মনসা সম্যগাস্বাদিতং চিল্লক্ষণং ঘনাবৃতং দুঃখাসম্ভিন্নং সুখং যেন সঃ স্বর্গাদি তু পরিণামদুঃখত্বাৎ তৎ সম্ভিন্নমেব এবং ভূতো অশেষং জগদ্দেহেন্দ্রিয়াদিদৃশ্যসমূহং ত্যজেৎহানোপাদানবুদ্ধিবিষয়ং ন কুর্য্যাৎ কিন্তুদাসীনস্তত্র ভবেৎ ননু দেহেন্দ্রিয়াদিভিরেব তজ্জ্ঞানলাভাৎ কথমুপ-জীব্যস্য ত্যাগ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তদর্শনেন পরিহরতি যথা তৃষাবান্ আত্তঃ সদ্রসো মাধুর্য্যং যেন তাদৃশঃ নারিকেলনারঙ্গাদিফলান্তর্ব্বর্ত্তাস্তঃ পীত্বা তৎস্থানভূতং তৎফলং জহাতি তত্রোদাসীনো ভবতি তদ্বৎ সর্ব্বদৃশ্যসারাংশো ব্রহ্ম তল্লাভে সতি নিঃসারং দৃশ্যং নোপাদেয়ং নাপি হেয়মিতি ভাবঃ। যতো ভয়াদি-সম্ভাবনা তদ্ধেয়মিত্যুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

যদি ইহা বল যে, কি প্রকারে সংসারকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? তদ্বি-ষয়ে বলা যাইতেছে।—লোকে যেরূপ নারঙ্গাদি ফলের রস পান করিয়া সেই নিঃসার ফল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞানীগণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জগৎকারণ আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরিশেষে এই নিখিল জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করতঃ পরিত্যাগ করেন। ৩৪।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽনবঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতরস্যানিত্যত্বেন তত্র বৈরাগ্যার্থমাত্মন এব নিত্যত্বমাহ কদাচিদিতি কদাপীত্যর্থঃ। অনবঃ উৎপত্ত্যনন্তরং বিদ্যমানো হি নবঃ তেন জন্মানন্তরা-স্তিত্বং ব্যাবর্ত্তিতং নবত্বাভাবেনৈব জীর্ণত্বাভাবাদবস্থান্তরাপত্তিরূপ-পরিণা-মোঽপি নিরস্তঃ অনেন জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতীতি ষড়্ভাববিকাররাহিত্যমুক্তং এবং চৈতত্তিন্নং সর্ব্বমুক্তষড়্ভাব-বিকারবত্ত্বাত্ত্বনিত্যমিতি ততো বিরজ্যেতেতি বোধিতং যত ঈদৃশো ত এব

নিরস্তঃ সর্ব্বস্ব দেহেন্দ্রিয়াদেরতিশয়ো মহত্বং যেন স্বলাভাৎ সঃ 'যল্লাভান্না-পরো লাভ' ইতি শ্রুতেঃ সতঃ সুখাত্মকঃ আনন্দস্বরূপঃ স্বয়ংপ্রভঃ স্বপ্রকাশঃ দেহেন্দ্রিয়াদিস্তু দুঃখস্বরূপঃ পরপ্রকাশ্যশ্চ 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বগতো ব্যাপকঃ অয়মহং বুদ্ধিবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মাপি অদ্বয়ঃ উক্তাদ্বয়ব্রহ্মস্বরূপ এব ন ততোঽতিরিক্ত ইতি ভাবঃ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, হ্রাস নাই বা বৃদ্ধি নাই, আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্ব্বগত, অদ্বয় ও আনন্দময়। ৩৫।

এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥৩৬॥

নন্বু এবম্বিধে বিকারশূন্যে আত্মনি জন্মমরণাদিপ্রবাহরূপসংসারভানং কথমিতি শঙ্কতে এবম্বিধে ইতি। দুঃখময়ঃ দুঃখপ্রচুরঃ উত্তরয়তি অজ্ঞানমূলকো যোঽধ্যাসো দেহান্তঃকরণাদৌ অহং মমেত্যধ্যাসস্তদ্বশাৎ এবঞ্চ ভ্রান্তিরূপা তৎপ্রতীতিরিতি ভাবঃ। নন্বেবং কথং তস্য সংসারস্য নিবৃত্তিস্তত্রাহ জ্ঞানেতি। আবির্ভূত ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্যাজ্ঞানবিরোধিত্বাত্তদুৎপত্তিক্ষণ এব কারণ-ভূতাজ্ঞাননাশাৎ তৎকার্য্যসংসারস্যাপি বিলয় ইত্যর্থঃ। যথা রজ্জু সর্পস্য লয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যদি বল যে, ঈদৃশ জ্ঞানময় সুখাত্মক আত্মাতে কিরূপে সংসার জ্ঞান হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানাধ্যাসবশাৎ ঐরূপ হয়, জ্ঞানোদয় হইলেই উহার বিনাশ হইয়া যায়। ৩৬।

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা-
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।

অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥

অথাধ্যাসলক্ষণমাহ যদন্যদিতি। যদন্যৎ সর্পাদিকমন্যত্র রজ্জ্বাদৌ ভ্রমাৎ ভ্রমজনকাৎ দোষাৎ বিভাব্যতে বিজ্ঞায়তে অমুং বিপশ্চিতো বিদ্বাংসোঽধ্যাস ইত্যাহুঃ যথা অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ অহিবিভাবনং সর্পারোপো রজ্জুবুদ্ধিমূলকস্তদ্বদীশ্বরেঽপি জগৎ দেহাদিসংসারাত্মকং সর্ব্বং বিভাব্যতে আত্মজ্ঞানাভাবাৎ যথার্থতয়া জ্ঞায়তে ॥ ৩৭ ॥

যেরূপে জীবের সংসারভ্রম হয়, এক্ষণ সেই অধ্যাসবিষয় বিবৃত হইতেছে।—অজ্ঞান হেতু এক দ্রব্যে অপর দ্রব্যের যে জ্ঞান, তাহাই অধ্যাস। যেমন সহসা রজ্জুদর্শনে সর্পজ্ঞান হয়, কিন্তু রজ্জুজ্ঞান হইলে তাহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবিনাশ হইলেই ঈশ্বরে জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। ৩৭।

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-
ঽহঙ্কার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণং
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

আত্মনি জগদ্ভানে কীদৃশোঽধ্যাসো নিমিত্তং তদাহ বিকল্পেতি। সর্ব্ববিকল্পকারণমায়ারহিতে বস্তুতঃ তৎসঙ্গরহিতে চিদাত্মকে চিৎস্বরূপে সর্ব্বকারণে নিরাময়ে দুঃখাসংভিন্নানন্দময়ে কেবলে সর্ব্ববিকারশূন্যে পরে দৃশ্যবিলক্ষণে ব্রহ্মণি ব্যাপকে আত্মনি প্রথমমহঙ্কারঃ কল্পিতঃ স এবাধ্যাসঃ অহংবুদ্ধ্যাত্মকোঽধ্যাস এব সর্ব্বসংসারকারণমিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ।

পুনরায় উল্লিখিত অধ্যাসবিষয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছেন।—যাবতীয় বিকল্পের কারণ স্বরূপ, মায়াবিরহিত, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বকারণ, নিরাময়, সর্ব্ববিকারশূন্য, সর্ব্বব্যাপক আত্মাকে প্রথমে অহঙ্কার কল্পিত হয়, সেই অহংবুদ্ধিই অধ্যাস, উহাই সর্ব্বসংসারের কারণ। ৩৮।

ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ
সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।
যস্মাৎ সুষুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিনিষ্ঠ এব সংসারো ন ত্বাত্মনিষ্ঠ ইত্যত্রান্বয়ব্যতিরেকৌ প্রমাণয়তি ইচ্ছাদীতি। পরে সর্ব্বসাক্ষিণি আত্মনি সংসৃতিহেতবঃ ভাসমানসংসার-কারণং সদা কালত্রয়েঽপি ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ ইচ্ছোপেক্ষে রাগ-দ্বেষৌ সুখদুঃখ ইত্যেবমাদিদ্বন্দ্বধর্ম্মিকাঃ ধিয় এব ধীষু সতীষু সংসার ইত্যন্বয়-মুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকমাহ যস্মাৎ কারণাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবাৎ ধীবৃত্ত্যভাবাৎ পর আত্মা নো অস্মাভিঃ তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী সুখরূপেণ স্বস্বরূপমাত্রেণ বিভাব্যতে নিশ্চীয়তে ন তু সংসারিত্বেনেতি ভাবঃ। সুপ্তোত্থিতস্য সুখমহমস্বাপ্সমিতি প্রত্যভিজ্ঞানুভবাত্তদাত্মস্বরূপনিশ্চয়ো অস্তীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩৯ ॥

ইচ্ছোপেক্ষাবিশিষ্ট রাগ দ্বেষ ও সুখদুঃখাদিধর্ম্মসমন্বিত অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ হইতে সর্ব্বসাক্ষী আত্মাতে সংসারকারণ লক্ষিত হয়, কেননা সুষুপ্তি অবস্থায় সেই বৃত্তিসকল বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং তদভাবহেতু আমাদের দ্বারা পরস্বরূপ চৈতন্য স্বস্বরূপানন্দরূপে প্রতীয়মান হয় না। ৩৯।

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্‌স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০ ॥

পুনস্তত্ত্বং পদার্থস্বরূপমাহ অনাদীতি। অনাদির্যা বিদ্যা তত উদ্ভবো যস্যা বুদ্ধেরন্তঃকরণস্য তত্র বিম্বিতং প্রতিবিম্বিতশ্চিতঃ প্রকাশঃ স জীব ইতীর্য্যতে আত্মা পরমাত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া ধীধর্ম্মাসঙ্গেনৈব পৃথক্‌স্থিতঃ অন্তর্যামিতয়ে-ত্যর্থঃ। জীবোঽহং সুখীত্যাদিপ্রকারেণান্তঃকরণধর্ম্মাধ্যাসবান্ পরমাত্মা

তু সাক্ষিতয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽপি ন তথেতি ভাবঃ অতএব বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্ন-পরঃ বুদ্ধিলক্ষণপরিচ্ছেদরহিতঃ অতএব পরঃ এবঞ্চ জ্ঞানেন প্রতিবিম্বাধারবিলয়ে প্রতিবিম্বস্য বিলয়াৎ স জীবঃ স এব পরমাত্মৈব হি প্রসিদ্ধং স ইত্যস্য চাবৃত্তিবোধ্যা ॥ ৪০ ॥

পুনরায় তত্ত্বংপদার্থের স্বরূপ কথিত হইতেছে।—অনাদিস্বরূপ অবিদ্যা হইতে যে বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদ্রূপ আত্মার চিদংশই জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা ধীধর্ম্মাসঙ্গহেতু দ্রষ্টারূপে পৃথক্ স্থিত, বুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত এবং পরশব্দে অভিহিত। ৪।

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ।
অন্যান্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

অথ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যাসবশাৎ পরস্পরধর্ম্মভানমিতি দার্ঢ্যায় পুনরাহ চিদ্বিম্বেতি। চিদাত্মচেতসোরন্যোন্যাধ্যাসবশাৎ পরস্পরতাদাত্ম্যারোপাজ্জড়াজড়ত্বং প্রতীয়তে চেতসো বৃত্তীনাং জ্ঞানত্বং জীবাত্মনো জড়ত্বং প্রতীয়তে অতএব জ্ঞানাশ্রয় আত্মেতি চিত্ত এব তার্কিকব্যবহারঃ জীবাত্মনি জড়াত্মা কথ্যতে বুধৈরিতি স্মার্ত্তব্যবহারশ্চ অত্র হেতুঃ চিদিত্যাদি চিদ্বিম্বং যস্য স চিদাভাসঃ অক্ষৈঃ সহিতঃ সাক্ষঃ সেন্দ্রিয়ঃ স চাসাবাত্মা মনঃ ধীরন্তঃকরণং তেষাং প্রকৃষ্টসঙ্গাদতিসন্নিকর্ষাদধ্যাস ইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ অনলাক্তলোহবৎ অগ্নিতপ্তলোহপিণ্ডবৎ অগ্নিধর্ম্মো দাহকত্বং লোহধর্ম্মশ্চ বর্ত্তুলত্বাদ্যনলে ভাসতে তত্র হেতুরেকত্র বাসাৎ পরস্পরবিভাগেন বৃত্তেরিত্যর্থঃ। তদ্বদেব তয়োরপি পরস্পরধর্ম্মাধ্যাস ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

চিৎ এবং অন্তঃকরণ এই উভয়ের জড়াজড়ত্বও অধ্যাসজনিত, ইহাই বিবৃত হইতেছে।—অধ্যাসবশতঃই সাক্ষীচৈতন্য ও অন্তঃকরণ এই উভয়ের পরস্পর জড়াজড়ত্ব হইয়া থাকে। অনল ও লৌহের একত্র সংসর্গ বশতঃ যেরূপ

লৌহের দাহকত্বাদি প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ চিদাভাস, সাক্ষীচৈতন্য ও অন্তঃকরণ প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের একত্রাবস্থান হেতুই জড়াজড়ত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ৪১।

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তং।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরং ॥ ৪২ ॥

উক্তমেবার্থং দার্ঢ্যায় পুনরাহ গুরোরিতি। বেদবাক্যত ইত্যনেন শ্রবণং গুরোঃ সকাশাদপি ততশ্চানেন মননমুক্তং তাভ্যাং সঞ্জাতো বিদ্যয়া জ্ঞানরূপস্যাত্মনোঽনুভবো যস্য সঃ অনেন কৃতনিদিধ্যাসন ইত্যর্থঃ। তং চিদানন্দস্বরূপং স্বাত্মানমুপাধিবর্জ্জিতং রহিতোপাধিধর্ম্মমাত্মস্থং হৃৎস্থং নিরীক্ষ্য অপরোক্ষীকৃত্যাশেষং জড়ং দৃশ্যং ত্যজেৎ তত্রোদাসীনো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

গুরুসকাশে উপদেশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ হইলে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখনই স্বাত্মাকে উপাধিবর্জ্জিত ও হৃদিস্থ বলিয়া নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। ৪২।

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীবনির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ো নিরাময়ঃ
সংপূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞেয়ং নিরুপাধিকং স্বরূপং শ্লোকদ্বয়েনাহ প্রকাশেতি। অহং প্রকাশরূপঃ স্বপ্রকাশঃ পরপ্রকাশহীনঃ পরপ্রকাশরূপো যথা ঘটাদিঃ অজো জন্মহীনং অদ্বয়ং স্বাজাতীয়দ্বিতীয়রহিতঃ অসকৃদ্বিভাতঃ সকৃদপি পরেণ ভাসকান্তরেণ প্রকাশিতঃ সকৃদ্বিভাতঃ ন সকৃদ্বিভাতো অসকৃদ্বিভাতঃ 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং' ইতি শ্রুতেঃ 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য' ইতি স্মৃতেশ্চ অতীবনির্ম্মলঃ মায়াকৃতাবরণবিক্ষেপরহিতঃ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধচিদেকরসঃ নিরাময়ঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিতঃ সম্পূর্ণ দেশকালপরিচ্ছেদহীনঃ আনন্দময়ঃ আনন্দরূপঃ স্বার্থে ময়ট্ অক্রিয়ঃ পরিণামহীনঃ ॥ ৪৩ ॥

সদৈবেতি। অহং সদৈব কালত্রয়েঽপি মুক্তঃ সর্ব্বধর্ম্মরহিতঃ অচিন্ত্যশক্তিমান্ যঃ পরমাত্মা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতিরিক্তজ্ঞানরূপঃ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি শ্রুতে অবিক্রিয়াত্মকো অপরিণামী অনন্তপারঃ অন্তঃ কালতঃ পারঃ পরং তীরং তাববিদ্যমানৌ যস্য তেন দেশকালপরিচ্ছেদহীনঃ ঈদৃশো যঃ পরমাত্মা বুধৈর্হৃদি অহর্নিশং বিভাবিতঃ সোঽহমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

"আমি স্বপ্রকাশস্বরূপ, জন্মাদিরহিত, অদ্বিতীয়, প্রকাশমান, অতীব নির্ম্মল, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়, নিরাময়, সম্পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, অক্রিয়, সদামুক্ত, অচিন্ত্য-শক্তিমান্, অতীন্দ্রিয়, অপরিণামী, অনন্তপার" বেদবাদী জ্ঞানীগণ অহর্নিশ হৃদয়ে এইরূপ ভাবনা করেন। ৪৩-৪৪।

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫ ॥

এবং ভাবনায়াঃ ফলমাহ এবমিতি। উক্তরীত্যা সদা আত্মানং অখণ্ডিতাত্মনা বিষয়ানাকৃষ্টচিত্তেন বিচারমাণস্য ধ্যায়তঃ ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ চরমাণ এব চারমাণঃ স্বার্থে অণ্ বিশুদ্ধভাবনা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিরুদেতীতি

শেষঃ। সা চোদিতা কারকৈর্দেহান্তরপ্রাপককর্ম্মভিঃ সহাবিদ্যামচিরেণ শীঘ্রমেব হন্যাৎ যথোপাসিতং সেবিতং রসায়নং রুজো হন্যাৎ তদ্বৎ ॥ ৪৫ ॥

তত্বজ্ঞানী মহাত্মা পূর্ব্বকথিত প্রকারে ধ্যাননিমগ্ন হইলে কি প্রকার অবস্থাপন্ন হন, তাহাই কথিত হইতেছে।—এইরূপে চিত্তকে বিষয়াকর্ষণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মার ধ্যান করিলে ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তি উদিত হয়। রসায়ন যেরূপ রোগের বিনাশ করে, তদ্রূপ ঐরূপ জ্ঞান জন্মিলেই কর্ম্মাদি সহ অবিদ্যা বিলুপ্ত হয়। ৪৫।

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র ধ্যানে ইতিকর্ত্তব্যতামাহ বিবিক্ত ইতি। নির্জ্জন ইত্যর্থঃ। আসীনো যথোচিতপদ্মাসনাদ্যুপবিষ্ট উপারতেন্দ্রিয়ঃ নিবৃত্তব্যাপারেন্দ্রিয়ঃ তেন শমদমাদিসম্পন্নঃ বিনির্জ্জিতাত্মা প্রাণায়ামাদিভির্জিতান্তঃকরণ অতএব বিমলান্তরাশয়ো বিশুদ্ধচিত্তঃ বিজ্ঞানদৃক্ বিজ্ঞানে এব দৃক্ ভাবনং যস্য সঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যমানরহিতঃ অনেন নির্ব্বিকল্পসমাধিরুক্তঃ অনন্যসাধনঃ তত্ত্বজ্ঞানাতিরিক্তমুক্তিসাধনাস্তিত্বভ্রমরহিতঃ কেবলোঽসঙ্গঃ আত্মসংস্থিতঃ আত্মন্যেব সংস্থা সমাপ্তিঃ সঞ্জাতা যস্য সঃ তেন ন কদাপি বিষয়ান্তরসঞ্চারবচ্চিত্তঃ বিভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ ॥ ৪৬ ॥

বিজ্ঞানদৃক্ ব্যক্তি নির্জ্জনে সমাসীন হইয়া উপারতেন্দ্রিয়, বিনির্জ্জিতাত্মা, বিমলচিত্ত, ভ্রমরহিত, সঙ্গহীন ও আত্মসংস্থিত হওত নিরন্তর আত্মাকে ভাবনা করিবে। ৪৬।

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরং ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চ যদেতৎ ভূতং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানং বিশ্বং পরমাত্মা দর্শনং ভাসকো যস্যৎ ত 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি শ্রুতেঃ তৎ সর্ব্বকারণে মায়াসন্নিধানাৎ সর্ব্বোপাদানত্বেনাভিমতে আত্মনি বিলাপয়েৎ উপাদান-সত্তাব্যতিরেকেণ কার্য্যসত্তাং ন পশ্যেৎ তাদৃশস্য লক্ষণমাহ সম্পূর্ণঃ অবাপ্ত-সমস্তকামঃ তস্য কম্যাভাবাৎ চিদানন্দময়ঃ তদ্রূপোঽবতিষ্ঠতে বাহ্যমান্তরং চ দৃশ্যং ন জানাতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনাদিতি ভাবঃ॥ ৪৭ ॥

দ্বৈতস্বরূপ প্রপঞ্চ বিশ্বের বিদ্যমানতা থাকিতেও যে প্রকারে অদ্বৈত স্বরূপ আত্মভাবনা হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—এই বিশ্বকে পরমাত্ম-স্বরূপ জ্ঞান হইলেই বাহ্য ও আন্তর দৃষ্টি বিলয় হইয়া যায় অর্থাৎ হৃদয়ে নিরন্তর ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে। ৪৭।

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে-
দোঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ॥ ৪৮ ॥

সমাধিসিদ্ধেঃ পূর্ব্বং যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ পূর্ব্বমিতি। সমাধেঃ সকলবিষয়ব্যাস-ঙ্গনিবৃত্তিপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারবৃত্তিঃ সমাধিস্ততঃ পূর্ব্বং অখিলং সচরাচরং জগৎ ওঙ্কারমাত্রং বিচিন্তয়েৎ ওঙ্কারো মীয়তে অনয়েতি মাত্রা প্রমাণং বোধকত্বেন পরিচ্ছেদকো যস্য তথা জানীয়াৎ তদেব বিবৃণোতি তদেবেতি জগদে-বেত্যর্থঃ প্রণবো বাচকো বিভাব্যতে এতৎ হি প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ইয়ং ভাবনা জ্ঞানবশাদেব ন বোধতঃ নির্ব্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তদূত্তরং নেত্যর্থঃ তস্য সর্ব্ববৃত্ত্যুপমর্দ্দকত্বাৎ॥ ৪৮ ॥

এক্ষণ যে প্রকারে পরমাত্মার ধ্যান করিতে হয়, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে।—সমাধির পূর্ব্বে এই সচরাচর জগৎকে ওঁকারমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে। জগৎ বাচ্য, প্রণবাখ্য ওঁকার বাচক, অজ্ঞান বশতঃই এই-রূপ প্রতীতি হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে ঐ প্রতীতি থাকে না। ৪৮।

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

উক্তমর্থং বিবৃণোতি অকারেতি। অকারসংজ্ঞস্তদ্বাচ্যঃ পুরুষো হি বিশ্বকো বিশ্ব এব বিশ্বকঃ বিশ্বশব্দেন পরিভাষিতঃ অয়ং জাগ্রৎসাক্ষী বিরাট্ ততঃ স্বপ্নসাক্ষী তৈজসঃ তেন পদেন পরিভাষিতঃ লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ উকারকঃ উকারপ্রতিপাদ্য ঈর্য্যতে ততঃ সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞপদবাচ্যো মায়োপাধিকো মকারস্তদ্বাচ্যঃ পঠ্যতে অখিলৈর্বেদৈঃ ইয়ং ভাবনা সমাধিপূর্ব্বং সমাধেঃ পূর্ব্বমেব ন তত্ত্বতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারে সতি ন ভবেৎ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণি প্রবিলয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

ওঁকারের অন্তর্গত অকারবাচ্য শরীরস্থ পুরুষ বিশ্ব, উকার তৈজস এবং মকার প্রাজ্ঞ শব্দে অভিহিত; এই সমস্তই সমাধির পূর্ব্বে হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে আর এ সমস্ত জ্ঞান থাকে না। ৪৯।

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে-
দুকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতং।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে ॥ ৫০ ॥
মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণং।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
দ্বিজ্ঞানদৃঙ্মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥ ৫১ ॥

অথ বিলাপনপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাং বিশ্বমিতি। উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতং স্থূলদেহনিবন্ধনং স্থূলদেহাভিমানেন স্থিতং বিশ্বং পুরুষং তদ্বাচকমকারং চ

বিলাপয়েৎ তুশ্চার্থে বিলীনং ভাবয়েৎ ততস্তৈজসং লিঙ্গদেহাভিমানং পুরুষং তদ্বাচকং দ্বিতীয়বর্ণমুকারং বিলীনবিশ্বকং মকারে বিলাপ্য বিলীনং ভাবয়িত্বা ততস্তাদৃশং মকারং তদ্বাচ্যং প্রাজ্ঞং চ কারণং কারণত্বাভিমানিনং পুরুষং ইহাত্মনি চিদ্‌ঘনে পরে বিলাপয়েৎ তথা ভাবয়েৎ ততঃ সোহং সর্ব্ববিলাপাধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম বিভাবয়েৎ তদ্বিশিনষ্টি সদাবিমুক্তিমৎ নিত্যমুক্তং অস্বহংপদার্থস্য রাগদ্বেষাদিমলিনস্য কথং ব্রহ্মত্বভাবনেত্যাশঙ্ক্যাহংপদার্থং বিশিনষ্টি উপাধিতো মুক্তঃ অতএবামলঃ তথা ভাবনে সাধনং বিজ্ঞানদৃগ্বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনং ব্রহ্মমাত্রপ্রত্যয়াবিচ্ছেদরূপা, দৃক্ তৎসাক্ষাৎকারে সাধনং যস্য সঃ ॥ ৫০-৫১ ॥

যে প্রকারে লয় ভাবনা করিতে হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।—সেই অকারাখ্য পুরুষকে উকার অর্থাৎ তৈজসে, উকারকে মকারে এবং মকারকে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে। অনন্তর "আমিই সদামুক্ত, বিজ্ঞানদৃক্, উপাধিরহিত, অমল পরব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। ৫০-৫১।

এবং সদাজাতপরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥ ৫২ ॥

এবং ভাবনাবতো লক্ষণমাহ এবমিতি। উক্তপ্রকারেণ সদা জাতা পরমাত্মন্যেব ভাবনা যস্য সঃ পরিবিস্মৃতমখিলং পুত্রদেহাদি যেন সঃ অতএব স্বরূপানন্দেনৈব তুষ্টঃ ন তু বিষয়ানন্দেন তস্য পরিণামে দুঃখরূপত্বাৎ ততো বিরক্ত ইত্যর্থঃ সাক্ষান্নিত্যাত্মনি সুখপ্রকাশকঃ সাক্ষাদৌপাধিকনামরূপভেদরাহিত্যেন নিত্যমখণ্ডিতমাত্মস্বরূপং যৎ সুখপ্রকাশশ্চ তদ্রূপঃ এবংরূপো বিমুক্তো জীবন্মুক্তঃ অচলং নিশ্চলং বারি যস্য তাদৃশসিন্ধুবদাস্তে বিষয়সম্বন্ধরূপলহরীরহিত আস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

এক্ষণ আত্মোপাসনার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে।—এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে

আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই সেই ব্যক্তি বিষয়বাসনারহিত, নিত্য সুখী ও জীবন্মুক্ত হইয়া অচলবারি সিন্ধুবৎ বিরাজমান থাকেন। ৫২।

এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মনঃ॥ ৫৩॥

ঈদৃশস্য মৎপ্রাপ্তির্ভবত্যেবেত্যাহ এবমিতি। উক্তপ্রকারেণ সদাভ্যস্তসমাধের্য্যোগিনঃ নিবৃত্তাঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোচরাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ো যস্য বিনির্জ্জিতা অশেষা রিপবঃ কামদায়ো যেন তস্য তজ্জয়েন বিষয়েষন্তঃকরণাপবৃত্তিঃ সূচিতা অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বনিত্যতৃপ্তত্ববোধরূপত্বস্বতন্ত্রত্বনিত্যালুপ্তত্বানন্তরূপাঃ ষড়্গুণাঃ যস্য তাদৃশঃ আত্মা জিতো বশীকৃতো যেন তস্য সদা দৃশ্যো ভবেয়ম এতেন মদ্ভক্তস্য যোগিনোঽহং দৃশ্যো ন তু ভক্তিবিমুখস্যেতি সূচিতং॥ ৫৩॥

এই প্রকারে সমাধিযোগ অভ্যাস করিলে কাম-ক্রোধাদি রিপু সকল পরাজিত হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ষড়্গুণ পরাভূত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয়বিষয় সকল সেই ব্যক্তির নিকট পরাজিত হয়, সুতরাং আমি সর্ব্বদা সেই ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া থাকি। ৫৩।

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ॥ ৫৪॥

এবম্বিধো জীবন্মুক্তঃ প্রারব্ধবশেন অনভিমানঃ ভোগানশ্নংস্তিষ্ঠেৎ ততো ময্যেব বিলীয়তে মদ্রূপো ভবতীত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি॥ ৫৪॥

হে লক্ষ্মণ! এইরূপে অহর্নিশি আত্মধ্যান করিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেই আমাতে বিলীন হইতে পারা যায়। ৫৪।

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণং।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাং ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষয়া অয়মেব ধর্ম্মো জ্যায়ানিত্যাহ আদৌ চেতি। ভবং সংসারং আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বথা ভয়শোকয়োঃ কারণং বিদিত্বা তৎ-কারণীভূতং বিধিবাদৈর্যজেতেত্যাদিভিশ্চোদিতং বোধিতং সমস্তং কর্ম্ম-মার্গং কাম্যং হিত্বা অখিলাত্মনাং জীবানাং স্বরূপভূতং মামাত্মানং পরমেশ্বরং ভজেৎ যথা ধনস্যার্জ্জনেনাদৌ দুঃখমেবং পদার্থমাত্রে দ্রষ্টব্যং॥ ৫৫॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কি প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট, তাহাই বলা যাইতেছে।—এই-রূপে সংসারকে কি আদি, কি মধ্য, কি অনন্ত সকল সময়েই ভয় ও শোকের কারণ জ্ঞান করিয়া সমস্ত বিধিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মাকেই ভজনা করিবে। ৫৫।

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ॥ ৫৬ ॥

মদ্যভেদভাবনয়া নামরূপাবিভাগেন মদ্রূপ এব ভবতীত্যমুমর্থং সদৃ-ষ্টান্তমাহ আত্মনীতি। আত্মনি সর্ব্বাধিষ্ঠানে ময়ি ইদং স্বস্বরূপং জীবম-ভেদেন বিভাবয়ন্ যদা তিষ্ঠতীতি শেষঃ তদা ময়াত্মনা পরমেশ্বরেণাভেদেন ভবতি অভিন্নো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা সমুদ্রে প্রবিষ্টং নদ্যাদিজলং

সমুদ্র এব যথা ক্ষীরে গবাদিক্ষীরে প্রক্ষিপ্তঃ পয়ঃ ক্ষীরমেব যথা ব্যোম্নি মহাকাশে ঘটাদ্যবচ্ছিন্নাকাশো ঘটাদিভঙ্গে যথা চর্ম্মভস্ত্রিকাদ্যবচ্ছিন্নো বায়ুরনিলো মহাবায়ৌ নামরূপাবিভাগেনৈকীভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ সমুদ্রে নদীজল নিপতিত হইলে সেই বারি সমুদ্র এবং গবাদি-ক্ষীরে নিপতিত জল ক্ষীরই হয়, তদ্রূপ আত্মার সহিত জগতের অভেদ জ্ঞান হইলেই আমার সহিত অভিন্নতা লাভ হয়। ৫৬।

ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়েন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

এবমাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য জগৎসত্যত্বভ্রমঃ স্বত এবাপৈতীত্যাহ ইত্থমিতি। হি অপ্যর্থে লোকসংস্থিতোঽপি জীবন্মুক্তিদশায়াং প্রারব্ধবশাৎ লোকব্যবহারং কুর্ব্বন্নপি জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্ সন্ যদি যদা ইত্থমীক্ষেত একাত্ম্যং জানীয়াৎ তদা নিবৃত্তজগৎসত্যত্বভ্রমো ভবতীতি শেষঃ তত্র হেতুঃ শ্রুতিযুক্তি-মানতো নিরাকৃতত্বাৎ 'অতোঽন্যদার্ত্তং' ইত্যাদিশ্রুতিরূপাৎ জগন্মিথ্যাদৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরজতবদিতি তদুপবৃংহিতানুমানরূপাৎ মানতঃ প্রমাণতো নিরাকৃতত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তো যথেন্দুভেদঃ একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্রত্বভ্রমস্তদেকত্বজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে যথা চ দিশি প্রাচ্যাদৌ অন্যদিকত্বভ্রমঃ সোঽপি তত্ত্বজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে এবং ভ্রমতঃ পুরুষস্য দিক্ষু ভ্রমণভ্রমঃ নিকটবর্ত্তিবৃক্ষাদৌ চ ভ্রমণভ্রমস্তৎস্থৈর্য্য-জ্ঞানেন নিবর্ত্ততে তদ্বৎ ॥ ৫৭ ॥

এইরূপ হইলেই সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি এই নিখিল জগৎ দর্শন করেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ভ্রম ও পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে দিগ্‌ভ্রম হয়, তদ্রূপ শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বাধিতত্ব বশতঃ সকলই মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ৫৭।

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তবেন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।

শ্রদ্ধালুরত্যূর্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

ঈদৃশজ্ঞানে মদারাধনমেবোপায় ইত্যাহ যাবদিতি। অখিলং জগৎ মদাত্মকং মদধিষ্ঠানকং মদ্বিবর্ত্তভূতং যাবন্ন পশ্যেৎ তাবৎ মৎপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধালুঃ ভগবৎবিশ্বাসমেব জ্ঞানপ্রাপকমিত্যত্র দৃঢ়বিশ্বাসবান্ অতিশয়েনোর্জ্জিতা বুদ্ধিমতী ভক্তিঃ ভগবতি পূজ্যতাবুদ্ধিরূপা চিহ্নং লক্ষণং যস্য সঃ তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ এবং হি তস্য হৃদি অহং অহর্নিশং দৃশ্যো ভবামি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৫৮ ॥

ভক্তিযোগ কি প্রকারে জন্মে, তাহারই দৃঢ় উপায় বলা যাইতেছে।— যাবৎ এই অখিল বিশ্ব মদাত্মক বলিয়া অনুমিত না হয়, তাবৎ আমার আরাধনায় নিরত থাকিবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে মৎপ্রতি পরম ভক্তি প্রকাশ করে, আমি তাহার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করি। ৫৮।

রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়ং।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯ ॥

শ্লোক্তবচনজাতস্য শ্রুতিসমত্বং কথমেতদালোচনমপি মদারাধনপ্রতিবন্ধকদুরিতধ্বংসোপায় ইত্যাহ রহস্যমিতি। শ্রুতিসারসংগ্রহত্বেনাতিগোপনীয়তা অপ্রমাণশঙ্কাকলঙ্করাহিত্যং সূচিতমালোচয়তি সম্যগ্বিচারয়তি ॥ ৫৯ ॥

হে বৎস! আমি এই তোমার নিকট শ্রুতিসারসংগ্রহ রহস্য কীর্ত্তন করিলাম, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিরন্তর ইহা আলোচনা করে, তাহার যাবতীয় পাপরাশি বিদূরিত হয়। ৫৯।

ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগ-
ন্মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।

মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ। ৬০ ॥

অথ ভগবান্ উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেণ দার্ঢায় পুনরাহ ভ্রাতরিতি। যদীতি যদিত্যর্থে যদিদং জগৎ পরিদৃশ্যতে তৎ সর্ব্বং মায়ৈবেতি জ্ঞাপোতি শেষঃ চেতসা সর্ব্বং পরিহৃত্য তত্রৌদাসীন্যং কৃত্বা মদ্ভাবনয়া মদৈক্যভাবনয়া ভাবিতং শুদ্ধং মানসং যস্য তাদৃশস্তিষ্ঠ ইত্যুপদিশ্যাশিষং প্রাহ নিরাময়ঃ সন্ সুখীভব সর্ব্বদুঃখনিবৃত্ত্যেতি ভাবঃ। ততোঽন্তরঙ্গামন্যামাশিষমাহ আনন্দময়ো ভব তদ্রূপো ভবেত্যর্থঃ যদ্যপি পূর্ব্বমানন্দরূপত্বমস্ত্যেব তথাপি তৎপ্রাপ্তির্বিস্মৃতকণ্ঠস্থভূষণপ্রাপ্তিবৎ ॥ ৬০ ॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি এই জগৎকে মায়ামাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বিমলচিত্তে আমাকে চিন্তা কর, তাহা হইলেই পরম সুখ ও নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। ৬০।

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকং।
সোঽহং স্বপাদাঙ্কিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ॥ ৬১॥

এবং রীত্যা স্বোপাসকস্য লোকপাবনত্বমাহ য ইতি। কদা বা যদা কদাচিদিত্যর্থঃ হৃদা নির্ম্মলেনান্তঃকরণেন যো মামগুণং প্রাকৃতসত্ত্বরজস্তমোরূপগুণরহিতং সচ্চিদানন্দত্বাৎ অতএব গুণাৎ পরং মায়াতীতং যদি বা যদ্বেত্যর্থে গুণাত্মকং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণমেব আত্মা মূর্ত্তির্যস্য তং দৃশ্যমানং রূপং সেবতে তাদৃশো ভক্তঃ স্বপাদলগ্নরেণুভিঃ সংস্পৃশন্ লোকত্রয়মপি পুনাতি অজ্ঞানধ্বান্তনিরসনেন পবিত্রীকরোতি যথা রবিঃ স্বকরৈর্জ্জগদ্বিতিমিরীকরোতি তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥

অধুনা ভগবান্ দাশরথি তাঁহার ভক্ত জনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন।-- আমি অগুণ, গুণাতীত ও গুণাত্মক, যে ব্যক্তি হৃদয়ে আমাকে ভাবনা

করেন, তিনি মৎস্বরূপ হইয়া সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় চরণরেণু দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ৬১।

বিজ্ঞানমমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতং।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীরামগীতা সমাপ্তা।

ইদানীমেতদ্গ্রন্থার্থালোচনাসমর্থস্য পাঠমাত্রতোঽপি মহৎফলমাহ। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানজনকং করণব্যুৎপত্ত্যেতি বোধ্যং বেদান্তৈরুপনিষদ্বাক্যৈর্ব্বেদ্যং চরণং জগজ্জন্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম যস্য তেন নন্বু পাঠমাত্রাদেতাদৃশমহৎফলপ্রাপ্তিঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য ভবত্যেবেতি সূচয়ংস্তত্র হেতুমাহ মদ্বচনেষু ভক্তির্ব্বিশ্বাসো যদীত্যর্থাদ্গুরুবাক্যবিশ্বাসস্যৈব ফলদায়কত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

হে লক্ষ্মণ! এই আমি তোমার নিকট বেদান্তপ্রতিপাদিত শ্রুতিপ্রতিপন্ন বিষয় বর্ণন করিলাম, আমার বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ করিলে মৎসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ৬২।

ইতি জেলা যশোহর, মল্লীকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয়
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত
রামগীতানুবাদ সমাপ্ত।

